প্রকাশনার ৮১ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ১২ ❖ ৪ - ১০ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

পুনরুত্থান সংখ্যা ২০২১

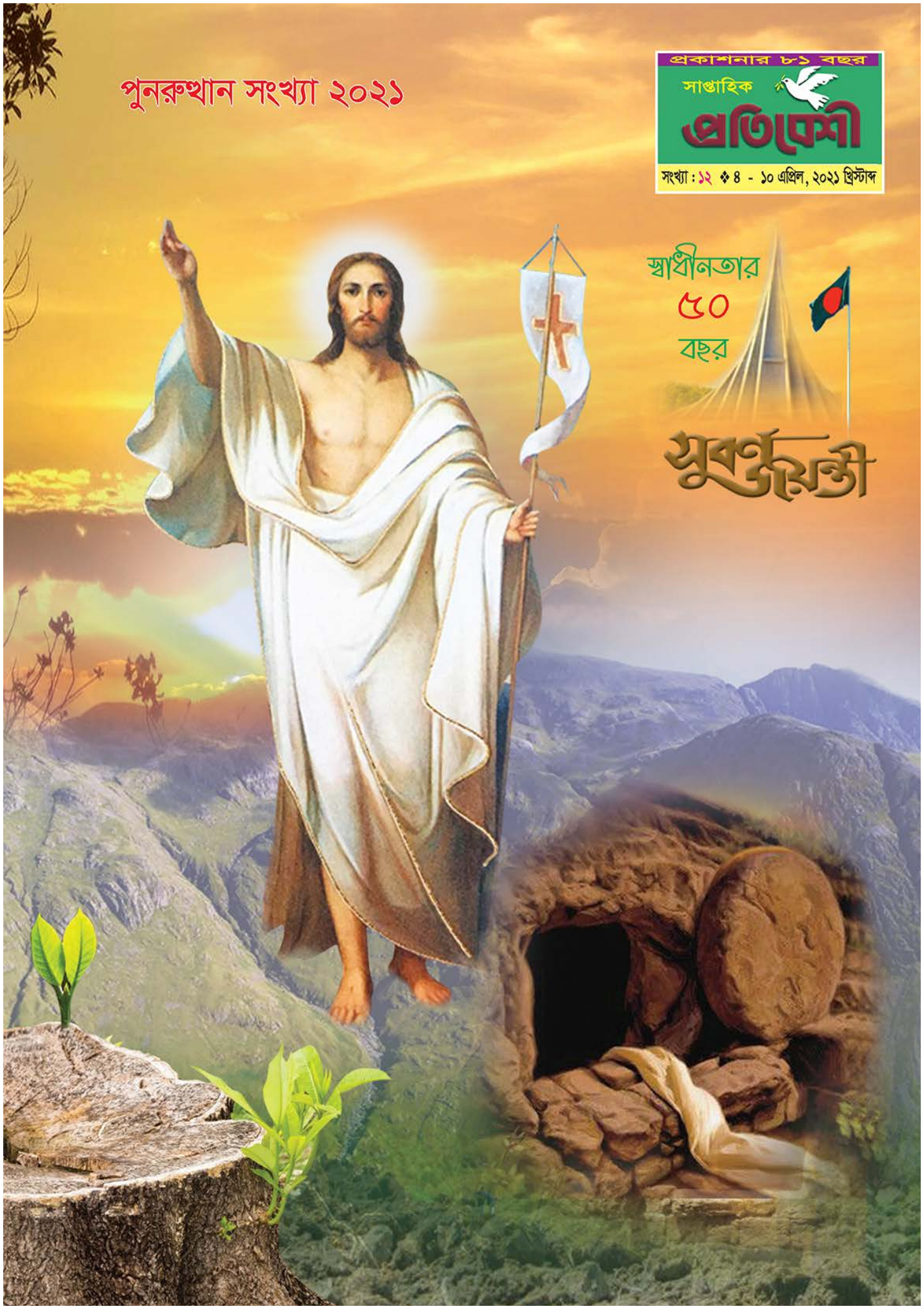

স্বাধীনতার ৫০ বছর

সুবর্ণজয়ন্তী

১২তম মৃত্যুবার্ষিকী

স্বর্গীয় খ্রীষ্টফার গমেজ

জন্ম : ২৬ নভেম্বর, ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ

**ঈশ্বর তোমার আত্মাকে
অনন্ত শান্তি দান করুন।**

১৪ এপ্রিল ২০১০, দেখতে-দেখতে ১২টি বছর পেরিয়ে গেল। ঈশ্বরের ডাকে সাড়া দিয়ে এই পৃথিবী ত্যাগ করেছ তুমি। আমরা সবাই তোমার শূন্যতা মনে প্রাণে সর্বক্ষণ অনুভব করি। আমরা বিশ্বাস করি, পিতা পরমেশ্বর তোমাকে তাঁর শাশ্বত রাজ্যে স্থান দিয়েছেন। আমাদের জন্য তুমি তোমার স্বর্গীয় আশীর্বাদ প্রদান করো, যেন একদিন তোমার সাথে প্রভুর রাজ্যে মিলিত হতে পারি।

তুমি ছিলে, তুমি থাকবে, আমাদের সবার অন্তরে এবং তোমার সকল কাজে।

তোমারই প্রিয়জনেরা

ছেলে ও ছেলে বৌ : বাবু মার্কুজ গমেজ - মার্সিয়া মিলি গমেজ
মেয়ে ও মেয়ে-জামাই : আলো, জ্যোৎস্না-অজিত, উজ্জ্বলা-তপন
নাতি : অভিষেক ইম্মানুয়েল সি গমেজ
নাতনী ও নাত-জামাই : ডায়না-মার্টিন, বৃষ্টি- ডেভিড, রাত্রি, স্বপ্ন, সৃষ্টি, বিস্ময়, স্পর্শ
পুতি : কাব্য, অনিক ও আনন্দ

৩০/১ পূর্ব রাজাবাজার (পারুল ভিলা)
তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

বিজ্ঞ/৮৭/২১

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ১২
৪-১০ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
২১ - ২৭ চৈত্র, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

পুনরুত্থানের মূল্যবোধগুলো অনুশীলন হোক ব্যক্তি থেকে সমাজ জীবনে

করোনাভাইরাসের আতঙ্ক থাকা সত্ত্বেও এবার কঠিনভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সীমিত জনগণের উপস্থিতিতে যিশুর পুনরুত্থান উৎসব পালন করতে পারবো বলে মনে হচ্ছে। কিছুদিন আগেও মনে হচ্ছিল স্বাস্থবিধি মেনে স্বাভাবিকভাবেই সবকিছু করতে পারবো। কিন্তু কর্তৃপক্ষের নজরদারির অভাব ও মানুষের অসচেতনতায় করোনা পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যা গত বছরের চেয়ে ভয়াবহ। আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার বিগত কয়েকদিনে বেড়ে গেছে আগের তুলনায় বহুগুণ। সার্বিক পরিস্থিতির বিবেচনায় উৎসব সমাবেশ সীমিত হওয়াই বাঞ্চনীয়। এই ধরণের বিশেষ পরিস্থিতিতেই ৪ এপ্রিল সারাবিশ্বে পালিত হবে ইস্টার সানডে বা পুনরুত্থান পর্ব।

পুনরুত্থান বা পাস্কা পর্ব খ্রিস্টানদের প্রধানতম পর্বের একটি। মৃত্যু থেকে যিশুর জীবিত হয়ে ওঠার ঘটনাটিই যিশুর পুনরুত্থান। উদ্‌যাপনে অতীব আড়ম্বরতা না থাকলেও উপাসনায় রয়েছে গাম্ভীর্য ও ব্যাপকতা। পুনরুত্থান পর্বের আত্মিক প্রস্তুতি শুরু হয় ৪০দিন আগে থেকেই কপালে ভস্ম লেপনের মধ্যদিয়ে। চল্লিশদিনের এই প্রায়শ্চিত্তকালে ত্যাগ সাধনা, দান ও দয়াকাজের মাধ্যমে খ্রিস্টানগণ নিজেদের আত্মশুদ্ধির যাত্রা শুরু করেন। তপস্যাকালে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা যিশুর কষ্ট-যন্ত্রণা-মৃত্যুর কথা চিন্তা ও ধ্যান করার সাথে-সাথে নিজ এবং প্রতিবেশী ভাইবোনদের জীবনের দুঃখ-কষ্ট ও বেদনার চিত্র দেখেন। নিজ জীবনের পাপ, অন্যায় অপরাধ দেখে অনুতপ্ত হয় এবং নতুন মানুষ হওয়ার শপথ নেন। নতুন মানুষ হয়ে উঠতে যিশু ভক্তকে অনুপ্রাণিত করেন। কেননা তিনি সমগ্র মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের জন্য ক্রুশোপরে জীবন উৎসর্গ করলেন এবং মৃত্যুর তৃতীয় দিনে পুনরুত্থান করেছেন; তিনি সর্বদা মানুষকে দুঃখ-কষ্ট জয় করতে সহায়তা করেন। কেননা কোন দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-নিরাশা তাঁকে গ্রাস করতে পারেনি। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু মৃত্যুও তাঁকে ধ্বংস করতে পারেনি। তিনি মৃত্যুঞ্জয়। ক্রুশের উপর যিশুর আত্ম বলিদান ও আত্মত্যাগের পুরষ্কারস্বরূপ ঈশ্বর তাঁকে করেছেন অনন্য গৌরব ও মহিমার অধিকারি। মৃত্যু বিজয়ী। করোনাকালীন এই সংকটময় মুহূর্তে পুনরুত্থিত যিশু আমাদেরকে আশাবাদী করে যে, আমরা মৃত্যু পথের যাত্রী নই। করোনাভাইরাস আমাদের জীবনে মৃত্যুর চ্যালেঞ্জ দিলেও পুনরুত্থিত যিশুর শক্তি আমাদেরকে জ্ঞান ও সচেতনতা দান করছে তা মোকাবেলা করার জন্য। করোনাকালে আমাদের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে চাইলে প্রতিবেশি ভাই-বোনদেরও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। আমাদের আমিত্ব, স্বার্থপরতা, স্বেচ্ছাচারিতা, সংকীর্ণতা, প্রভুত্ব, রাগ, বড়াই, গুজব রটানোর মনোভাব ইত্যাদি যা আমাদেরকে অন্যদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে সেগুলোর মৃত্যু ঘটাতে হবে। করোনাভাইরাস অদৃশ্য ও শক্তিশালী হলেও মানুষের পারস্পরিক ভালোবাসা ও সহযোগিতার কাছে অবশ্যই পরাজিত হবে। যেমনটি যিশুর কাছে শক্তিশালী মৃত্যুও পরাজিত হয়েছিল।

যিশুর পুনরুত্থান উৎসব পালন প্রত্যেক বিশ্বাসীকে আহ্বান করে নিজ-নিজ বিশ্বাস ও আশা নবায়ন করতে। পুনরুত্থিত যিশুর প্রতি নিঃশর্ত ও বিশ্বস্ত ভালবাসা ভক্তকে যেমন অনন্ত জীবন লাভে সহায়তা করবে ঠিক তেমনি প্রতিদিনের সহযোগিতা, সহভাগিতা, ক্ষমা, দয়া, সত্য ও ন্যায্যতা চর্চা ভক্তকে প্রতিদিন পুনরুত্থানের পূর্বস্বাদ দান করবে। পুনরুত্থিত যিশুর সংস্পর্শে এসে ভীত-সন্ত্রস্ত শিষ্যেরা পেয়েছিল আশা, আনন্দ, শান্তি ও কর্মপ্রেরণা। আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা এই বিভীষিকাময় সময়েও প্রতিদিনের জীবনাচরণে, কথাবার্তায় যিশুর পুনরুত্থানের সাক্ষ্য দান করে তাঁর গৌরবময় উপস্থিতি অনুভব করি আমাদের জীবনে। যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে পরস্পরের পাশে থেকে আমরা হতাশা-নিরাশা, মন্দতা ও পাপের উপর বিজয়ী হতে পারব।

আমাদের নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ ও আশা-নিরাশার অভিজ্ঞতায় যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থানের মূল্যবোধ তথা শান্তি, আনন্দ, একতা ও সাহসিকতা চর্চা করা একান্তই দরকার। সকলে পুনরুত্থানের মূল্যবোধে চলার চেষ্টা করলেই আমাদের সমাজের অন্যায় ও অশুভ শক্তির আস্ফালন ও পাঁয়তারা কমবে। তাই পুনরুত্থানের মূল্যবোধের চর্চা প্রতিদিনই করতে হয়। পুনরুত্থানের বাহ্যিক উৎসব একদিন হলেও যিশুর সাথে একাত্ম হয়ে প্রতিদিনই পুনরুত্থানের স্বাদ পেতে পারি। তাই যিশুর পুনরুত্থান একটি চলমান অভিজ্ঞতা যা প্রত্যেকের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে। আমরা যখন প্রতিদিন ঈশ্বরের মঙ্গলময় ইচ্ছায় জীবনযাপন করি, ভাল চিন্তা করি, ভাল কিছু করি, আমরা পুনরুত্থানের পথে চলি। পুনরুত্থানের আলো সবার অন্তরে প্রবেশ করুক আর করোনাভাইরাস রোধ করতে সকলকে অনুপ্রাণিত করুক। †

কিন্তু তিনি তাঁদের বললেন, "বিহ্বল হয়ো না। তোমরা নাজারেথের সেই যিশুকে খুঁজছ, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তিনি পুনরুত্থান করেছেন, এখানে নেই ; দেখ, তাঁকে এখানে রাখা হয়েছিল।" *(মার্ক ১৬:৬)*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী সূচীপত্র

প্রবন্ধ

- পুণ্যসপ্তাহ, পুনরুত্থান ও নীরবতা - বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি ◆৬
- যিশুর পুরুত্থান:একটি আহ্বান - ফাদার প্যাট্রিক গমেজ -৮
- পবিত্র বাইবেলে যিশু-খ্রিস্টের পুনরুত্থানের সাক্ষ্য - ফাদার শিপন পিটার রিবেরু ◆৯
- যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দের কাছে ভয় অনুপস্থিত - ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি ◆১১
- পুনরুত্থানের আধ্যাত্মিকতায় খ্রিস্টীয় পরিবার - ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা ◆১২
- খ্রিস্টে দীক্ষিত সবারই প্রেরণকর্ম - পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সুসমাচার প্রচার করা - সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ ◆১৪
- পুণ্য শুক্রবার (Good Friday) ও পুনরুত্থান রবিবার (Easter Sunday) করোনাকালীন আত্ম-জিজ্ঞাসা ও কিছু ভাবনা -ডা: নেভেল ডি'রোজারিও ◆১৭
- যে গান এলো প্রাণে যিশুর পুনরুত্থানে - ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা ◆১৯
- একটি শূন্যতা এনে দিল অজস্র পূর্ণতা - ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও ◆২২
- একবিংশ শতাব্দীতে যিশুর পুনরুত্থান - বৃষ্টি ইম্মানুয়েল রোজারিও ◆২৪
- পুনরুত্থান প্রতিদিন - ডোরা ডি'রোজারিও ওসিভি ◆২৫

খোলা জানালা

- স্বপ্নের সন্ধানে ও স্বপ্নপূরণে - ড. আলো ডি'রোজারিও ◆ ২৬
- যুবাদের স্বাবলম্বী হওয়ার নতুন দিগন্ত ফ্রিল্যান্সিং পেশা - থিওফিল নকরেক ◆২৭
- পজেটিভ-নেগেটিভ - সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ ◆২৮
- সামাজিক রাজনীতি ও দেশীয় খ্রিস্টান সমাজ - চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু ◆২৯
- এসো স্বপ্ন দেখি, স্বপ্ন দেখাই - ফাদার গৌরব জি পাথাং সিএসসি ◆৩৪
- কথার আঘাত - যোয়্যান গমেজ (শ্রেয়া) ◆৩৬
- মণ্ডলীর সেবাতে খ্রিস্টান ক্রেডিট ইউনিয়নগুলোর অংশগ্রহণ -পংকজ গিলবার্ট কস্তা ◆৩৭

মহিলাঙ্গণ

- বঙ্গবন্ধুর সাম্যের দীক্ষায় দীক্ষিত নারীরা- জাসিন্তা আরেং ◆৩৯

স্বাস্থ্যকথা

- হাড়-হাড্ডি-মজ্জা - ডাঃ মার্ক টুটুল গমেজ ◆৪১

গল্প

- লাইফ সাপোর্ট - খোকন কোড়ায়া ◆৪২
- যুদ্ধে যুদ্ধে বাঁচা - শিউলী রোজলিন পালমা ◆৪৩
- বিড়াল প্রীতি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া - সাগর কোড়াইয়া ◆৪৫
- ঈশ্বর যার সহায়, সে-ই সাহায্য পায় - ডেভিড স্বপন রোজারিও ◆৪৬
- সাঝের বাতি - রবীন ভাবুক ◆৪৮
- এক কৃপণ ফাদার - ফাদার আবেল বি. রোজারিও ◆৫০

কলাম

- উজ্জ্বল আলো ছড়ানো ভাতিকানের শিল্পকর্ম-হিউবার্ট অরুণ রোজারিও ◆৫১
- খ্রিস্ট জীবন্ত : আমাদের আশা, আমাদের মনোবল, ড. লিটন এইচ গমেজ সিএসসি ◆৫২
- কবিতার পাতা ◆৫৪

ছোটদের আসর

- পাস্কায় প্রকৃত আনন্দ আস্বাধন - সংগ্রামী মানব ◆৫৬
- বিশ্বমণ্ডলী ◆৫৭

পুনরুত্থান পর্বের শুভেচ্ছা

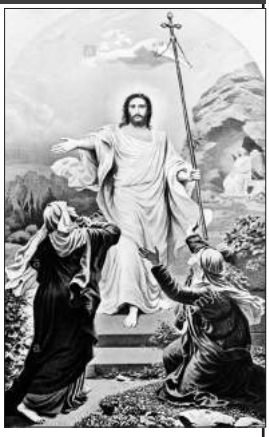

করোনা আক্রান্ত বিশ্বে শান্তিরাজ ও জগতের পরিত্রাতা প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসবে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী'র পাঠক, লেখক, বিজ্ঞাপনদাতা, শুভানুধ্যায়ীসহ সকল জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মানুষকে জানাচ্ছি প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা। সকলের উপর অজস্র ধারায় নেমে আসুক পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রেম, শান্তি, কল্যাণ ও সমৃদ্ধি। সকলকে জানাই শুভ পাস্কা।

এবারের পুনরুত্থান রবিবার-২০২১ উপলক্ষে অনেক লেখা ও বিজ্ঞাপণ পেয়েছি সেইজন্য সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।

বি:দ্রঃ পুনরুত্থান পার্বণ উপলক্ষে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের সকল বিভাগ ৬ এপ্রিল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পরবর্তী সংখ্যা (সংখ্যা-১৩) ১৮ এপ্রিল প্রকাশ পাবে।

– সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

পুনরুত্থান উৎসব উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানমালা

বিটিভি

পুনরুত্থান রবিবার (৪ এপ্রিল)	:	মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু : আলোর দিশারী
সময় :		রাত ১০টার ইংরেজী সংবাদের পর (সময় পরবর্তীত হলে তা জানিয়ে দেয়া হবে।)
রচনা	:	সুনীল পেরেরা
ব্যবস্থাপনায়	:	বাণীদীপ্তি

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ফেসবুক পেইজ

পুনরুত্থান রবিবার (৪ এপ্রিল)	:	পুনরুত্থান কথা
গ্রন্থনা ও প্রযোজনা	:	ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু
সময়	:	সকাল ১০টায়,
ফেসবুক পেইজের লিংক	:	https://www.facebook.com/weeklypratibeshi

সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর ফেসবুক পেইজে সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।

আর্চবিশপের বাণী

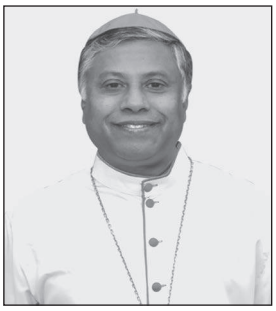

প্রভু যিশুর গৌবরময় পুনরুত্থান পর্ব তথা ইস্টার সানডে উপলক্ষে প্রতিবেশীর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে শুনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। ইস্টার সানডে উপলক্ষে আমি আপনাদের সবাইকে আমার আন্তরিক প্রীতিপূর্ণ শুভেচ্ছা জানাই। আমাদের মাণ্ডলিক উপাসনা বর্ষের পরিক্রমায় পুণ্য তপস্যাকালীন সময়ের চল্লিশ দিন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ত্যাগস্বীকার, প্রার্থনা ও দানশীলতার মধ্যদিয়ে আমরা নিজেকে প্রস্তুত করেছি প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের প্রত্যাশায়। তপস্যাকালে আমরা প্রভু যিশুর যন্ত্রণাভোগ, ক্রুশীয় মৃত্যু আরও গভীরভাবে আমাদের হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছি। ঈশ্বর আমাদের কত-ই না ভালবেসে তাঁর একমাত্র পুত্রকে এ জগতে পাঠিয়েছিলেন আমাদের পরিত্রাণের জন্যে। আমরা আমাদের জীবনে ঈশ্বরের এই ভালবাসার জন্য কৃতজ্ঞচিত্তে তাকে ধন্যবাদ জানাই। এ বছর পুণ্যপিতা পোপ মহোদয় তপস্যাকালীন সময়ে আমাদের মন পরিবর্তনের মাধ্যমে আমাদের বিশ্বাস আরও গভীরভাবে নবায়িত করতে, আশার জীবন বারি হতে জল আহরণ করতে এবং উন্মুক্ত হৃদয়ে ঈশ্বরের ভালবাসা গ্রহণ করতে আহবান করেছেন। কোভিড-১৯ এর মহাদুর্যোগের সময় থেকে আজ অবধি আপনারা অতীব বিশ্বাস, আশা ও ভালবাসা নিয়ে নিজেদের খ্রিস্টবিশ্বাসে জীবন-যাপন করেছেন এ জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও তাঁর প্রশংসা করি।

আমরা সকলেই জানি, পুণ্যপিতা পোপ ফ্রান্সিস ৮ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ৮ ডিসেম্বর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ''সাধু যোসেফ বর্ষ'' হিসেবে ঘোষণা করেছেন। এই বর্ষ উপলক্ষ্যে পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস Patris Corde (With a Father's Heart), "পিতার হৃদয়ে" নামক প্রৈরিতিক পত্র রচনা করেছেন। সাধু যোসেফের হৃদয় ছিল গভীর কোমল, স্নেহপূর্ণ ও ভালবাসাপূর্ণ যে হৃদয় দিয়ে তিনি মা মারীয়া ও প্রভু যিশুর যত্ন নিয়েছেন। তাঁর এই ভালবাসাপূর্ণ হৃদয়ে যিশু ও মারিয়াকে রেখেছিলেন। মণ্ডলীর খ্রিস্টভক্ত হিসেবে আমরা সবাই সাধু যোসেফের সেই প্রেমপূর্ণ, ভালবাসাপূর্ণ ও কোমল হৃদয়ে আশ্রয় পেতে চাই। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের ধরেণ্ডা ও শুলপুর ধর্মপল্লী দুটিকে সাধু যোসেফের বর্ষ উপলক্ষে তীর্থস্থান হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে যেন খ্রিস্টভক্তগণ তীর্থযাত্রী হিসেবে সাধু যোসেফের কাছে উৎসর্গীকৃত ধর্মপল্লী দুটিতে গিয়ে সাধু যোসেফের মধ্যস্থতায় প্রার্থনা করার সুযোগ পায় এবং সাধু যোসেফের মধ্যদিয়ে ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ লাভ করতে পারেন।

আসিসির সাধু ফ্রান্সিসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পোপ ফ্রান্সিস গত বছরের ৩ অক্টোবর আসিসিতে গিয়ে আসিসির সাধু ফ্রান্সিস এর সমাধিতে Fratelli Tutti "সকলে ভাই-বোন" নামক সামাজিক সার্বজনীন পত্রে স্বাক্ষর করেন এবং ৪ অক্টোবর তা প্রকাশিত হয়। আসিসির সাধু ফ্রান্সিস শুধু মাত্র মানুষকেই নয়, সূর্য, সমুদ্র, বাতাস, ইত্যাদি সৃষ্ট জিনিসকেও তিনি ভ্রাতৃত্বের অন্তর্ভূক্ত করতেন। বর্তমান সময়ের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন করে পোপ ফ্রান্সিস মানুষ, সমাজ ও বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন বিধায় তিনি এই সামাজিক সার্বজনীন পত্র লিখেন। এই পত্রটি তিনি শুধু খ্রিস্টানদের জন্য নয় বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কৃষ্টি নির্বিশেষে বিশ্বের সদ্বিচ্ছা সম্পন্ন সকল মানুষকেই সম্বোধন করেন। এই পত্রটিতে সবাইকে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বে উন্মুক্ত হওয়ার জন্য আহ্বান জানান: এমন এক ভালবাসার চর্চা করা যা মানুষের ধর্ম, রাজনীতি, কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ইত্যাদি বিচ্ছিন্নতার সকল দেয়ালের উর্ধ্বে গিয়ে ভ্রাতৃত্ব ও সামাজিক বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবং এই ভাবে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। এই ধরণের ভ্রাতৃত্ব তৈরী করতে হলে প্রয়োজন: প্রতিটি মানুষকে ঈশ্বর প্রদত্ত মর্যাদা দান করা, কাউকে বাদ দেয়া নয় বরং সবাইকে অর্ন্তভূক্ত করা এবং উন্মুক্ত হৃদয় নিয়ে সবাইকে আপন করে গ্রহণ ও অন্যের সাথে মিলিত হওয়া ও সাক্ষাৎ করা এবং এই সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠবে এবং প্রতিষ্ঠিত হবে বিশ্ব শান্তি।

গত ১৯ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সাধু যোসেফের পর্বদিনে পুণ্য পিতা পোপ ফ্রান্সিস তাঁর প্রৈরিতিক পত্র Amoris Laetitia এর পঞ্চবার্ষিকী উপলক্ষে "Amoris Laetitia Family" পরিবার বর্ষ ঘোষণা করেছেন যা চলমান থাকবে ২৬ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। পরিবারের আনন্দ, সৌন্দর্য ও ভালবাসার উপর গুরুত্ব রেখে পুণ্যপিতা পরিবার বর্ষটি ঘোষণা করেছেন। পরিবার হলো গৃহ মণ্ডলী যেখানে এই মহামারীর সময়ে সকলে মিলে একসঙ্গে প্রার্থনা করার সুযোগ লাভ করেছি। মঙ্গলসমাচারের আনন্দে জীবন-যাপন করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছি। পরিবার বর্ষে পোপ মহোদয় আমাদেরকে বিশেষভাবে আহ্বান জানায় যেন আমরা আমাদের পালকীয় কাজে পরিবরগুলোকে বিশেষভাবে যত্ন দেই। ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লী পর্যায়ে আমরা যেন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করি। বিবাহ সংস্কারের গুরুত্ব আরো স্পষ্টভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে বিবাহ প্রস্তুতি কার্যক্রম আরো জোরদার করি ও নব বিবাহিত দম্পতিদের নিয়ে সভা, সেমিনার করার মধ্যদিয়ে তাদের যেন বিশেষ যত্ন দান করি। পরিবার বর্ষটি আমাদের প্রত্যেকটি পরিবারে পুণ্যতম পরিবারের আশীর্বাদ বর্ষণ করুক এবং আমাদের সবার জীবনে বয়ে আনুক অনাবিল সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি-এ প্রত্যাশায়।

আবারও পাস্কা পর্ব উপলক্ষে সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনাদের প্রত্যেকের জীবনে পাস্কা পর্ব বয়ে আনুক নিরাপত্তা, সুস্থতা, অনাবিল সুখ ও শান্তি। পুনরুত্থিত খ্রিস্ট আপনাদের সবাইকে আশীর্বাদ করুন।

খ্রিস্টেতে,

আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই
ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশ।

পুণ্যসপ্তাহ, পুনরুত্থান ও নীরবতা

বিশপ থিয়োটনিয়াস গমেজ সিএসসি

প্রায়শ্চিত্তকাল আত্মিক সাধনার কাল; তার সমাপ্তি ক্ষণে আসে পুণ্য সপ্তাহ, যার মাঝে প্রধান দিনগুলি হল পুণ্য বৃহস্পতি-শুক্র-শনিবার "দিবসত্রয়"; আর দিবসত্রয়ের শীর্ষ মুহূর্তটি হল পুণ্য শুক্রবার, যখন উদ্‌যাপন করি মর্তে মানব-দেহধারিত ঈশ্বরপুত্র যিশুর জীবনের অন্তিম ও শ্রেষ্ঠ ক্রিয়া, জগতের জন্য পরিত্রাণদায়ী তাঁর ক্রুশ-মৃত্যু, যে মৃত্যু পরিসমাপ্তি পায় তাঁর মহিমান্বিত পুনরুত্থানে।

ঐ দিবসত্রয়ের প্রথম দিন পুণ্য বৃহস্পতিবার আমরা পবিত্র প্রসাদরূপ প্রভুর সাথে নীরব আরাধনায় মগ্ন হই; মধ্য দিন পুণ্য শুক্রবার প্রভুর ক্রুশমৃত্যুর ভক্তির নীরব উপাসনার নিমগ্ন হই; আর শেষ দিন পুণ্য শনিবার প্রভুর মৃত দেহ ঘিরে শূন্য নীরবতায় তলিয়ে যাই ইহ জগতের পাতালে, আর মধ্যরাতের নিস্তব্ধ নীরবতায় তল পেয়ে ধীরে জেগে উঠি নিস্ড়ার জাগরণীতে, প্রভুর পুনরুত্থানের পুণ্য রহস্যে।

পুণ্য বৃহস্পতিবার: পুণ্য শুক্রবার যিশুর জীবনে রক্ত-মাংসের বাস্তবতায় ক্রুশ-মৃত্যুর বলিদানে যিশুর যে যাজকীয় ক্রিয়া ঘটবে, যার ফলে তাঁর জীবন বলিকৃত খাদ্য ও পানীয় হয়ে উঠবে, সেই যাজকত্ব চিরকালীন হয়ে থাকার লক্ষ্যে পুণ্য বৃহস্পতিবার স্থাপিত হল "সাক্রামেন্তীয়" আকারে। ঐ রূপ যাজকীয় সেবার নিজের জীবনে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া ও আপনজনদের সাথে একাত্ম হওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি আপন জনদের পা ধুয়ে দিলেন। ২টি ক্রিয়া বিশেষভাবে লক্ষণীয়: জলে ভাইবোনদের জীবনকে ধুয়ে দেওয়া, তা হয়ে থাকে জলে, চোখের জল, বিভিদ সেবা, ক্ষমা, ভালবাসা দিয়ে; দ্বিতীয়ত বলিকৃত আত্মদানের ফলস্বরূপ অন্যদের জন্য জীবনদায়ী খাদ্য ও পানীয় হওয়া।

পুণ্য শুক্রবার: যা পুণ্য বৃহস্পতিবার "সাক্রামেন্তীয়" আকারে স্থাপিত হল, তা পুণ্য শুক্রবারে রক্ত-মাংসে আত্ম বলিরূপে ক্রুশে বাস্তবায়িত হল। ক্রুশে প্রভু যিশু একাধারে যজ্ঞের বেদী, মেষশাবক ও যাজক। খ্রিস্টীয় বলিদান অন্যকে বা তুচ্ছ কিছু বলিদান নয়, বরং ঈশ্বরের ইচ্ছা পালনে নিজেকে দায়িত্ববান সত্তা রূপে রক্ত-মাংসের দেহে-হৃদয়ে উৎসর্গীকৃত ও বলিকৃত হওয়া *(দ্র: হিব্রীয় ১০: ১-৯)*

মানব জীবনের মৃত্যু সহজে বুঝা যায় না; ঈশ্বর-পুত্র যিশুর জীবনে মৃত্যু আরও অভাবনীয়। পাপের ফলে আদি মানবের মৃত্যু দেহ-আত্মায় সমগ্র মানব সত্তার মৃত্যু অর্থাৎ ধ্বংসাত্মক জীবন-বিনাশ বলে ব্যক্ত; তবে পাপ না হয়ে থাকলেও অনন্তকালে প্রবেশের কালে মানুষের দেহের একটা রূপান্তণ প্রয়োজন হতেও পারত!

ঈশ্বরের জীবন যেমন, মানব জীবনও তেমনি ভালবাসার উদ্দেশ্যে স্থাপিত। ভালবাসা জীবনের ফলস্বরূপ; আর তা নিজের জন্য নয়, বরং অন্যের জন্য: তা "পাওনা" নয়, পাবার জন্য নয়; বরং তা "দেনা" (দেওনা), দেবার জন্য। আমাদের জন্য অন্যদের জীবন থেকে অনেক ভালবাসা পাই, পেতেও হয় যখন থাকে অভাব। তবে তা পেয়ে শেষে দক্ষ, দায়িত্ববান ও ধর্মময় ব্যক্তি হতে হলে নিজের জীবনের ভালবাসা দিয়ে দিতে হয়: সেখানেই আসে বিভিন্নভাবে "আত্মদান" বা বলিদান: "গমের

দানা যেমন . ." *(যোহন ১২: ২৩-২৫)*।

ক্রুশ-মৃত্যু দ্বারা যিশু নিজ জীবন এবং আমাদেরও জীবন যে পিতার ইচ্ছা অনুসারে অন্যের জন্য বিলিয়ে দেওয়া শ্রেষ্ঠ বিষয়, তা দেখালেন ও শিখালেন। ক্রুশের উপরে যিশু যেমন নীরব, তেমনি তাঁর দিকে চেয়ে নিজেদের জীবনকে নিয়ে আমরা "নীরব" হই, যেন জীবনের দৃঢ়তা, পরিপক্কতা, পরিপূর্ণতা ও পবিত্রতা বিষয়ে নিমগ্ন ও ধ্যানময় হতে পারি। অতি সুন্দরও বটে, যে আমরা সেরূপ নীরব হয়েও থাকি !

যিশুর ক্রুশ-মৃত্যুর সামনে আমরা আরও স্মরণ করি শত দীন-হীন ভাই-বোনের জীবন, যা অকথ্য দুঃখ-বেদনা, যাতনা, অপমান ও নিস্পেষণের অশুভ বাধ্যতার মধ্যদিয়ে চলছে। তা লাঘব ও দূর করা প্রয়োজন, যা প্রতিষ্ঠিত সমাজের দিক থেকে একান্ত করণীয়; ক্রুশ-বিদ্ধ যিশুর দিকে তাকিয়ে তা যেন করতে পারি। তবে দৃঢ় কঠিন বাস্তবতা এটাও বটে, আমরা পাশে থাকি বা না থাকি, তাদের মাঝে বহু জন আজ ও আগামী দিন ঐ নিষ্ঠুর অপমানের জীবন যাপন করে যাবে। তাহলে তাদের জীবনের ঐ সময়টুকু কি ব্যর্থ হবে? তাতে তারা বেচারা হবেন না, বরং বেচারা হবেন তারা যারা তাদের জীবনকে তুলে উঠাতে পারবে না। তারা বরং জীবনের দৃঢ়তায় ও পরিপক্কতায় যিশুর মত হয়ে কষ্টভোগের পবিত্রতায় মহিমান্বিত হবেন। সেই রূপ জীবনকে নিয়ে নীরব ধ্যানও প্রয়োজন পুণ্য শুক্রবারে। যিশুর মত আমাদেরও জীবন প্রকাশিত হতে থাকবে যাজকীয় জীবন হয়ে।

পুণ্য শনিবার: পুণ্য শনিবার দিনটিতে আমরা কী করব, তা যেন খুঁজে পাই না। এম্মাউসের পথে শিষ্যদের মত যিশুর মৃত্যুকে নিয়ে সবাই যেন নির্বাক: যিশুর মৃত দেহটি কবরে; যিশুর কিছুই যেন নেই আমাদের সামনে। মণ্ডলীও আমাদের জন্য এই দিনটি একটি "উপাসনাবিহীন দিবস" রূপে রেখেছে, আমাদের প্রার্থনা ও ভক্তির জীবনে যেন একটি "বিরতি দিবস", যেন একটি শূন্য ও নিস্ব দিবস। কী অর্থ এমন একটি শূন্য ও নিস্ব দিবসের? তবে এরূপ শূন্য মহাশূন্যের মত প্রসারিত !

আমাদের জীবনের পাত্রটিকে ভরা দেখলে শান্ত থাকি; শূন্য হতে দেখলে অশান্ত হই, আর একেবারে শূন্য হয়ে গেলে হারিয়ে যাই। তা আবার ভরে উঠার জন্য বহু ক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়, ধৈর্য সহকারে বহু ক্ষণ নিস্ব অবস্থায় বিচরণ করতে হয়, বহু নিরাশাকে মিটিয়ে আনতে হয়; নিস্বতা থেকে জীবনে আবার ভরে উঠতে বেশ সময় প্রয়োজন হয়। আমাদের জীবনে শেষ দিনের মৃত্যু ও পুনরুত্থান হওয়ার পথে জীবনভর মৃত্যু ও পুনরুত্থান বহুবার আনাগোনা করে। অনেক ভাইবোনের জীবন কঠিনভাবে ও দীর্ঘ সময় ধরে মৃত্যুর অভিজ্ঞতায় চলে।

আমাদের দেহের বিভিন্ন প্রকার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সুস্থতায় পৌঁছতে কতবার অনেক সময় লাগে। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে পুনরুত্থানে চলে আসা তেমন তাৎক্ষণিক ব্যাপার নয়, সময় প্রয়োজন হয়, মনে হয় "তৃতীয় দিবস" ধরে চলে মৃত্যুর শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে হয়, তখন মৃত্যুর তল মিলে, আর তাতে ভর করে উঠে আসা যায়। [যেমন হয় গভীর জলে ডুবে গিয়ে তল পেয়ে ভর দিয়ে উঠে আসতে পারা!]

শ্রদ্ধামন্ত্র প্রার্থনায় আছে: "তিনি পাতালে অবরোহন করিলেন"; তা নরকে দণ্ডের স্থানে যাওয়া নয়; বরং মৃত্যুলোকের শেষ প্রান্তে পাতাল প্রান্তে সবার মাঝে চলে যাওয়া। আর তারপর উঠে আসা।

পৃথিবীতে অনেক ভাইবোনের জীবন যেন "পাতালে অবরোহন", যেন পুণ্য শনিবার। তারা দেহের দিক থেকে, মনের দিক থেকে ক্ষত-বিক্ষত, চূর্ণ-বিচূর্ণ। কঠিনভাবে বেদনাগ্রস্ত, দীর্ঘ ও ঘোর অসুস্থতায় অসুস্থ, কঠিনভাবে প্রতিবন্দী ভাইবোনদের দেহমন-অবস্থা : মনে হয় "আছে যেন নেই"; তবে সেই অভিজ্ঞতার পাতাল পর্যন্ত গিয়ে তারা সাথে আমরাও তার তল পেয়ে জেগে উঠে বলতে পারি, যে "নেই তবে আছে", সব আছে, অধিক দৃঢ় হয়ে আছে, পরিমাণে নয় বরং মানে, আসল বিন্দুতে। -- যেমন হয় শুষ্ক বালুচরে দুব্বা ঘাসের অবস্থা: কঠিন খরার কারণে প্রকাশ নেই, অথচ সামান্য নতুন বৃষ্টিতে সজীব হয়ে প্রকাশ পায় । আমাদের জীবনে কঠিন দুঃখ-বেদনা, হতাশা-নিরাশা অতলে নয়, বরং পাতালে যেতে যেতে তল পেয়ে তাতে ভর দিয়ে উত্থিত হয়; গভীর তলে এসে উত্থান করার শক্তি ও সামর্থ পায়।

পুণ্য শনিবার মধ্য-রাত্রি : নিস্তার জাগরণী:

মণ্ডলীর উপসনায় ২টি মধ্য-রাত্রির উপাসনা আছে, বড়দিনে এবং পুণ্য শনিবারে, কেননা রাত্রির নীরবতার গভীরতায় মাঝে এমন গভীর নিগূঢ় পরিত্রাণ রহস্য উদ্‌যাপন। বড়দিনে মর্তে ঈশ্বর-পুত্রের রহস্যময় মানব-দেহধারণ; নিস্তার-জাগরণীতে আরও রহস্যময়, সেই ঈশ্বর-মানবপুত্রের মৃত্যু-পুনরুত্থানে মানব-মুক্তি-সাধন।

যিশুর মৃত্যু-ঘটনা বাহ্যিকভাবে বহু গোলমালের মধ্য দিয়ে ঘটেছে; শিষ্যদের মাঝে আছে অস্থিরতা, যিশুর অন্তরেও শান্ত হয়ে আসার একটি প্রক্রিয়া। কিন্তু শেষে আছে বাহ্যিক রব অতিক্রম করে যিশুর অন্তরের নীরবতায় পিতার ইচ্ছা-পালনে নিজেকে সমর্পণ, নীরবতায় মানব-মুক্তি-সাধন। আর মৃত-দেহে যিশু পাতালে অবরোহন করে মৃত্যুর তল পেয়ে নীরব নিস্তব্ধে পেলেন পুনরুত্থান, যা রবিবার প্রত্যুষে পেল প্রকাশ, আর তখন তার উৎসব।

অনেকের জীবনে, অনেক ক্ষুদ্রদের জীবনে মৃত্যু ও পুনরুত্থানের ঘটনা নীরব বিষয়। কত বার দুঃখভোগ ও মৃত্যু নিয়ে যেন কত কোলাহল, তার মাঝে গভীরে দুঃখ-ভোগ ও মৃত্যুকে নীরবে বরণ, আর তার মধ্যদিয়ে আরও নীরবতার আবেশে তাদের জীবনের পুনরুত্থান, রাত্রির নীরবতায় নিস্তার-জাগরণীর মত। মানুষের জীবনে দুঃখভোগই হোক বা সুখই হোক, অপমানই হোক বা মানই হোক, আসল মহিমা কোলাহলে নয় বরং নীরবতায় জন্ম পায়; তখন হতে পারে তার শুদ্ধ প্রকাশ।

সুসমাচারে প্রেরিতদূত টমাসের পুনরুত্থিত যিশুর ক্ষত স্পর্শ করে বিশ্বাস করার ঘটনাটি আছে: দেখে বা না দেখে বিশ্বাস করার কথা নিয়ে। তবে তা অন্য একটি বিষয়েরও ইঙ্গিত দেয়, যে পুনরুত্থিত যিশু ক্ষত-চিহ্নে চিহ্নিত দেহে জীবিত, যা এখন পবিত্র ঐশ-ত্রিত্বে অবস্থিত। ক্ষতবিক্ষত ভাইবোনদের দেহে তাদের ক্ষতচিহ্ন মুছে গেলে অনেক বড় কিছু হারিয়ে যেত: বরং তা প্রকাশিত চিহ্ন হয়ে ত্যাগের ও ভালবাসার দৃঢ় সৌন্দর্য বহন করে; তা শ্রেষ্ঠ এবং অনন্তকালীন সৌন্দর্য !

আমরা স্মরণ করি যে, যিশুর পুনরুত্থান আমাদের দেহের পুনরুত্থানের কথা বলে। বিশ্বাসমন্ত্রে আছে "আমি বিশ্বাস করি শরীরের পুনরুত্থান"। মানব দেহ অতিশয় পবিত্র বিষয়: আমরা আত্মায় অনুপ্রাণিত হই; তবে পৃথিবীতে দেহ দ্বারা আত্মার পবিত্র কাজ সাধন করি। তাই দেহের পবিত্র যত্ন নিতে হয়, দেহ দ্বারা আমরা আত্মাকে যেন প্রকাশ করতে পারি, দেহের পুনরুত্থানের উদ্দেশ্যে॥ ❑

স্মৃতিতে থাকবে তোমরা চিরকাল

ক্লেমেন্ট ডি'রোজারিও ও সুষমা ডি'রোজারিও

গত ৪ এপ্রিল ২০২০ খ্রিস্টাব্দ আমাদের বাবা ক্লেমেন্ট ডি'রোজারিও ও ২১ এপ্রিল ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ মা সুষমা ডি'রোজারিও আমাদের পাঁচ ভাই-বোন আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের মায়া ত্যাগ করে পরম পিতা ঈশ্বরের কোলে স্থান নিয়েছেন। আমাদের পরিবারের জন্য মর্মান্তিক, তাদের অভাব, শূন্যতা আমরা সর্বদা অনুভব করি। প্রার্থনা করি তারা যেন ঐশ্ব শান্তি লাভ করে।

শোকাহত
পরিবারবর্গ

বিজ্ঞ/১০৬/২১

যিশুর পুরুত্থান: একটি আহ্বান

ফাদার প্যাট্রিক গমেজ

খ্রিস্টবিশ্বাসের কেন্দ্রিয় রহস্যাবৃত ঘটনাটি হল যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান। পুনরুত্থান করেই যিশু মৃত্যুর উপর জয় ঘোষণা করেছেন: পুনরুত্থান করেই বিজয়ীর কণ্ঠে যেন যিশু বলছেন: 'হে মৃত্যু! হে কবর! তোমার জয় কোথায় হল?' আমরা বলতে পারি যে, কবর যিশুকে ধরে রাখতে পারে নি; মৃত্যু যিশুকে মৃত ক'রে রাখতে পারে নি। যিশুর মৃত্যু শুধু মনুষ্যপুত্রের দেহাবশেষ নয়, তাঁর মৃত্যু গোটা মানবজাতির পাপময়তার মৃত্যু। পাপের ফলে যে স্বর্গের দুয়ার হয়ে গিয়েছিল রুদ্ধ, যিশুর মৃত্যুর সাথে সাথেই মন্দিরের পর্দা খুলে গেল, রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেল। যিশুর পুনরুত্থান তথা যিশুর পুনরুত্থিত অবস্থা, গৌরবান্বিত অবস্থা গোটা মানব জাতিকে করেছে পুনরুত্থিত, গৌরবান্বিত।

যিশুর পুনরুত্থান একটি ঐতিহাসিক সত্য: মাগদালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া রবিবার দিন ভোরে যিশুর কবরে যান। দেখতে পান **শুন্য কবর**। শুভ্র পোষাক-পরা একটি যুবক ডান দিকে বসা। তিনি তাঁদের বলেন : "নাজারেথের যিশু পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি এখানে নেই।" শুন্য কবর ও যুবকের এই বাণী হল যিশুর পুনরুত্থানের ঐতিহাসিক সত্যতা। পুনরুত্থানে বিশ্বাসী মারীয়া ছুটে যায় শিষ্যদের কাছে এই পুনরুত্থান-সংবাদ অবগত করতে। শুন্য কবর যেন মারীয়ার অন্তরে দিয়েছিল এক তাগিদ, একটি জোর আহবান: এই পুনরুত্থান সংবাদ তাঁকে ঘোষণা করতেই হবে। আর মারীয়া তক্ষুনিই তা করেন; হয়ে উঠেন পুনরুত্থানের প্রথম বার্তা-বাহক *(মার্ক ১৬:১-৭)*।

জীবন-ঘটনা-অবস্থা একটি আহবান : প্রতিটি মানুষের জীবনে, কোন পরিবারে, কোন সমাজে, কোন দেশে এমন কি এই পৃথিবীতে যখন কোন কিছু ঘটে, হউক তা সুখময় বা দুঃখময়, পুণ্যময় বা পাপময়, আশাব্যঞ্জক বা নৈরাশ্যকর, তিক্ত বা সর্বনাশা, আনন্দময় বা বিষাদময়, সেই ঘটনাটিকে বা সেই অবস্থাটিকে আমরা যদি একটু মনোযোগী হয়ে, ধ্যানমগ্ন হয়ে, গঠনমূলক মনোভাব নিয়ে পর্যালোচনা করি; অন্তরের গ্রহণে ধারণ ক'রে সার্বিকভাবে বিবেচনা করি, তখন আমরা/আমি অবশ্যই অন্তরে একটি তাগিদ অনুভব করব যদি সচেতন থাকি। অন্তরে একটি ডাক শুনতে পাই। সেই ঘটনা বা অবস্থা যেন হইয়ে উঠে একটি আহ্বান: পরিত্যাগ বা গ্রহণ করার আহ্বান বা হয়ে উঠার বা হওয়ার আহ্বান।

কোভিড ১৯: একটি উদাহরণ : 'করোনা ভাইরাস' আহবান জানালো, তাগিদ দিল/দিচ্ছে: নিজেকে রোগমুক্ত রাখার জন্য সচেতন হতে: মাস্ক ব্যবহার করতে, হাত ধোয়া, হ্যান্ড সেনিটাইজার, ইত্যাদি ব্যবহার করতে। অন্যকে ক্ষতি না করতে; তাই সামাজিক দূরত্ব। আমি রোগ দেব না; তুমিও আমাকে দিবে না। করোনা আহবান জানায় শান্ত, সুস্থ ও নিরাপদে থাকতে, ঘরে নিরাপদে থাকতে, পারিবারিক বন্ধনকে অধিকতর দৃঢ় করতে; পারিবারিক প্রার্থনা করার আহ্বান জানায় এই করোনা! অতি ব্যস্ততা মানুষেকে workaholic করে তোলে। বর্তমানের করোনা-আহ্বান হল টীকা নেবার আহ্বান। এইভাবে আরো দেখি, একজন কঠিন রোগ থেকে সুস্থ হয়েছে। তাগিদ আসে তার কাছে যেতে; আনন্দ করতে। এবং আরো অনেক জীবন কেন্দ্রিক উদাহরণ টানতে পারি।

যিশুর পুনরুত্থান: একটি আহ্বান, একটি তাগিদঃ যিশুর পুনরুত্থান হল পাস্কা যার বাইবেলীয় অর্থ 'লাফিয়ে পার হওয়া'। ইস্রায়েল জাতি মোশীর নেতৃত্বে লোহিত সাগর পার হয়ে মিশরীয় দাসত্ব থেকে রেহাই পেয়েছিল; সাগর পার হয়ে নতুন দেশে পদার্পন করেছিল। যিশুর পুনরুত্থান এই ঘটনারই পূর্ণতা। যিশুর পুনরুত্থানে গোটা মানব জাতি পাপের রাজ্য থেকে পেয়েছে নতুন জীবন। তাঁর নতুন জীবনে মানব জাতি পেয়েছে নতুন জীবন। প্রশ্ন: যিশুর পুনরুত্থান ঘটনা, পুনরুত্থান মহোৎসব আমাকে/আমাদের কী আহ্বান জানায়?

যিশুর পুনরুত্থান: নতুন জীবনের আহ্বান: ঈশ্বরের পরিকল্পনা মতেই যিশুর মৃত্যু ও যিশুর পুনরুত্থান। ঈশ্বরের পরিকল্পনা হল মানুষের হারানো মর্যাদাকে ফিরিয়ে আনা; মানুষকে পরিত্রাণ করে আবার তাকে তাঁর সান্নিধ্যে নিয়ে আসা। আর এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হল যিশুর পুনরুত্থান ঘটনায়। যিশুর পুনরুত্থান গোটা মানব জাতির পুনরুত্থান। অতএব প্রতিটি বছর পুনরুত্থান বা পাস্কা মহোৎসব আমাদেরকে 'পুনরুত্থিত' হবার তাগিদ দেয়; নতুন হবার আহ্বান জানায়। আসুন চিহ্নিত করি সেই আহ্বান :

- আর নয় কবরে পড়ে থাকা; পাপের গহ্বরে পড়ে থাকা। পাপমুক্ত নবজীবন শুরু করার আহবান;

- শুন্য কবর দেখার আহ্বান: প্রত্যেকেই যেন অভিজ্ঞতা করি 'শুন্য কবর' দেখার। মৃত্যুঞ্জয়ী যিশুর অভিজ্ঞতা করি। আমার সত্য-সুন্দর জীবন হউক পুনরুত্থিত যিশুর আবাস। আমার পরিবার হউক পুনরুত্থিত যিশুর আবাস।

- চেতনায় অন্তর-বাহিরে নতুন হওয়ার আহ্বান: পুরাতনের বদ অভ্যাস ত্যাগ; অসৎ চিন্তা বর্জন, অসৎ কামনা-বাসনা, ষড়যন্ত্র, ফন্দি-ফিকির, আত্ম অহম, স্বার্থপরতা, বৈষম্য; পদ লেহন, পক্ষপাতিত্ব, সুপ্ত বা সূক্ষ রাজনীতি-কুটনীতি, প্রশাসনিক দাম্ভিকতা, অন্যায় অন্যায্যতা উল্লেখিত মন্দগুলো হল বর্তমান যুগের 'ভাইরাস' যা করোনা ভাইরাসের চাইতেও মারাত্মক। এগুলো ত্যাগ করে একেবারে যিশুর নতুন জীবনে নতুন হওয়ার আহ্বান। অতএব এবারের পুনরুত্থান এসব মন্দ ভাইরাস নির্মূল করার আহবান। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে অনৈতিক এই ভাইরাসগুলোকে নির্মূল করে পুনরুত্থিত যিশুর সাথে যেন হতে পারি পুনরুত্থিত।

- আর যদি পুনরুত্থিত যিশুতে আমিও হই পুনরুত্থিত, তবে আমার/আমাদের কাছে আহ্বান আসে, তাগিদ আসে সেই যিশুর পুনরুত্থান ঘটনা মাগদালার মারীয়ার মত তা প্রথমে নিজেদের কাছে (পরিবারে, সমাজে, মণ্ডলীতে) এরপর অন্যদের কাছে (আন্তঃধর্মীয়) প্রচার করা: উপাসনায় অংশগ্রহণ একটি প্রচার; একত্রে অভিনয় করে যিশুর দুঃখভোগ ও মৃত্যু প্রচার; অভিনয় করে, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে যিশুর পুনরুত্থান প্রচার; সর্বোপরি নিজ জীবনসাক্ষ্য দ্বারা তথা পরিবর্তিত জীবন, মিলন, শান্তি-সম্প্রীতি, ভ্রাতৃত্ব, সহযোগিতা, এমন আরো নিত্য দিনের নতুনত্ব দ্বারা যিশুর পুনরুত্থান, নিজ জীবনের 'পুনরুত্থান' প্রচার করার আহ্বান।

পহেলা বৈশাখ ও পুনরুত্থান উৎসব: ক'দিন পরেই (১৪ এপ্রিল) বাংলা নতুন বছর শুরু হবে। পহেলা বৈশাখ তো নতুন হওয়ার আহ্বান জানায়। জীর্ণপুরাতন নিপাত যাক; ঝরে মুছে যাক পুরাতন সব; বৈশাখে নতুন পাতার মতই জীবন হউক নতুন। এটাই তো বৈশাখের আহ্বান। আসুন, যিশুর পুনরুত্থানে, পহেলা বৈশাখে নতুন হওয়ার আহ্বান শুনি। নতুন হই অন্তর-বাহিরে, জীবন সাক্ষ্যে দিন দিন প্রতিদিন। যিশুর পুনরুত্থান উৎসব এভাবেই হয়ে উঠুক নিত্য দিনের মহোৎসব। "যিশুর পুনরুত্থান, নতুন হওয়ার আহ্বান" --- এই শ্লোগানটি হউক নিত্য দিবসের শ্লোগান, নিত্য দিনের আহ্বান। হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবাইকে পাস্কা মহোৎসবের শুভেচ্ছা জানাই॥ ❑

পবিত্র বাইবেলে যিশু-খ্রিস্টের পুনরুত্থানের সাক্ষ্য

ফাদার শিপন পিটার রিবেরু

পবিত্র বাইবেলের বিষয়বস্তু নিয়ে জগতে প্রতিনিয়ত অসংখ্য বিজ্ঞানসম্মত ও গবেষণাধর্মী লেখা বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে। বাইবেল বিশারদগণ মূলত দুটি পদ্ধতিকে অনুসরণ করে তাদের গবেষণা কাজ পরিচালনা করেন: **১)** উৎস-কেন্দ্রিক গবেষণা (Source-oriented) ও **২)** পাঠ-কেন্দ্রিক গবেষণা (Discourse-oriented/ Text-oriented)। প্রথমটা প্রধানত পবিত্র বাইবেলের ঐতিহাসিক পটভূমির বিভিন্ন দিক ও প্রকৃত সময়-এর (যে সময়ে বাইবেলে বর্ণিত ঘটনাটি ঘটেছে) উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। পরেরটি মূলত লিখিত আকারে আসা পাঠ্যের উপর পাঠকের মনোযোগ নিবদ্ধ হয়। এতে পবিত্র বাইবেলে বিভিন্ন বইয়ের রচয়িতা/বিবরণকারীর (narrator) উপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা রাখা হয়। এখানে প্রকৃতপক্ষে পলের বাণীরই প্রতিধ্বনি হয়: "গোটা শাস্ত্রবাণী ঈশ্বরের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত" *(২ তিমতি ৩:১৬)*। তবে পবিত্র বাইবেলের অন্তর্নিহিত অর্থ উদ্ধারের জন্য দুটি পদ্ধতিই খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং পাশাপাশি রেখে গবেষক ও পাঠককে কাজ করতে হয়।

বিজ্ঞানের এই যুগে মানুষ সব কিছুর প্রমাণ চায়। হাত দিয়ে স্পর্শ করতে চায়, কান দিয়ে শুনতে চায়, চোখ দিয়ে দেখতে চায় এবং যুক্তি দিয়ে বুঝতে চায়। পবিত্র বাইবেল যদিও ঈশ্বরের বাণী, তথাপি বিজ্ঞান ও দার্শনিক মতবাদ দ্বারা বারবার আক্রান্ত হয়; অনেক বিষয় নিয়ে কিছু ব্যক্তির আপত্তি ও বিরূপ মনোভাব প্রকাশ পায়। এমনকি খ্রিস্টবিশ্বাসের ভিত্তি ও শিকড় যিশুর মৃত্যু ও পুনরুত্থান নিয়েও অনেকে সন্দেহ পোষণ করে থাকে। বর্তমান বাইবেল বিশেষজ্ঞগণ নিবন্ধিত পাঠ (text)-এর উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরণের প্রশ্নের ও সমস্যার সমাধানের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। এই ধারায় যারা পবিত্র বাইবেল ব্যাখ্যা করেন, তাদের মতে, পবিত্র বাইবেলে narrator/ বিবরণকারী (প্রচলিত ধারায় তাদেরকে লেখক বা রচয়িতা বলা হয়)-এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ; তাদের উপস্থাপিত বিষয়সমূহ সত্য ও অভ্রান্ত; এবং একই সাথে বইয়ের অংশসমূহের সংকলন ও ধারাবাহিকভাবে সাজানো, পেছনে তাদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও অভিপ্রায় রয়েছে। আমার এই লেখায় খ্রিস্টের পুনরুত্থান সম্পর্কিত নিবন্ধিত পাঠ-কেন্দ্রিক পর্যালোচনা (Discourse-oriented) করে যিশু-খ্রিস্টের পুনরুত্থানের সত্যতা ও অভ্রান্ত ঘটনা; এবং বিভিন্ন তর্ক-বিতর্কের জবাব খোঁজার প্রয়াস থাকবে।

পূর্বে উল্লেখ করলাম যে, প্রচলিতভাবে আমরা নবসন্ধির প্রথম চারজন লেখককে মঙ্গলসমাচারের রচয়িতা হিসাবে সম্বোধন করে থাকি, যদিও তাদের প্রকৃত পরিচয় হবে মঙ্গলসমাচারের বিবরণকারী (narrator) বা সংকলনকারী। কেননা তারা নিজেরা নিজে থেকে নতুন কোন কিছু লিখেননি, বরং যিশুর সম্পর্কে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে তারা তা পাঠ উপযুক্তভাবে পাঠকের নিকট তা উপস্থাপন করেন (দ্র. ... সকল বিষয় তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করার পর, আপনার জন্য একটি সুক্ষ্ম বৃত্তান্ত লিখব বলে স্থির করেছি... লুক ১:৩)। মঙ্গলসমাচারের রচয়িতাগণ (প্রচলিত সম্বোধন) তাদের বইগুলোতে অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা- যিশুর পুনরুত্থান-এর বিবরণ একটিমাত্র অধ্যায়ে তুলে ধরেন *(দ্র. মথি ২৮; মার্ক ১৬; লুক ২৪; যোহন ২০-২১)*। তারা খুবই সংক্ষেপে অথচ যথাযথ ও বিশ্বাসযোগ্য কিছু উপাদান দিয়ে যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনা তুলে ধরেন।

১) মঙ্গলসমাচার রচয়িতাগণ যিশুর পুনরুত্থানের ঘটনা বর্ণনা করার পূর্বে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সময়কে সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরেন। ইহুদীদের সাব্বাৎ অর্থাৎ বিশ্রামবার শেষ হল, সপ্তাহের প্রথম দিনের উষালগ্নে, সূর্যের আলো আসার সাথে সাথে *(মথি ২৮:১; মার্ক ১৬:১; লুক ২৪:১; যোহন ২০:১)* মাগদালার মারিয়া ও অন্যান্য নারীগণ যিশুর সমাধিস্থানে তাঁর দেহ তেল দ্বারা লেপন করতে যান। প্রশ্ন করতে পারি, কেন মঙ্গলসমাচার রচয়িতাগণ যিশুর পুনরুত্থানের বার্তা দেবার পূর্বে এভাবে পারিপাশ্বিক অবস্থার বর্ণনা করলেন? তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে- 'নব যাত্রার পূর্বচ্ছবি প্রকাশ করা'। ইহুদীদের বিশ্রামবারের সময় সমাপ্ত হল, যিশু হবেন নতুন বিশ্রামবারের সূচনা; পাপের অন্ধকার দূরীভূত ক'রে যিশু হবেন জগতের মানুষের নতুন সূর্য, এবং শুধু পুরুষ নয়, নারীরাও হবেন এই নব সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ও সম-মর্যাদাপূর্ণ সদস্য।

২) মঙ্গলসাচার রচয়িতাগণ দ্বিতীয় যে উপাদানটি উল্লেখ করেন তা হল- **'পাথর': 'অথচ পাথরটা খুবই বড় ছিল'** *(মার্ক ১৬:৪)*। কেন তারা পাথরটিকে অত গুরুত্ব দিয়ে এর আকৃতি তুলে ধরলেন? ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ইস্রায়েলে পড়াশুনার জন্য অবস্থানকালে যিশুর আমলে সংরক্ষিত কতগুলো কবর এবং কবরের মুখ ঢাকার জন্য পাথরগুলো পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কবর ঢাকার জন্য পাথরগুলো

আসলে বেশ বড় এবং যথেষ্ট ওজনের, যাতে হিংস্রপ্রাণী বা কোন মানুষ তা কবরের মুখ থেকে সরিয়ে শবদেহ নষ্ট করতে না পারে বা তা সরিয়ে নিতে না পারে। যিশুর ক্ষেত্রে পাথরটি নিশ্চয় অনেক বড় ও সাধারণের চেয়ে দ্বিগুণ ওজনের ছিল। কারণ ইহুদী নেতাগণ নিশ্চয় যিশুর ভবিষ্যৎবাণী শুনেছিলেন: "তিন দিন পরে তাঁকে পুনরুত্থিত হতে হবে" *(মার্ক ৮:৩১)*। হয়তো তারা তা বিশ্বাস করে নি কিন্তু তাদের মনে ভয় ও সন্দেহ আবশ্যকীয়ভাবে এসেছিল। যার কারণে তারা যিশুর কবরকে প্রহরী দিয়ে বিশেষ প্রহরার ব্যবস্থা করেছিল *(দ্র. মথি ২৮:৪.১১)*। মঙ্গলসমাচার রচয়িতাগণ এই উপাদান এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঘটনার মধ্য দিয়ে যিশুর পুনরুত্থানের ঐতিহাসিক ও বাস্তব দিকটা অতি সুন্দরভাবে তুলে ধরেন।

৩) মঙ্গলসমাচার রচয়িতাগণ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তার পাঠকদের কাছে তুলে ধরেন, তা হলো: স্বর্গদূতদের উপস্থিতি ও তাদের সাক্ষ্যদান। স্বর্গদূত হচ্ছে ঈশ্বরের বার্তাবাহক ও তাঁর বাণী মানুষের কাছে নিয়ে যান: 'আমি গাব্রিয়েল; আমি ঈশ্বরের সাক্ষাতে নিত্যই দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার সঙ্গে কথা বলতে ও তোমাকে এই শুভসংবাদ জানাতে প্রেরিত হয়েছি' *(দ্র. লুক ১:১৯)*। স্বর্গদূত নারীদের অভয়বাণী শোনান: 'তোমরা ভয় পেয়ো না' এবং যিশুর প্রচার জীবনে তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থান সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন: 'তিনি এখানে নেই, তিনি পুনরুত্থান করেছেন, যেমনটি করবেন বলে বলেছিলেন' *(মথি ২৮:৬; দ্র. মার্ক ৮:৩১; ৯:৩১; ১০:৩৩-৩৪)*। মঙ্গলসমাচার রচয়িতাগণ স্বর্গদূতের সাক্ষ্য মাধ্যমে ঐশ স্বীকৃতি এবং চিরন্তন সত্যতাকে নির্দেশ করেন। অন্যদিকে স্বর্গদূতের মুখ দিয়ে যিশুর বাণীর স্মরণ করানোর মধ্য দিয়ে তাঁর বাণীর যথার্থতা এবং ঘটনায় ঈশ্বরের সরাসরি হস্তক্ষেপকে ইঙ্গিত করে।

৪) '... যা আমরা শুনেছি, যা আমরা নিজেদের চোখেই দেখেছি, যা আমরা চোখ নিবদ্ধ রেখেই দেখেছি ও আমাদের হাত সেই জীবনবাণীর যা স্পর্শ করেছে ...তার বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি' *(১ যোহন ১-২)*। স্বর্গদূতগণের দ্বিতীয় ধাপে ভূমিকায় উপরোক্ত বাণীর প্রতিফলন ঘটে; যেখানে কবরে ছুটে যাওয়া নারীদের কাছে যিশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক অভিজ্ঞতা প্রদানের চেষ্টা করেন: 'এসো, প্রভু যেখানে শুয়েছিলেন, সেই স্থান দেখে যাও' এবং শিষ্যদের শুভসংবাদ জানানো জন্য আহ্বান করেন *(দ্র. মথি ২৮:৬)*। নারীরা শূন্য কবরে ঢুকেছিলেন কিনা সে সম্পর্কে মঙ্গলসমাচার রচয়িতাগণ কিছু উল্লেখ করেন নি, কিন্তু যোহন উল্লেখ করেন যে, পিতর ও যোহন সমাধি গুহায় প্রবেশ করলেন এবং সমস্ত কিছু পুঙ্ক্ষাণুপুঙ্ক্ষভাবে অবলোকন করলেন: 'সমাধিগুহার মধ্যে প্রবেশ ক'রে দেখলেন' *(যোহন ২০:৬)*। মঙ্গলসমাচার রচয়িতাগণ এভাবে শিষ্যদের প্রথম অভিজ্ঞতা তুলে ধরার মধ্য দিয়ে ইন্দ্রিয়-কেন্দ্রিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সামনে নিয়ে আসেন। যিশুর পুনরুত্থান একটি মানসিক বা শুধুমাত্র অতিন্দ্রীয় কোন ঘটনা নয় বরং একটি বাস্তব ঘটনা- যা প্রেরিতশিষ্যগণ ও কবরে ছুটে আসা নারীগণ তাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন।

৫) মঙ্গলসমাচার রচয়িতা যোহন বিস্তারিতভাবে যিশুর শবদেহে ব্যবহৃত ক্ষোম-কাপড়ের ফালিগুলো এবং মুখ ঢাকার জন্য রুমাল-এর অবস্থান বর্ণনা দিলেন: '... ফালিগুলো পড়ে রয়েছে, আর যে রুমালটা যিশুর মাথার উপর ছিল, সেটা ফালিগুলির সঙ্গে নয়, আলাদাভাবে অন্য এক স্থানে রয়েছে, গোটানো অবস্থায়' *(দ্র. যোহন ২০:৫-৭)*। এই উপাদানের মধ্য দিয়ে মঙ্গলসমাচার রচয়িতা দু'টি দিক জোর দিতে চাচ্ছেন: ১) যিশুর দেহকে কোন মানুষ সরিয়ে নিয়ে যান নি। অন্যথায় শবদেহে মোড়ানো কাপড়গুলো এভাবে পড়ে থাকত না, কেননা যিশু বলেন, 'তাঁর হাত-পা তখনও কাপড়ের ফালি দিয়ে বাঁধা ও তাঁর মুখ একটি রুমালে জড়ানো। ... ওঁর বাঁধন খুলে দিয়ে ওঁকে যেতে দাও' *(যোহন ১১:৪৪)*; ২) পুনরুত্থিত দেহের নতুন রূপটি এখানে তুলে ধরা হয়েছে- ক্ষয়শীল দেহ অক্ষয়শীলতা পরিধান করে *(দ্র. ১করি ১৫:৫৩)*: 'কেননা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থান করলে..., স্বর্গে সকলে ঈশ্বরের দূতের মত' *(মার্ক ১২:২৫)*। অর্থাৎ পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে যিশু নতুন স্বর্গীয় দেহ ধারণ করে যেখানে পার্থিব পোশাকের কোন প্রয়োজন নেই। অন্যদিকে, মঙ্গলসমাচার রচয়িতাগণ আরো জোর দেন যে, কবরের কোন কিছু যিশুকে আর বেঁধে রাখতে পারি নি। সমস্ত কিছু ঝেড়ে ফেলে এবং করবে তা কবরস্থ ক'রে তিনি পুনরুত্থিত হয়েছে।

খ্রিস্টধর্মের মূলস্তম্ভ হচ্ছে 'যিশুর মৃত্যু ও তাঁর পুনরুত্থান'। এটাকে কেন্দ্র করেই খ্রিস্টধর্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং আজ-অবদি জগতে সক্রিয়ভাবে বিদ্যমান। অতি প্রাকৃতিক এই ঘটনার বৈজ্ঞানিক কোন ব্যাখ্যা বা প্রমাণ না থাকলেও মঙ্গলসমাচার রচয়িতাগণ ও আদিমণ্ডলীর লেখকগণ এই বিষয়টি খুবই গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরেন। সাধু পলের মতে, পুনরুত্থিত খ্রিস্ট একই সময়ে পাঁচশ'র বেশি ও অন্যান্য সময়ে আরো অনেক মানুষকে দেখা দিয়েছিলেন *(দ্র. ১করি ১৫:৫-৮)*। খ্রিস্টের পুনরুত্থান সম্পর্কে তাঁর ধারণা এতো দৃঢ় ছিল যে, খ্রিস্টের পুনরুত্থানকে সবকিছুর উপরে স্থান দিয়েছেন এবং এটাকে ছাড়া তাঁর প্রচার, বিশ্বাস, ত্যাগস্বীকার অর্থাৎ সকল কাজকে বৃথা হিসাবে আখ্যায়িত করেন *(দ্র. ১করি ১৫:১২-১৯)*।

'শাস্ত্র কখনো খণ্ডন করা যায় না' (যোহন ১০:৩৫)। পবিত্র শাস্ত্রে যিশুর পুনরুত্থান সম্পর্কে সাক্ষ্য অভ্রান্ত ও সার্বজনীন সত্য। এই সত্যকে আশ্রয় করেই জগতে খ্রিস্টধর্মের বীজ বপন করা হয়েছিল এবং যুগ যুগ ধরে জগতে যা ফলশালী হয়েছে এবং বর্তমানেও তা হচ্ছে। পবিত্র বাইবেলই পুনরুত্থিত খ্রিস্ট-আশ্রিত নতুন সমাজে নবীনতার সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করছে: 'তারা সকলে প্রেরিতদূতদের শিক্ষা গ্রহণে, ঐক্যবদ্ধ জীবনযাপনে, রুটি-ছেঁড়া অনুষ্ঠানে ও প্রার্থনা সভায় নিষ্ঠার সঙ্গে যোগ দিত। ... সানন্দে ও সরলহৃদয় হয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করত, ঈশ্বরের প্রশংসা করত, ও নিজেরাই ছিল জনগণের অনুগ্রহের পাত্র' *(শিষ্য ২:৪২.৪৬-৪৭)*। আদি খ্রিস্টবিশ্বাসীরে জীবনে আমূল এই পরিবর্তনের প্রধান নিয়ন্ত্রক ছিল 'যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস ও তাতে আস্থা রেখে জীবন-যাপন'।

খ্রিস্টবিশ্বাসী আমরা সবাই একইভাবে খ্রিস্টের পুনরুত্থানের উপর বিশ্বাস রেখেই দীক্ষিত হয়ে খ্রিস্টের অনুসারী হয়েছি। আজকে খ্রিস্টবিশ্বাসী সমাজ হিসাবে আমাদের কাছে একই আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য দাবী করা হয় সেসব গুণাবলীগুলো যা আমাদের প্রথম বিশ্বাসী সমাজে ছিল। বর্তমানে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে এক ধরণের অস্থিরতা, অশান্তি, কলহ-বিবাদ, অসহযোগিতা, অসম প্রতিযোগিতা ও বিকৃত মন-মানসিকতা, দুরাবস্থা, প্রভৃতি বিরাজ করছে। এই অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রতি আমাদের বিশ্বাসকে আরো সুদৃঢ় করা ও তাঁর উপর পূর্ণ আস্থা রাখা। তাই খ্রিস্টের পুনরুত্থান শুধুমাত্র একটি উৎসব নয়; বরং বিশ্বাসের একটি আলোকবর্তিকা ও নির্দেশনা। এখানে আমাদের বিশ্বাসের জীবনকে মূল্যায়ন ও নবীভূত করার একটি সুর ধ্বনিত হয়॥ ❑

যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দের কাছে ভয় অনুপস্থিত

ব্রাদার সিলভেষ্টার মৃধা সিএসসি

অবতরণিকা: আনন্দবার্তার সূচনা মঙ্গলসমাচার লেখক মথির বক্তব্যেই স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তিনি সাধু পিতরের নাম তুলে ধরে তাঁর প্রথম উপদেশে যিশুর পুনরুত্থান সম্বন্ধে এই কথা বলেন- "নাজারেথের যিশুর মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আপনাদের মধ্যে মহৎ ও আশ্চর্য আশ্চর্য কাজ করে আপনাদের কাছে প্রমাণ করেছিলেন যে, তিনি যিশুকে পাঠিয়েছিলেন।"

"ঈশ্বর মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্ত করে তাঁকে জীবিত করে তুলেছেন, কারণ তাঁকে ধরে রাখবার সাধ্য মৃত্যুর ছিল না। "

"ঈশ্বর সেই যিশুকেই জীবিত করে তুলেছেন, আর আমরা সবাই তার সাক্ষী। ঈশ্বরের ডান দিকে বসবার গৌরব তাঁকেই দান বরা হয়েছে।" একথা নিশ্চিত ভাবে জানুন যে, যাকে আপনারা ক্রুশে দিয়েছিলেন, ঈশ্বর সেই যিশুকেই প্রভু এবং মশীহ এ দুই-ই করেছেন" *(প্রেরিত ২ঃ ২২,২৪,৩২,৩৬)*।

নির্ভয়ে যিশুর পুনরুত্থানের সুসংবাদ প্রকাশ: যিশুর মৃত্যুর পর তাঁর প্রেরিতশিষ্যগণ ভয়ে আত্ম গোপন করেছিলেন একথা সত্য। কিন্তু যিশু যখন পুনরুত্থিত হয়েছেন তা দেখে তাঁর শিষ্যগণ তাঁকে পূর্ণভাবে জানতে পারেন এবং তাঁর সমস্ত জীবনের অর্থ তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। তখন থেকে তারা যিশুর প্রকৃত শিষ্য হয়ে উঠেন ও তাঁর পুনরুত্থানের সুসংবাদ সকল মানুষের কাছে নির্ভয়ে প্রকাশ করতে আরম্ব করেন।

যিশুর পুনরুত্থানের দিনে রবিবার ভোরে দু'জন নারী যিশুর সমাধিস্থান পরিদর্শনে এলে তাদের স্বচক্ষে যে ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে তা কিছুটা ভয়েরই বটে। তাই তাদের আশ্বস্ত করতে স্বর্গদূত তাদের উদ্দেশ্যে প্রথমেই যা বললেন: "তোমরা কিন্তু ভয় পেয়োনা। আমি জানি তোমরা যিশুকেই খুঁজছ, যাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কিন্তু এখানে নেই। তিনি তো পুনরুত্থিত হয়েছেন, ঠিক যেমনটি হবেন বলে তিনি আগেই বলে রেখেছিলেন। *(মথি ২৮ঃ৫-৬)*

ভয় আর নির্ভয় খ্রিস্টীয় জীবনে উভয়ই বিদ্যমান। কিন্তু যিশু কবর হতে উত্থিত; শূণ্য কবর মাগ্দালার মারীয়া এবং অন্য মারীয়া দেখতে পেয়ে ভয় মিশ্রিত অবস্থান উপলব্দি করেই স্বর্গদূত তাদের প্রথমেই বলেছেন- ভয় পেয়ো না তোমরা।

মানুষের মুক্তির ইতিহাসে বহুবার ঈশ্বর মানুষের কাছে তাঁর দূতকে পাঠান মুক্তির প্রথম বাণী হলো, "ভয় করো না।" দূত সব সময় মানুষের কাছে এনে দেন আনন্দের সংবাদ। প্রত্যেকবার যখন ঈশ্বরের দূত উপস্থিত হয়েছেন তখন মুক্তির পরিকল্পনা নতুন পর্যায়ে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই দূতের আগমন মানুষের আনন্দের কারন ছিল। এই সেই বাণী যা শুনে মানুষের অন্তর অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠবে। এই সেই বাণী যার আলোকে মানুষের ইতিহাস আলোকিত হয়ে উঠবে। এই সেই বাণী যা শুনে সমস্ত যুগের মানুষ নতুন আশায় আশান্বিত হয়ে উঠবে। "তিনি জীবিত। তিনি কবরে আর নেই।" মৃত্যুর কর্তৃত্ব চূর্ণ হয়েছে। কবরের অন্ধকার দূর হয়েছে। মন্দতার দাসত্ব ধ্বংস হয়েছে।

আনন্দের অনুভূতি সহভাগিতা: ভয়-ভীতির ছায়া যখন কেটে যায়; মনে তখন উৎসারিত হয় আনন্দের মুহূর্ত। শূণ্য কবরে উপস্থিত স্ত্রীলোকেরা তাদের বিশ্বস্ততার উপযুক্ত পুরস্কার পেয়েছে। এখন তাদের দুঃখ সম্পূর্ণ মুছে গেছে আর এক অপূর্ব আনন্দে তাদের মন ভরে উঠেছে।

যিশু প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে তিনি পুনরুত্থান করবেন। কিন্তু বিপদের সময় যিশুর শিষ্যরা তাঁর প্রতিজ্ঞা ভুলে গিয়েছিলেন তাই তারা যিশুর বিশেষ মনোনীত জন হওয়া সত্ত্বেও তাঁর পুনরুত্থানের প্রথম সাক্ষী হতে পারেন নি।

আবার উল্লেখ করছি স্বর্গদূতের অভয়ের বাণী এবং নির্দেশনার বিষয় নিয়ে। স্বর্গদূত নারীদ্বয়কে স্পষ্ট বলেছেনঃ (১) তিনি তো পুনরুত্থিত হয়েছেন। (২) এসো, তিনি যেখানে শুয়ে ছিলেন সেই জায়গাটি দেখে যাও। (৩) তাড়াতাড়ি গিয়ে তোমরা তাঁর শিষ্যদের এই কথা বল যে: "তিনি মৃতদের মধ্য হতে পুনরুত্থিত হয়েছেন। (৪) আর জেনে রাখঃ তিনি তোমাদের আগেই গালিলেয়ায় যাচ্ছেন; তোমরা সেখানেই তাঁর দেখা পাবে।' (৫) তোমাদের কাছে যা বলার ছিল, তা বললাম।' *(মথি ২৮:৬-৭)*

যিশুর পুনরুত্থানের বা পুনরুত্থানই আমাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাসের ভিত্তি ও কেন্দ্র। এ বিষয়টি স্পষ্টই প্রমাণিত হয়েছে স্ত্রীলোকদের উপস্থিতি ও যিশু সম্বন্ধে সাক্ষ্যে। আবার সেই স্ত্রীলোকদের যিশুর প্রতি ঈশ্বরের সম্মান প্রদর্শন ও আরাধনা করা। এতে বুঝায় যে পুনরুত্থান দ্বারা যিশু ঐশরিক রূপ ধারণ করেন। তিনি এখন সমস্ত জাতির প্রভু বলে অধিষ্ঠিত হন। অবশ্য একথা অস্বীকার করা যাবে না পুনরুত্থিত যিশুর আনন্দের সুখবর সকলের কাছে প্রকাশের ব্যাপারে। যে কাজটি যিশুর প্রেরিতশিষ্যগণ প্রথম সাক্ষি হিসেবে করতে পারেননি, সে ক্ষেত্রে নারীরাই আনন্দের প্রথম অভিজ্ঞতা শিষ্যদের ও অন্যদের কাছে সহভাগিতা করতে নিজেরা গর্ববোধ করতে পারেন। মন্দ বিষয় যেমন দ্রুত অনেকের কাছে পৌঁছে, আনন্দের বিষয় আরো দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায়। আমরা খ্রিস্ট বিশ্বাসী ঐশজনগণ বিশ্বাসের গুণে এ দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছি বলে সকলে কাছে এ আনন্দের সুখবর পৌঁছে দিতে প্রেরিত হয়েছি।

যিশু জীবিতদের ঈশ্বর: একথা বলা যাবে না যে কবরের অন্ধকার অন্ধকারই থেকে যাবে। কবর খুলে গিয়ে মৃত জীবিত হয়ে উঠবে এমন দৃশ্যও যিশু মারা যাবার পরে ঘটেছিল। একটা ভূমিকম্প হল: পাহাড়ের পাথরগুলো ফেটে গেল, খুলে গেল যত সমাধি গুহার মুখ। শেষ নিদ্রায় নিদ্রিত অনেক ভক্তজনের মৃতদেহ তখন পুনরুত্থিত হল। *(মথি ২৭:৫১-৫৩)* এ বিষয়ে আরো উল্লেখ আছে প্রবক্তা যিহিস্কেলের ভবিষ্যদ্বানী তার মুখে ঈশ্বর বলেছিলেন," দেখ আমি তোমাদের কবর সকল খুলে দেব। হে আমার প্রজা সকল, তোমাদের কবর হতে তোমাদিগকে উত্থাপিত করব *(যিহিস্কেল ৩৭:১২)*।

যিশুর মুত্যু আমাদের এনে দিয়েছে জীবন আর আমরা সবচেয়ে ভয়ানক দাসত্ব, যা হলো কবরের দাসত্ব, তা থেকে মুক্তি পেয়েছি।

যিশু যে জীবিত ঈশ্বর তা পুনরুত্থানের মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন। আর পুনরুত্থানের পরে চল্লিশ দিন ধরে উপদেশ নির্দেশ দিয়ে শিষ্যদের পুনরুত্থানে সাক্ষী হিসেবে সমগ্র জাতির কাছে প্রেরণের কথা ঘোষণা করলেন।

যিশুর উপদেশ ও নির্দেশনা এমন: (১) স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত ক্ষমতা আমাকে দেওয়া হয়েছে। (মথি ২৮:১৮)

(২) সমস্ত জাতির লোকদের আমার শিষ্য কর। (মথি ২৮ঃ১৯)

(৩) পিতা, পুত্র ..... বাপ্তিস্ম দাও (মথি ২৮:২০)

(১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

পুনরুত্থানের আধ্যাত্মিকতায় খ্রিস্টীয় পরিবার

ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা

পুনরুত্থান 'হল পুনরায় উঠা' বা পুনরায় নতুন জীবন লাভ করা। সাধারনত পুনরুত্থান বলতে প্রভু যিশুর মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠাকে বুঝানো হয়ে থাকে। যখন কেউ বেঁচে উঠে বা জীবন লাভ করে তখন মানুষ আনন্দ পায়, তাই এই উৎসব হল আনন্দের উৎসব। আধ্যাত্মিকতা বলতে আমরা 'আত্মা' সম্পর্কিত কিছু বুঝে থাকি। আধ্যাত্মিকতা শুধু আত্মা সম্পর্কিত নয় বরং আমাদের গোটা সত্তাটাই হল আমাদের আধ্যাত্মিকতা। প্রভু যিশু পুনরুত্থান করেছেন এর আধ্যাত্মিকতা পূণ্য সপ্তাহের রহস্যগুলোর মধ্যে নিহিত আছে। পূণ্য সপ্তাহের রহস্যগুলো ধ্যান করে এর সাথে যাত্রা করার মধ্য দিয়ে পরিবার হিসেবে আমরাও আধ্যাত্মিকতা অর্জন করতে পারি। আধ্যাত্মিকতার আনন্দ পেতে হলে সবাই বা সব পরিবারকে প্রভু যিশুর মত যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, ক্রুশের পথে যাত্রা করতে হয়, শেষে পুনরুত্থানের আনন্দ লাভ করতে হয়। পুনরুত্থানের দিন মাগ্দালানা মারীয়া যিশুর কবরের কাছে গিয়েছেন। তিনি দেখতে পেয়েছেন কবর শূণ্য, কাপড়গুলো পড়ে রয়েছে। তিনি মানুষকে জানিয়েছেন। আমাদেরও পরিবার হিসেবে যিশুর শিষ্য ও শিষ্যা হিসেবে পুনরুত্থানের সুসংবাদ অন্যদের কাছে দিতে হয়। যিশুর দু'জন শিষ্য যেমন এম্মাউসের পথে যাত্রা করেছেন, যিশুর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তেমনি আমাদেরও পুনরুত্থিত যিশুর দর্শন লাভ করতে হলে দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন করতে হয়। যিশুর সাক্ষাৎ লাভ করে সাহসী হতে হয়। আমাদের সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হয়। সেই সাথে পুনরুত্থিত খ্রিস্টকে কেন্দ্রে রেখে আমাদের পরিবারকে সুন্দর করে সাজাতে হয়।

তাল পত্র রবিবারের মধ্য দিয়ে আমরা পূণ্য সপ্তাহে পর্দাপন করি। পূণ্য বৃহস্পতিবার দিন তিনি শিষ্যদের নিয়ে শেষ ভোজ করেছেন। এই দিনই তিনি গুরু হয়েও শিষ্যদের পা ধূয়ে দিয়েছেন। পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ ও যাজক বরণ সংস্কার প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরিবার হিসেবে আমরা পরিবারে একে অন্যের পা ধূয়ে দিতে পারি। যিশু যে ভাবে নম্র হয়েছেন আমরাও পরিবারে নম্র হয়ে একে অন্যকে সেবা দিতে পারি। পরিবারের সবাইকে নিয়ে আমরা আমাদের সেবা কাজে আরও বিশ্বস্ত থাকতে পারি। পবিত্র খ্রিস্টপ্রসাদ সাক্রান্তের প্রতি আরও ভক্তি ও বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে পারি। আমাদের পারিবারিক সেবা কাজে আমরা যত বেশি সহযোগিতা করব আমাদের পরিবার ততই সুন্দর হয়ে উঠবে। এই বিশেষ সময়ে পরিবারের জন্য সন্তানদের জন্য আমরা বিশেষ প্রার্থনা করতে পারি। যাজক হওয়ার জন্য সন্তানদের উৎসাহিত করতে পারি। পরিবার থেকেই সন্তানেরা উৎসাহিত হয় ব্রতীয় জীবনে প্রবেশ করার জন্য। যাজকদের জন্যও আমরা প্রতিদিন পরিবারে প্রার্থনা করতে পারি। আদর্শ পরিবার সবসময় প্রার্থনার মধ্য দিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত থাকে। যে পরিবার একসাথে প্রার্থনা করে সে পরিবার একসাথে থাকে। প্রার্থনাই পরিবারকে একত্রিত রাখে। মিলনেই যে আনন্দ তা তারা উপলব্দি করতে পারে। যিশুও সবসময় পিতার সাথে যুক্ত থেকেছেন। পিতার ইচ্ছা পূর্ণ করেছেন।

পুণ্য শুক্রবার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দিন। এই দিনেই প্রভু যিশু যন্ত্রণাময় মৃত্যু বরণ করেছেন। তারই স্মরণেই আমরা এই অনুষ্ঠান করি। এই দিনে যাজকগণ কোন খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন না। যিশু যেমন সম্পূর্ণভাবে আত্মোৎসর্গ করেছেন তেমনি যাজকগণ তারই স্মরণে ষাষ্ঠাঙ্গে প্রণামের মধ্য দিয়ে নিজেদের উৎসর্গ করেন। ঐদিন আমরা প্রভু যিশুর যন্ত্রণা ভোগের কথা শ্রবণ করি সেই সাথে একাত্ম হই। নিজেদের যন্ত্রণাও যিশুর যন্ত্রণার সাথে মেলাতে চেষ্টা করি। ঐদিন বেশ কিছু সার্বজনীন প্রার্থনার মধ্য দিয়ে গোটা খ্রিস্টমণ্ডলীর সাথে একাত্ম হই। ক্রুশের অর্চনা ও চুম্বনের মধ্য দিয়ে আমরা ক্রুশের প্রতি ভক্তি, ভালবাসা প্রকাশ করি। ক্রুশের পথে যাত্রা করি। পরিবার হিসেবে আমরা একত্রিত ভাবে অংশগ্রহণ করার মধ্য দিয়ে ঐ দিনের আধ্যাত্মিকতার সাথে নিজেদের আধ্যাত্মিকতাকে একত্রিত করে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে পারি। পরিবারের আধ্যাত্মিক যাত্রার মধ্য দিয়ে একত্রিতভাবে পথ চলতে পারি।

নিস্তার জাগরনী উৎসব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসব। এই দিনে আগুন আশীর্বাদ করা হয়। পুনরুত্থান প্রদীপ হল পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রতীক তা স্থাপন করা হয়। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোতে আমরা যেন পথ চলি। নিস্তার জাগরণী মধ্য দিয়ে কিভাবে ইস্রায়েল জাতি মুক্তি লাভ করেছে তা স্মরণ করা হয়। বেশ কয়েকটি বাণী পাঠের মাধ্যমে ইস্রায়েল জাতির মুক্তির ইতিহাসের কথা স্মরণ করা হয়। দীক্ষা জল ও সাধারণ জল আশীর্বাদ করা হয়। এই সাধারণ জল সারা বছর ব্যবহার করা হয়। এই দিন দীক্ষাগ্রহণের উপযুক্ত একটি দিন। আমরা পরিবার হিসেবে এই অনুষ্ঠানগুলোর সাথে একাত্ম হই এবং আশীর্বাদ লাভ করি। খ্রিস্টের আধ্যাত্মিকতায় বেড়ে উঠি।

পুনরুত্থান উৎসব হল আনন্দের উৎসব। এই দিনে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের স্মরণে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। যিশু কিভাবে পুনরুত্থিত হয়েছেন শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন তা স্মরণ করার মধ্য দিয়ে আমাদের অন্তরে বিশ্বাসকে জাগ্রত করা হয়। আমরাও যেন পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে যাত্রা করতে পারি। আমাদের আধ্যাত্মিকতাকে বৃদ্ধি করতে পারি। আমরা সবাই পরিবার থেকে এসেছি। পরিবার হল শিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়। পরিবার থেকেই একজন শিশু শিক্ষা লাভ করে। পরিবারে থেকেই আমরা অনেক চড়াই উৎরাই পার হই এবং এগুলো অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে আবার নতুন আঙ্গিকে পথ চলার প্রেরণা পাই। প্রভু যিশু খ্রীষ্ট পুনরুত্থান করেছেন আমাদের জন্য। আমরা যেন নতুন চেতনা লাভ করতে পারি। পুনরুত্থানের আলোতে পথ চলতে পারি। যিশু পুনরুত্থান করেছেন আমাদের পরিত্রাণের জন্য। পরিবারে থেকে আমরাও যেন অন্যের উপকার করার মধ্য দিয়ে মানুষকে চেতনা দিতে পারি। বর্তমান জগতে মানুষ নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। দিন দিন যান্ত্রিক হয়ে যাচ্ছে। মানুষের যে ভাল কিছু করার চেতনা রয়েছে তা হারিয়ে ফেলছে। আমরা মানুষকে সেই বোধ সম্পর্কে আরও সচেতন করতে পারি। যেন তারা তাদের আমিত্ব থেকে বের হয়ে আসতে পারে। মানুষের কল্যাণে কাজ করে। বর্তমান মানুষের মধ্যে আত্মহননের প্রবনতা অনেক বেড়ে গেছে। তাদের রক্ষা করাটাও তাদের জন্য পুনরুত্থান। মানুষ যখন কোন দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায়, হতাশা নিরাশা থেকে মুক্তি পায় তখন এটাই তাদের জন্যে পুনরুত্থান। আমাদের জীবনে যে কোন সময় পুনরুত্থান ঘটতে পারে। আমাদের জীবনে পুনরুত্থান আসে যেন আমরা নতুন মানুষে রুপান্তরিত হই।

যখন যিশুর শিষ্যেরা কবরে গিয়েছেন তখন তারা কবর থেকে পাথর সরানো দেখেছেন। পাথর না সরালে তারা শূণ্য সমাধি দেখতে পেতেন না। পুনরুত্থানের যাত্রায় পরিবার

হিসেবে আমাদের জীবন থেকে পাথর সরাতে হয়। যখন আমরা আমাদের ভাইদের ঘৃণা করি, ক্ষমা করতে পারি না, ক্ষমা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে যাই। তখন আমরা বলি আর কতবার ক্ষমা করব। যিশু নিজেই আমাদের ক্ষমার বিষয়ে নির্দেশ দিয়ে গেছেন। যখন পিতর এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে: "প্রভু, আমার ভাই আমার প্রতি বারবার অন্যায় করলে তাকে আমায় কতবার ক্ষমা করতে হবে? সাত সাতবার?" যিশু উত্তর দিলেন: "আমি বলছি, সাতবার কেন, বরং সত্তরগুণ সাতবার *(মথি ১৮: ২১-২২)*।" অর্থাৎ আমাদের সব সময় ক্ষমা করতে হবে। যিশু ক্রুশের উপরে থেকেও শত্রুদের ক্ষমা করেছেন। আমাদের জীবনের পাথর হল-আমাদের অহংকার, অন্যকে ঘৃণা করা, মিথ্যা কথা বলা, অনৈতিক জীবন যাপন করা, অন্যের সমালোচনা করা ইত্যাদি। এগুলো আমাদের জীবনের এক একটি পাথর। এই পাথরগুলো কম বেশি আমাদের প্রত্যেকের পরিবারের মধ্য রয়েছে। এগুলোকে সরাতে হয়। যেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলো আমাদের পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে। পরিবারের সকল মলিনতাকে ধৌত করতে পারে। পাথরের মধ্যে যেমন কোন কিছু উৎপন্ন হয় না। ঠিক তেমনি আমাদের পরিবারের মধ্যে পাথর থাকলে কোন ফল বা সম্পর্ক সুন্দর থাকতে পারে না। তাই তা সমূলে উৎপাটন করতে হয়। যেন পুনরুত্থানের আলোতে পরিবারকে পরিচালিত করতে পারি।

পরিবার হল পরের ভার বহন করা। পরিবারের মধ্যে কিছু গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা পরিবারকে সুন্দর করে। পরিবারের মধ্যে ভালবাসা থাকতে হয় যা ভিত হিসেবে কাজ করে। যে পরিবারের ভালবাসা যত শক্ত সেই পরিবার ততবেশি মজবুত হয়ে টিকে থাকে। তা যেন বুদ্ধিমান লোকেরই মত, "যে নিজের বাড়ি গড়ে তুলেছে পাথরের উপর; হঠাৎ বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, ঝড়ো হাওয়া বইল এবং সজোরে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাড়িটার ওপর; কিন্তু তবুও ভেঙ্গে পড়ল না, কারণ পাথরের উপর গাঁথা ছিল তার ভিত *(মথি ৭ঃ ২৪-২৫)*।" পরিবারের ভিত যদি নরম হয় তাহলে পরিবার ভেঙ্গে যায় তা বাইবেলে বর্ণিত নির্বোধ লোকেরই মতো, যে নিজের বাড়ি গড়ে তুলেছে বালির উপর; হঠাৎ বৃষ্টি নামল, বন্যা এল, ঝড়ো হাওয়া বইল এবং সজোরে বাড়িটার গায়ে ঝাপটা মারতে লাগল; আর বাড়িটাও ভেঙ্গে পড়ল *(মথি ৭:২৬)*।" ভালবাসা মজবুত থাকলে পরিবারের মধ্য সুন্দর সম্পর্ক বজায় থাকে যত বিপদই আসুক না কেন তারা তা মোকাবেলা করতে পারে। তারা পুনরুত্থানের আলোর স্পর্শ তাদের পরিবারে লাভ করতে পারে।

পরিবারের মধ্যে ধৈর্য্য ধারণ করতে হয়। ধৈর্য্যের ফল তৎক্ষনাৎ তেতো হলেও পরবর্তিতে মিষ্ট। তাই ধৈর্য্যের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিবারকে এগিয়ে যেতে হয়। খাঁটি হতে হয়। পরিবারে প্রত্যেকজন সদস্যেরই মূল্যবোধ রয়েছে। সবার মর্যাদা রয়েছে। যার যে মর্যাদা তাকে যেন সেই মর্যাদা দান করা হয়। ছোট হোক বড় হোক সবার সম্মান পাওয়ার অধিকার রয়েছে। আমি যদি মানুষকে সম্মান করি তাহলে মানুষও আমাকে সম্মান করবে। পুনরুত্থানের পূর্বে আমরা বিশেষ করে শুক্রবার দিন ক্রুশের পথে অংশগ্রহণ করি, যিশুর সাথে একাত্ম হই, নিজেদের দুঃখ কষ্টের ক্রুশের কথা স্মরণ করি, সেইগুলো বহন করার জন্য শক্তি লাভ করি।

পুনরুত্থিত খ্রিস্ট অনেককে দেখা দিয়েছেন। তার বাণী ছিল তোমাদের শান্তি হোক। আমরা যেন পরিবার হিসেবে নিজেরা শান্তিতে থাকি। অন্যদের শান্তিরাজ যিশু খ্রিস্টের সন্ধান দিতে পারি। আমাদের পরিবারকে দেখে অন্যেরা যেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের প্রতিচ্ছবি অর্থাৎ আনন্দের প্রতিচ্ছবি আমাদের পরিবারের মধ্য দিয়ে উপলব্দি করতে পারে। প্রভু যিশুর আহ্বান হল রুপান্তরিত মানুষ হওয়ার আহ্বান। প্রত্যেকটি পরিবারেরই রুপান্তর দরকার। পরিবারের মধ্যে যেখানে আমাদের ক্ষত আছে তা যেন আরোগ্য করতে পারি। পরিবার হিসেবে একত্রে পুনরুত্থিত খ্রিস্টের পথে যাত্রা করতে পারি।

পরিবার হল আদিম প্রতিষ্ঠান। পরিবারের মধ্য দিয়েই সন্তান জন্মগ্রহণ করে, বড় হয়ে উঠে। যিশু খ্রিস্ট বেঁচে উঠেছেন আমাদের জন্য। পুনরুত্থানের যে সুন্দর আধ্যাত্মিকতা রয়েছে তা আমাদের পূণ্য সপ্তাহের রহস্যগুলোর মধ্যে ধ্যান করতে হয়। সেই আঙ্গিকে আমাদের পরিবারকে পরিচালিত করে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন করতে হয়। পরিবারের মধ্যে বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে- ভালবাসা, দয়া, ক্ষমা, নম্রতা. একতা, ধৈর্য্য, পরস্পরকে সম্মান করা ও সহভাগিতা। খ্রিস্টীয় গুণাবলীসমূহ যা চর্চার মধ্য দিয়ে পরিবারের আধ্যাত্মিকতা বৃদ্ধি পায়। আধ্যাত্মিকতা হল আমাদের পরিবারের সবকিছু। তাই আমাদের পরিবারকে সর্বদা ভালকিছু করার মধ্য দিয়ে আলোকিত করতে হয়। কারণ আলোর উৎসই হলেন পুনরুত্থিত খ্রিস্ট। তাই পরিবার হিসেবে আমরা যেন পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আলোতে পথ চলতে পরি এবং নিজেদের পরিবারের আধ্যাত্মিকতাকে বৃদ্ধির মধ্যদিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলি॥ ❑

যিশুর পুনরুত্থানের আনন্দের ...

(১১ পৃষ্ঠার পর)

(৪) দেখ, যুগের ..... সঙ্গে সঙ্গে আছি *(মথি ২৮:২০)*

মোশীর কাছে ঈশ্বর নিজের যে পরিচয় দিয়েছিলেন, "আমি আছি" (যাত্রা ৩:১২)। যিশু এখানে শিষ্যদের কাছে একই পরিচয় নিচ্ছেন। এই বাণীই শিষ্যদের কাছে আশ্বাস বাণী।

তারা মানুষের মধ্যে আশ্চর্য কাজ করতে পারবেন কারণ যিশু তাদের, মধ্যে উপস্থিত থাকবেন। মানুষের মুক্তির জন্য তাদের আশ্চর্য কাজ আবার স্পষ্টভাবে প্রমাণ করবে যে যিশু সত্যিই পুনরুত্থান করেছেন ও জীবিত আছেন।

আনন্দের উৎফুল্ল মনেঃ গীতিকারে সুরের মুর্ছনায় যা উচ্চারিত হয়েছে-

আকাশ ধরণী আজি ভরে দেরে গানে গানে
ছেড়ে দে রাগ-রাগিনী যা কিছু আছেরে প্রানে।।
কি আনন্দ ধরণিতে আজ ভরেছে অম্বর।
মৃত্যুরে জয় করে প্রভু হয়েছেন অমর।।
আমি দেখেছি (২) মৃত্যুঞ্জয়ের সমাধি।।
তাঁর নতুন জীবনে পেয়েছি জীবন
আত্মদানে মোর হলো মিলন
তাঁর মহিমালোকের দূর হলো সব
আঁধারের যত কালিমা।।
(গীতাবলী - ৯৯৪,৯৯৩,১০০৭)

মনের আনন্দে গাও রে আজি গাও যিশুর জয়গান
কবর ছেড়ে যিশু উঠিল রে আনন্দে আজি মাতিছে ভুবন।
(গীতাবলী ১০৩০)

উপসংহারঃ যিশুর মৃত্যুর পর মন্দিরের পর্দা ছিড়ে দু'ভাগ হয়ে যাওয়া, ভূমিকম্প, পাথর গুলো ফেটে যাওয়া, খুলে গেল যত সমাধিগুহার মুখ। শেষ নিদ্রিত অনেক ভক্তজনের মৃতদেহ তখন পুনরুত্থিত হল। এ সব ঘটনা প্রমাণ করে যে যিশু সত্যিই ঈশ্বরের পুত্র ছিলেন। শতানীক ও তার সঙ্গীরা এ সাক্ষ্যই দিয়েছেন। পৃথিবীতে এমন আর কোন প্রমাণ নেই কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে এতসব অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। যিশুই একমাত্র ব্যক্তি যার বেলায় এমনটি হল। যিশু নিজেই বলেছেন- আমি সত্য, পথ ও জীবন, আমার মধ্যে দিয়ে না গেলে কেউ স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

অপর বিষয় হচ্ছে আনন্দের সুখবর। পুনরুত্থিত যিশু চল্লিশ দিন পৃথিবীতে থেকে বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ব্যক্তিদের দর্শন দিয়ে তাঁর পুনরুত্থানের বার্তা সকলের কাছে ঘোষণা করেছেন। এমন আনন্দের সুখবর নিশ্চয়ই খ্রিস্টবিশ্বাসীদের বিশ্বাসের ভিত্তি ও কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সকলকে পাস্কাপর্বের প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি॥ ❑

খ্রিস্টে দীক্ষিত সবারই প্রেরণকর্ম পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সুসমাচার প্রচার করা

সিস্টার মেরী মিতালী এসএমআরএ

১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে বিশ্ব যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। সে যুদ্ধে বহু নিরিহ মানুষ মারা গিয়েছিল। এতে মানুষের মধ্যে দেখা দিয়েছিল চরম দুঃখ-দুর্দশা, হতাশা নিরাশা, প্রিয়জনদের জন্য কান্না, আহাজারি ইত্যাদি। এমতাবস্থায় ৩০ নভেম্বর ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট একটি মিশনারী প্রৈরিতিক পত্র লিখেছিলেন যার নাম Maximum illud (the greatest important matter- বাংলায় অনুবাদ করলে "সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়")। বিগত ২০১৯ খ্রিস্টবর্ষে এই "Maximum illud" – প্রৈরিতিক পত্র লেখার শতবর্ষ উদ্‌যাপিত হয়েছিল যেন মঙ্গলবাণী ঘোষণায় মণ্ডলী নতুন চেতনা ও প্রেরণা লাভ করতে পারে। কেননা এই মঙ্গলবাণী ঘোষণার কাজটি করা থেকে আমরা নারী-পুরুষ সবাই অনেক পিছিয়ে আছি। তাই যে মুক্তিদাতা, জীবনদাতা প্রভু যিশুকে দীক্ষার মাধ্যমে ধারণ করেছি তার গল্প যেন সবার কাছে প্রচার করি– এই হোক এবারের পুণরুত্থান পর্বে আমাদের সবার অঙ্গীকার। তাছাড়া ঐশরাজ্য বিস্তারের কাজে আমরা যেন নতুন নতুন দিক নির্দেশনা পেতে পারি এবং যে যার অবস্থানে থেকে মঙ্গলবাণী ঘোষণা করতে পারি সে লক্ষ্যেই Extra Ordinary Missionary month October, ২০১৯ উদ্‌যাপন করা হয়েছিল। তাই বলে এই মঙ্গল বাণী ঘোষণার কাজ শুধু যে কোন একটি নির্দিষ্ট মাসে সীমাবদ্ধ থাকবে তা তো নয় বরং অবশ্যই তা গতিশীল রাখা বিধেয়। আর এই বাণী প্রচার যা "সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়" তা করা পুনরুত্থিত খ্রিষ্টে দীক্ষিত আমাদের সবারই প্রেরণকর্ম। তাহলে এসো আমরা অন্তর অনুপ্রেরণায় প্রতিদিন প্রভুর মঙ্গল বাণী পাঠ ও ধ্যান করি, বাণী অনুসারে জীবন যাপন করি এবং অন্যের কাছে পুণরুত্থিত খ্রিস্টের বাণী ঘোষণা করি।

এই উপলক্ষ্যে পোপ পঞ্চদশ বেনেডিক্ট এর যে চারটি নির্দেশনা ছিল তা পুনরায় স্মরণ করা ভাল। তিনি বলেছিলেন যে–

১. দীক্ষিত আমরা সকল খ্রিস্ট-ভক্তগণ যেন পুনরুত্থিত যিশুর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে তুলি এবং তাঁর সাথে যেন ঘনঘন সাক্ষাৎকে আরো জোরদার করি।

২. সকল সাধু-সাধ্বী ও সাক্ষ্যমরগণের জীবন ও অনুপ্রেরণা যেন আমাদের জীবনকে নতুনভাবে আলোকিত করে।

৩. যিশুর অনুকরণে আমাদের সেবাকাজ ও সেবার মনোভাব যেন আরো বাড়িয়ে তুলি, সেদিকে মনোযোগী হতে তিনি আমাদের সবাইকে আহ্বান জানান।

৪. আমাদের সবারই যিশুর প্রতি বিশ্বাস (১২টি বিশ্বাস মন্ত্র) ও সাক্রামেন্তীয় জীবন যেন আরো দৃঢ়তর হয়।

আমাদের খ্রিস্ট-মণ্ডলীর বিশ্বাস : স্বর্গ মর্তের স্রষ্টা সর্বশক্তিমান পিতা ঈশ্বরে এবং তাঁর অদ্বিতীয় পুত্র আমাদের প্রভু সেই যিশু খ্রিস্টে আমি বিশ্বাস করি– যিনি পবিত্র আত্মার প্রভাবে গর্ভস্থ হয়ে কুমারী মারীয়া হতে জন্মগ্রহণ করলেন। সেই সাথে আমাদের প্রত্যেকেরই সুদৃঢ় বিশ্বাস আছে যে এক ঈশ্বরে তিন ব্যক্তি, তিন ব্যক্তিতে আবার এক ঈশ্বর। আমাদের সেই ঈশ্বর হলেন জীবন্ত এবং তিনি প্রৈরিতিক। তিনি সৃষ্টিকাজে পরিপূর্ণ সহযোগিতা করতে স্বর্গ থেকে এই পৃথিবীতে নেমে আসেন। আবার তিনি ইস্রায়েল জাতির সঙ্গে ৪০ বৎসর ধরে পথ চলেছেন এবং পাপে পতিত মানব জাতির পরিত্রাতারূপে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যিশুকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। সেই দিক দিয়ে যিশু নিজে এবং তাঁর দ্বারা স্থাপিত খ্রিস্ট-মণ্ডলীও প্রৈরিতিক। আবার পিতা এবং পুত্র উভয়েরই দ্বারা প্রেরিত হলেন– পবিত্র আত্মা। সেই দিক থেকে পবিত্র আত্মাও প্রৈরিতিক। সেই জন্যই বলা হয় যে "Our God is a Missionary God" এবং সে লক্ষ্যে আমরাও সবাই এক একজন মিশনারী।

ধর্ম সংঘে প্রবেশের পর থেকে আমার মধ্যে একটা ধারণার সৃষ্টি হয় যে "প্রৈরিতিক সেবা" বা বাণী প্রচারের যে কাজ তা এত গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ নয়। কিন্তু সময়ের পূর্ণতায় আজ আমি পরিস্কার ধারণা লাভ করি যে পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মা - তাঁরা সবাই ছিলেন এই প্রেরণ কর্মী। তাঁরা সবসময়ই প্রেরণ কর্মের জন্য প্রেরিত। আমাদের প্রেরণ কর্মের জন্য প্রেরণার উৎস এই ত্রিব্যক্তি পরমেশ্বর। তাই বাণী ঘোষণার কাজকে কোনভাবেই আমরা ছোট করে দেখতে পারি না। সাধু পৌল বলেন, "হায় রে আমি, মঙ্গলসমাচার যদি না প্রচার না করি....", (*১ম করিন্থীয় ৯: ১৬*)।

Maximum illud (in English the greatest important matter) - যা বাংলায় অনুবাদ করলে হয় "সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়"। আর এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিই বেছে নিয়েছিলেন মার্থার বোন মেরী। লুক রচিত মঙ্গল সমাচারের ১০:৩৯ পদে বলা হয়েছে - "মারীয়া এসে প্রভুর পায়ের কাছে বসে তাঁর সমস্ত কথা শুনতে লাগলেন", অর্থাৎ ঐশ বাণী শ্রবণ। আমরা কি আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই ঐশ বাণী পাঠ ও ধ্যান করি ? তা কি মনোযোগ দিয়ে শুনে হৃদয়ে ধারণ ও বহন করি? না কি তা করা থেকে অনেক পিছিয়ে আছি? লুক রচিত মঙ্গল সমাচারে যিশু আবার বলেন : "কিন্তু দরকার শুধু একটি জিনিষেরই! নিজের জন্যে মারীয়া যা বেছে নিয়েছে, তা-ই সব চেয়ে ভাল ; আর তার কাছ থেকে তা কখনো কেড়ে নেওয়া হবে না, *(লুক ১০: ৪২ পদ)*!" আবার আমরা দেখি যে পুণরুত্থানের পর যিশু এই মারীয়াকেই বলেন : "না অমন ক'রে আঁকড়ে ধ'রো না! আমি তো এখনও উর্ধ্বলোকে পিতার কাছে ফিরে যাইনি। তুমি বরং আমার ভাইদের কাছে যাও, তাদের গিয়ে বল– যিনি আমার পিতা ও তোমাদের পিতা, আমার ঈশ্বর ও তোমাদের ঈশ্বর, আমি এবার উর্ধ্বলোকে তাঁর কাছেই ফিরে যাচ্ছি, *(যোহন ২০:১৭)*!" অর্থাৎ যিশু এখানে তাঁর পুনরুত্থানের সুখবর শিষ্যদের কাছে বলার জন্য সর্বপ্রথম এই একজন নারীকেই বেছে নিয়েছেন। সেই দিন যিশু তাঁর পুনরুত্থানের সুখবর প্রচার করার জন্য এই একজন নারীকে যা বলেছিলেন আজকের এই দিনে সেই একই কাজ করার জন্য তিনি আমাদের সকল নারীদেরকেই আহ্বান জানাচ্ছেন। তবে মনে রাখি পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সুসমাচার প্রচার করা কিন্তু খ্রিস্টে দীক্ষিত নারী-পুরুষ আমাদের সবারই পবিত্র দায়িত্ব। কেননা আমরা দেখি যে যিশুর পুনরুত্থানের পর এগারজন প্রেরিতদূত যখন একসঙ্গে খেতে বসেছিলেন তখন যিশু তাঁদের কাছে দেখা দিলেন। তখন তিনি তাদের বলেন যে "তোমরা জগতের সর্বত্রই যাও ; বিশ্বসৃষ্টির কাছে তোমরা ঘোষণা কর মঙ্গলসমাচার, *(মার্ক ১৬: ১৪ ক এবং ১৫)!*" সুতরাং এ থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে খ্রিস্টে দীক্ষিত সবারই প্রেরণকর্ম হল পুনরুত্থিত খ্রিস্টের সুসমাচার প্রচার করা ।

মণ্ডলীতে এই বাণী প্রচারের কাজ আরও সুষ্ঠু

কৃতিত্ব

আমাদের স্নেহের বোন *সিস্টার মেরী মিতালী, এসএমআরএ* বিগত ২১ মার্চ, ২০১৪ খ্রিস্টবর্ষে Institute of Consecrated Life in Asia (ICLA), Quezon City, Philippines এর St. Anthony Mary Claret College হতে Master of Arts in Theology major in Missiology এই বিষয়ের উপর পড়াশুনা শেষ করে কৃতিত্বের সাথে Master Degree (Graduation) লাভ করেন। আমরা তার সাফল্যে সত্যিই আনন্দিত ও গর্বিত। উল্লেখ্য যে তিনি সেন্ট মেরীস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় হতে ১৯৮০ খ্রিস্টবর্ষে- SSC, তেজগাঁও মহিলা কলেজ হতে ১৯৮৮ খ্রিস্টবর্ষে HSC, লালমাটিয়া মহিলা মহা বিশ্ব বিদ্যালয় হতে ১৯৯৫ খ্রিস্টবর্ষে BA, খানবাহাদুরা আহসানিয়া কলেজ হতে ২০০০ খ্রিস্টবর্ষে B. ed, এবং ২০০৫ খ্রিস্টবর্ষে ভিক্টোরিয় কলেজ, কুমিল্লা হতে বাংলা সাহিত্যে MA ডিগ্রী লাভ করেন। এখানে বলতে চাই যে আমাদের বোন একজন ব্রতধারিনী সিস্টার। ১৯৮৪ খ্রিস্টবর্ষে প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিনী সংঘে তিনি ১ম ব্রত, ১৯৯০ খ্রিস্টবর্ষে চিরকালীন ব্রত এবং ২০০৯ খ্রিস্টবর্ষে তিনি রজত জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করেন। বর্তমানে তিনি সিবিসিবি সেন্টারে (বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী) খ্রিস্ট-ভক্তজনগণ বিষয়ক কমিশনে অফিস সেক্রেটারী হিসাবে কর্মরত আছেন। তিনি তুমিলিয়া মিশনের অন্তর্গত দক্ষিণ ভাদার্ত্তী গ্রামের প্রয়াত রেমন্ড মাইকেল কস্তা ও ম্যাগডেলীনা কস্তার আদরের সন্তান। আমরা তার কৃতিত্বের জন্য সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই এবং তার সুস্বাস্থ্য, সুদীর্ঘ ধ্যানময়-কর্মময়, সুন্দর-পবিত্র জীবন ও সার্বিক কল্যাণ কামনা করি।

অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন সহ–

সকল ভাইবোন – (কিরণ, বরুণ, তরুণ, হিরণ, বিনয়, মালতী ও বিকাশ এবং প্রয়াত এডভোকেট অরুণ ভি. কস্তা, মাটিনা মিলন ও লিলা কস্তা) এর পক্ষে ছোড়দি মিনতি মাগ্রেট কস্তা

ও

পরিবারবর্গ এবং সকল আত্মীয় পরিজন।

বিজ্ঞ/৯৬/২০২১

৭ম মৃত্যুবার্ষিকী

" তোমার সমাধি ফুলে ফুলে ঢাকা
কে বলে আজ, তুমি নেই
তুমি আছ, মন বলে তাই"

প্রয়াত সিলভেস্টার গমেজ

জন্ম : ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ এপ্রিল, ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ
গোপাল মাদ্বর বাড়ি
নতুন তুইতাল
নবাবগঞ্জ, ঢাকা

আজও মনে পড়ে তোমার কথা, আসলে সারা জীবনই আমরা তোমাকে মনে রাখব। তোমার চলা পথেই হাঁটার চেষ্টা করি। কখনো হয়তো ভুল পথে যাই। তুমি স্বর্গ থেকে সবই দেখছো। তুমি পিতার গৃহে ভালো আছ জেনেও তোমার কবরে মোমবাতি জ্বালিয়ে ফুল দিয়ে আমরা প্রার্থনা করি। তুমি আমাদের জন্য ও সকল বিশ্ববাসীর মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কর যেন আমরা সকলে ভালো থেকে ঈশ্বরের গৌরব ও প্রশংসা করতে পারি। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা তোমাকে যেন চিরশান্তি দান করেন।

শোকার্ত

স্ত্রী : মনিকা গমেজ
বড় মেয়ে-জামাই : লিলি-প্রভাত, ব্লেস
ছোট মেয়ে-জামাই : বেবী-জন, কৃপা, তীর্থ ও অর্ঘ্য
বড় ছেলে-বউ : ডা: জেমস-দীনা, উপাসনা, ফ্রাঙ্কলিন
ছোট ছেলে-বউ : রিচার্ড-সন্ধ্যা, ধ্রুব, সৃষ্টি

বিজ্ঞ/৯০/২০২১

প্রভুযিশুর পুণ্যময় পুনরুত্থান তথা পাস্কা পর্ব উপলক্ষে কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট-এর
পক্ষ থেকে সকলের প্রতি রইল
পুনরুত্থিত খ্রিস্টের আনন্দময় শুভেচ্ছা।

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট বিশ্বাস করে

মানুষের সার্বিক উন্নয়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি, সক্ষমতা বৃদ্ধি ও নারী পুরুষের সমতাভিত্তিক ক্ষমতায়ন একটি সুষ্ঠু সমাজ ব্যবস্থার পূর্বশর্ত।

আমরা সম্পূর্ণ আবাসিক ও সর্বাধুনিক ভেন্যুতে প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা আয়োজন করে থাকি। আমাদের সঙ্গে আছেন দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক, যারা সার্বক্ষণিক কারিতাস ও সমমনা প্রতিষ্ঠান সমূহের সক্ষমতা অর্জনে দীর্ঘসময় ধরে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। আমাদের মেধাবী গবেষক দল অব্যহতভাবে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বেইজ লাইন সার্ভে, প্রকল্প মূল্যায়ন, প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরি, এ্যকশন রিসার্চ, ইমপ্যাক্ট স্টাডিসহ যে কোনো সামাজিক গবেষণাসমূহ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করে আস্থা অর্জন করেছে।

পরিচালক

কারিতাস ডেভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট
২ আউটার সার্কুলার রোড, শান্তিবাগ, ঢাকা-১২১৭
ফোন: ৯৩৩৯৬২৫
www.caritascdi.org

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.-এর নব নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির পক্ষ হতে সকলকে জানাই পুনরুত্থান পর্বের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা

হিলারিশ হাউই
সহ-সভাপতি

শুভজিৎ সাংমা
সম্পাদক

রিচার্ড রিপন সরদার
সভাপতি

আগষ্টিন কস্তা
ম্যানেজার

বেঞ্জামিন মধু
কোষাধ্যক্ষ

ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যবৃন্দ

রনি মাইকেল গমেজ
সদস্য

তরুণ হাগিদক
সদস্য

পিনাক দাস
সদস্য

প্রেমলা বি. গমেজ
সদস্য

রণজিৎ পালমা
সদস্য

দেবার্সন মানখিন
সদস্য

জন নির্মল কস্তা
সদস্য

ক্রেডিট কমিটি

ডলিয়ন চিসিম ডেভিড
সভাপতি

সঞ্জয় চিরান
সদস্য সচিব

নীলম চিসিম
সদস্য

পারুল রড্রিক্স
সদস্য

পিন্টু শিকদার
সদস্য

সুপারভাইজরী কমিটি

জয় ত্রিপুরা
সভাপতি

অভি পিউরীফিকেশন
সদস্য সচিব

আল্পনা চিসিম
সদস্য

শাওন এস. রুগা
সদস্য

কবিতা ডি' ক্রুশ
সদস্য

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

স্থাপিত: ১৯৯২ খ্রীঃ, রেজি. নং: ৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নদ্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২
ই-মেইল: ncccul@gmail.com ওয়েবসাইট: www.ncccul.com

বিজ্ঞ/১৬৫/২০২১

ও সুন্দরভাবে করার লক্ষ্যে ঈশ্বরের পরিকল্পনায় সংঘ থেকে আমার সৌভাগ্য হয়েছিল এই মিশন কাজের উপর ঐশতাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করার। এই উদ্দেশ্যে আমি ২০১২-২০১৪ খ্রিস্টবর্ষে ফিলিপিন্সে উচ্চতর শিক্ষা লাভ করি এবং পড়াশুনা শেষে সেখানে আরও অনেকের সাথেই গ্রেজুয়েশন প্রোগ্রামে অংশ নেই। আমার এই অনুগৃহিত জীবনে এই বিশেষ সুযোগ লাভের জন্য আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বর ও আমার এই ধর্ম সংঘের প্রতি সত্যিই কৃতজ্ঞ। যিশু বলেন যা বিনা মূল্যে পেয়েছ তা বিনা মূল্যেই দান কর। সে লক্ষ্যে আমি আজ এই বাণী প্রচার/ মিশন কাজের উপর সহভাগিতা করতে ইচ্ছা করি। এখানে উল্লেখ্য যে আমার পড়াশুনার মূল বিষয়টি ছিল –Master of Arts in Theology, Major in Missiology **(মিশন তত্ত্ব সম্পর্কিত ঐশতাত্ত্বিক জ্ঞান) :** এই পড়াশুনার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য হল মিশন তত্ত্বের প্রেরণকর্মী প্রস্তুত করা যারা ঐশরাজ্যের হাতিয়ার হিসাবে প্রেরণধর্মী সেবাকাজ করে। এই পড়াশুনার বিশেষ লক্ষ্য হল ব্যক্তিকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনে নিম্নলিখিত বিষয়ে সহায়তা করা– কিভাবে জীবন সংলাপ করতে হয়, অর্থাৎ অন্য সংস্কৃতির সাথে সংলাপ, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সাথে সংলাপ এবং অন্য ধর্মের মানুষের সাথে সংলাপ।

মিশন তত্ত্ব কি? মিশন তত্ত্ব হল একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা সমাজবিদ্যা-নৃবিজ্ঞানের সহায়তায় সংস্কৃত্যায়নে সম্ভব হয়ে উঠে। মিশন তত্ত্বটি এসেছে মূলত দু'টি শব্দ হতে–ল্যাটিন শব্দ **Missio যার অর্থ হল বিশেষ কাজের জন্য কাউকে প্রেরণ করা এবং গ্রীক শব্দ Logos অর্থ হল বিদ্যা বা জ্ঞান। সহজ কথায় বলা যায় যে মিশন তত্ত্ব হল মণ্ডলীর একটি বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতিগত শিক্ষা।** আমরা যখন পুনরুত্থিত খ্রিস্টে দীক্ষা গ্রহণ করে খ্রিস্টমণ্ডলীভুক্ত হই এবং মন্ডলীর এক একজন সদস্য হয়ে উঠি, খ্রিস্টকে অনুকরণ ও অনুসরণ করি কেবল মাত্র তখনই আমরা এই মিশন সম্বন্ধে স্পষ্ট বুঝতে পারি, বুঝতে পারি এর কার্যক্রম ও এর দর্শন। এ মিশন কাজটি ছিল প্রেরিতশিষ্যদের একটি প্রধান কাজ। যিশুর সঙ্গে থেকে তারা যা দেখেছেন, যা শুনেছেন তাই তারা প্রচার করেছেন এবং তারা যে তা না করে পারেনই না। একজন মিশন তত্ত্ববিদ হলেন একজন ভাববাদী যিনি ধর্মপ্রদেশে বা সংঘে মিশন কাজকে কিভাবে আরও দ্রুত এগিয়ে নেয়া যায় সে সম্বন্ধে নতুন নতুন ধারণা প্রদান করে থাকেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি ধর্মপ্রদেশে বা সংঘে মিশন কাজকে আরও ফলপ্রসূভাবে ও তড়িৎগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং মিশন কাজের ধারণা প্রদান করার জন্য যিনি বা যারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন তারাই হলেন সেই মিশন তত্ত্ববিদ/ মিশন তত্ত্বের পিতা। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়– জন খ্রিসোস্তোম, সাধু আগষ্টিন, পোপ গ্রেগরী, নিকোলাশ হারবোর্ণ তারা হলেন মধ্যযুগে বা তারও আগেকার এক একজন মিশন তত্ত্ববিদ বা এই মিশন তত্ত্বের পিতা। গুস্তাভ ওয়ামেক তিনি সবেমাত্র আধুনিক মিশন তত্ত্ববিদ বা জনক হিসাবে পরিচিত।

Mission মানে হল প্রেরণ। অর্থাৎ কোন এক নির্দিষ্ট কাজের জন্য কাউকে পাঠানো। খ্রিস্ট ধর্মে এই শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তবে যে মিশন শব্দটি আমরা প্রায়ই ব্যবহার করে থাকি তা আসে **Latin term mitto** থেকে। এর অর্থ হলো যিনি 'প্রেরিত' **বা যাকে** 'পাঠানো হয়'। অর্থাৎ মিশন মানে হলো 'প্রেরণ করা হয়' বা 'প্রেরিত'। তাহলে এখানে স্পষ্টতই এই 'প্রেরিত হওয়া' বলতে বুঝি কোন বিশেষ কাজের জন্য সাড়াদান এবং ব্যক্তি এই কাজের মধ্য দিয়ে সেই প্রেরণ কর্মই চালিয়ে নিয়ে যান। উদাহরণ স্বরূপ কোন দেশের সরকার যখন দেশের শান্তি রক্ষার জন্য কোন সৈনিকদেরকে যুদ্ধে পাঠান তখন তাদেরকে বলা যায় যে তারা একটি 'সামরিক মিশন' সম্পাদন করতে যাচ্ছে। কিন্তু কোন একটি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান হতে যখন কাউকে প্রেরণ করা হয় তখন আমরা তাকে বলি 'ধর্মীয় কাজে প্রেরিত'। আবার Mission বা প্রেরণ কাজ হল কোন কিছু করার লক্ষে একটি বিশেষ আহ্বান। একজন ব্যক্তি ঐশরিকভাবেই জীবনের পক্ষ্যে কাজ করার জন্য মনোনীত। আমরা সবাই ঈশ্বরের জন্য ও তার রাজ্য বিস্তারের লক্ষ্যে কাজ করতে আহূত। ইহা উভয়েরই কাজ – অর্থাৎ একাধারে ঈশ্বরের ও অন্য দিকে এটা পবিত্র ত্রিত্বের কাজ। এটা একটি চলমান প্রক্রিয়া। কিন্তু প্রায়ই আমরা মনে করে থাকি যে মিশন কাজ মানে হল ধর্মান্তরিত করা বা নিজেদের ধর্মে আসার জন্য অন্য ধর্মের ভাইবোনদেরকে অনুপ্রাণীত করা এবং এটাই হলো মিশনারীদের একমাত্র কাজ। এটা সত্য নয়। আমরা কাউকে ধর্মান্তরিত করতে পারি না, এটা যে কেবল মাত্র পবিত্রাত্মারই কাজ। আমরা সবাই হলাম ঈশ্বরের মিশন কাজ করার জন্য **এক একটি** হাতিয়ার স্বরূপ।

উদ্দেশ্য : মণ্ডলীতে প্রেরণ কাজের উদ্দেশ্য হল– পৃথিবীতে মানব আত্মার মুক্তি এবং ঐশরাজ্যের বৃদ্ধিলাভ। উদাহরণ স্বরূপ একজন বিখ্যাত মিশন তত্ত্ববিদ **বোশ** তার বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলেন– মণ্ডলীতে প্রেরণ কাজ যেমন **: ন্যায্যতার** জন্য দরিদ্রদের পক্ষে সাক্ষ্যদান, তাদের আধ্যাত্মিক মুক্তিসাধন, আশাহীনদের মধ্যে আশা জাগানো, স্থানীয়করণের পদক্ষেপ গ্রহণ, ধর্মতত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান দান এবং অন্য ধর্মবিশ্বাসীদের সাথে জীবন যাপনে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি। সবশেষে, আমরা বলতে পারি যে এই প্রেরণ কাজের লক্ষ্য হল এই – পবিত্রাত্মার পরিচালনায় সমস্ত জাতিই যেন শেষে ঈশ্বরের সামনে এক জাতিরূপে গড়ে উঠতে পারে।

উৎস : প্রেরণ কর্মের উৎস হল ত্রিত্বময় পরমেশ্বর। এখনে প্রেরক হলেন স্বয়ং ঈশ্বর বা আমাদের স্বর্গস্থ: পিতা। তিনি প্রেরণ করেছেন তার একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিস্টকে এবং যিশুর দ্বারা আবার প্রেরিত হলেন পবিত্র আত্মা। ঈশ্বরের মুক্তি পরিকল্পনা : "তিনি তো এই চান যে সকল মানুষ যেন পরিত্রাণ লাভ করে যিশু খ্রিস্টেরই মাধ্যমে, সকলেই যেন সত্যকে জেনে নিতে পারে...,*(১ম তিমথি ২: ৪-৬)*।" কারণ পরমেশ্বর জগৎকে ভালবেসেছেন.. (মানব জাতিকে এবং বিশ্ব প্রকৃতিকে), *যোহন ৩: ১৬)*।

আমরা সবাই মিশনারী : বাপ্তিস্ম ও হস্তার্পণ সাক্রামেন্ত গ্রহণের ফলে আমরা সবাই এক-এক জন মিশনারী হয়ে উঠি এবং এই মিশনারীগণ আমরা সবাই যিশুর মতই এক এক জন প্রেমিক। মিশনারীগণ ভালবাসেন ঈশ্বরের লোকদেরকে, সকল সংস্কৃতিকে, ধর্মকে, সকল দরিদ্র ভাইবোনদের, বিধবাদের, অনাথদের, বিদেশীসহ অন্যান্য সবাইকে। তবে এখানে বলা যথার্থ যে আমরা সবাই মিশনারী হলেও কিন্তু প্রথম মিশনারী ছিলেন আমাদের স্বর্গস্থ পিতা। ২য় যিশু খ্রিস্ট, ৩য় পবিত্র আত্মা, ৪র্থ খ্রিস্ট মন্ডলী এবং ৫ম আমরা খ্রিস্ট-ভক্তজনগণ।

খ্রিস্টের প্রেরণ ও প্রেরণকার্য : (Mission of Christ) : খ্রিস্টের মুক্তিদায়ী প্রেমের কাজ, মানব জাতির পরিত্রাণ : "মানব পুত্র তো সেবা পাবার জন্য আসেনি ; সে এসেছে সেবা করতে এবং বহু মানুষের মুক্তিপন হিসাবে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে *(মার্ক ১০: ৪৫)*।" যিশু খ্রিস্টের আত্ম পরিচয় হল– "পিতার কাছ হতে প্রেরিত পুত্র"। এ প্রেরণের বাস্তব ফল হল খ্রিস্টের দেহ ধারণ এবং মানুষের পরিত্রাণ। স্বর্গে গিয়ে খ্রিস্ট পিতার কাছ থেকে পবিত্র আত্মাকে প্রেরণ করেছেন তাঁর মন্ডলীর কাছে।

মণ্ডলীর প্রেরণকার্য : (Mission of the Church) : পিতা যেমন পুত্রকে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন তেমনি পুত্রও তাঁর শিষ্যদেরকে তাঁর উত্তরাধিকারী রূপে প্রেরণ করেছেন তাঁর প্রেরণকার্য এই পৃথিবীতে চালিয়ে নেবার জন্য। "তীর্থযাত্রী মণ্ডলী নিজ প্রকৃতিগত ভাবেই প্রৈরিতিক, কারণ পিতার পরিকল্পনা অনুযায়ী পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রেরণকার্যই তার উৎস" (দ্বি. ভাতিকান, "মণ্ডলীর প্রেরণকার্য, ২/১০৯০)। সর্বোত্তম তত্ত্বগুলি এইরূপ– **১।** পুরাতন ঐশতত্ব **:** (ক) আত্মার পরিত্রাণ (খ) ঐশরাজ্য বৃদ্ধি **২।** আধুনিক ঐশতত্ব **:** (ক) যিশুর কথা প্রচার করা এবং (খ) ঐশরাজ্য

ঘোষণা করা ৩। বর্তমানের ঐশতত্ব : (ক) প্রাবক্তিক বাণী ঘোষণা, (খ) নিরাময় এবং পুনর্মিলন, (গ) গল্প বলা, এবং (৪) মানুষকে স্বাধীন করে তোলা।

মিশনারীদের বৈশিষ্ট্য (Characteristic of Missionary)

১। মিশনারীরা হবেন অত্যন্ত পরিশ্রমী। ঈশ্বর, ভাই মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতি/ সৃষ্টির সাথে তাদের থাকবে এক সুগভীর সম্পর্ক।

২। ঐশরাজ্যের মূল্যবোধ অনুসারে হবে তাদের জীবন যাপন। যেমন– **(১) ন্যায্যতার** জন্য কাজ করা, (২) শান্তি স্থাপনকারী হয়ে উঠা, (৩) সবাইকে ভালবাসা ও সহযোগিতা করা এবং (৪) বিশ্ব প্রকৃতির যত্ন নেয়া।

৩। মিশনারীদের এক হাতে থাকবে বাইবেল ও অন্য হাতে থাকবে খবরের কাগজ। কোথায় কি হয় তা তাদের জানা আবশ্যক।

৪। প্রতিদিন বাইবেল পাঠ, ধ্যান ও তা আত্মস্থ করা এবং সেই বাণী নিজ জীবনে প্রয়োগ করা মিশনারীদের অন্যতম কাজ। এভাবে পরিবারে, সমাজে, ধর্মপল্লীতে এবং ধর্মপ্রদেশে প্রভুর বাণী সবার কাছে পৌঁছে দিবে তারা। বিশেষভাবে সহকর্মীদের ও রোগীদের সাথে তারা এই প্রভুর বাণী সহভাগিতা করবে।

৬। তারা বাণী প্রচারের কাজে দু'জন করে যাবে, সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু নিবে না, যেখানে যা দিবে তা খেয়েই তারা এ কাজ করবে।

এই প্রচার কাজের দু'টি দিক হল : 1. Inclusive : পরিত্রাণ সকলের জন্য। 2. Exclusive- মণ্ডলীর বাইরে কোন পরিত্রাণ নেই– এ ঘোষণা দেন পোপ সিপ্রিয়ান। এটা ইতিমধ্যে পরিবর্তন করা হয়েছে। বর্তমানে বলা হয় যে মণ্ডলীর বাইরেও পরিত্রাণ রয়েছে। এর কারণ স্বয়ং ঈশ্বর। ঈশ্বর আমাদের সবাইকেই রক্ষা করতে চান এবং এটা তাঁর নিজস্ব ইচ্ছা। সুতরাং আর কেউই নয় কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরই পারেন আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে। তাই বলা যায় যে সকল ধর্মের লোকই স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে তাদের নিজেদের জীবন যাপন অনুসারে, *(১ম তিমথি ২: ৪-৬)*।

মিশনের মৌলিক মতবাদ : তীর্থযাত্রী/নবাগত বিশ্বাসীবর্গ প্রকৃতিগতভাবে আমরা সবাই মিশনারী। "তীর্থযাত্রী মণ্ডলী নিজ প্রকৃতিগত ভাবেই প্রৈরিতিক এবং এটা চলে আসছে সেই পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার প্রেরণকর্মের সময় থেকেই, (Ad Gentes 1: 2) । এখানে উল্লেখ্য যে একজন উত্তম মিশনারী হয়ে উঠার লক্ষ্যে অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে 1. Luman Gentium, 2. Ad Gentes, 3. Nostra Aetate and 4. Ecumenism. (দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার) এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে।

আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়ন ও মতামত : এখানে বলতে চাই যে এই প্রেরণকর্ম হল জীবনের প্রাণ স্বরূপ। তাই অন্তর অনুপ্রেরণায় যিশু খ্রিস্টের এই প্রেরণ কর্মে আমরা সবাই অংশ নিব এবং বাইবেলেই হল এই প্রেরণকর্মের উৎস, *(মার্ক ১৬: ১৫-১৮)*। পুরাতন নিয়মে আমরা দেখি যে ঈশ্বর নিজেই একজন প্রৈরিতিক ঈশ্বর। তিনি তাঁর সৃষ্টির চেয়েও বেশীই যে আমাদেরকে রক্ষা করে থাকেন। ইস্রায়েল জাতিকে যে তিনি রক্ষা করেছেন এবং তাদের সাথে সাথে পথ চলেছেন তা থেকেই আমরা তা বুঝতে পারি। আর সেই ঐতিহাসিক প্রেরণকর্মই আজ হয়ে উঠেছে বিশ্ব প্রেরণকর্মের এক সুবৃহৎ উদাহরণ। ঈশ্বরের প্রেরণকর্ম করতে আমরা কখনো ভয় পাবো না। কেননা যিশু আগেই সেখানে চলে যান এবং গিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন যেখানে একজন প্রেরণকর্মীকে প্রেরণকর্মের উদ্দেশ্যে যেতে হবে। আর স্বয়ং পবিত্র আত্মাই তখন প্রেরণকর্মীর সাথে থেকে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন। সুতরাং আমরা সযত্নে আমাদের এই মিশনকর্ম বাছাই করবো। যিশুর মত করে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করবো যেন পবিত্র আত্মাই তখন একজন মিশনারী/ প্রেরণকর্মী হিসাকে আমাকে পরিচালনা দিতে পারেন।

সুসমাচার প্রচার কাজে নারী :

❖ নারীদের মাঝে প্রথম বাণী প্রচারক ছিলেন মা মারীয়া। তিনি মুক্তি পরিকল্পনায় যিশুর সঙ্গে ছিলেন ও তাঁকে উৎসাহিত করেছেন। দ্বিতীয়ত পুনরুত্থানের পর যিশু মেরী ম্যাগডেলীনকে দেখা দিয়ে বলেছিলেন যাও, ভাইদেরকে গিয়ে বল ...। পোপ ৬ষ্ঠ পল বলেন, "যিশু যা বলেছেন তা আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। তাই নারীদের এই বাণী ঘোষণার কাজ আরও জোরদার করতে হবে এবং এ কাজে তাদের স্বীকৃতি দান করতে হবে।" *(খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তজনগণ, ১৯১)*।

❖ খ্রিস্টেতে পূর্ণ দীক্ষিত (বাপ্তিস্ম, খ্রিস্টপ্রসাদ ও হস্তার্পণ) হয়ে খ্রিস্টের সাক্ষাৎ ও সম্পর্কে জীবন যাপন করবো। এই লক্ষ্যে পরিবারে নিয়মিতভাবে প্রার্থনা ও পবিত্র বাইবেল পাঠ করে খ্রিস্টজ্ঞান লাভ করবো। খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করবো এবং খ্রিস্টযাগের প্রেরণ চেতনায় জীবন যাপন ও সাক্ষ্যদান করতে সচেষ্ট হবো। প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবারকে উপাসনালয় ও শিক্ষালয়রূপে গড়ে তুলবো।

❖ *মার্ক ১৬: ১৫ পদে* "তোমরা সমগ্র জগতে যাও এবং সকল সৃষ্টির কাছে প্রচার কর মঙ্গলসমাচার।" যিশুর এ বাণী আমাদের সকলেরই জন্যে। তাই আমরা অবশ্যই বাণী ঘোষণা করবো।

❖ আমরা নারী সন্ন্যাসব্রতীদের প্রেরণকাজের প্রশংসা করবো। কেননা মণ্ডলীতে সন্ন্যাসব্রতীগণ এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছেন। অনেক সময় পুরোহিতগণ যা করতে পারেন না তা সন্ন্যাসব্রতীগণ খুব সহজেই করতে সক্ষম হন। তারা পরিবারে গিয়ে মায়েদের সাথে অনেক বিষয়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে অনেক সমস্যা সমাধান করতে পারেন।

❖ ভক্তজনগণের ভূমিকা : আদি খ্রিস্টমন্ডলীর খ্রিস্টভক্তদের অনুকরণে নিয়মিত প্রার্থনা করা, বাণী প্রচারে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক ।

❖ ক্ষুদ্রপুষ্প সাধ্বী তেরেজার জীবন অনুকরণীয়। তিনি মনাস্টারী সিস্টার ছিলেন। কখনো কনভেন্ট থেকে বের হতেন না। কিন্তু তিনি সকল মিশনারীদের প্রতিপালিকা হয়ে উঠেছিলেন। আমরাও তা করতে পারি। প্রত্যক্ষভাবে না পারলেও পরোক্ষভাবে মণ্ডলীতে আর্থিক অনুদান দিয়ে বাণীপ্রচার কাজে সহায়তা করতে পারি।

সবশেষে আবারও বলি– আসুন আমরা প্রতিদিন মঙ্গল বাণী পাঠ ও ধ্যান করি এবং সে অনুসারে জীবন যাপন করে পুণরুত্থিত খ্রিস্টের সাক্ষী হয়ে উঠি। এভাবেই যে যার অবস্থানে থেকে মঙ্গলবাণী প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা রাখি। ভাই মানুষদেরকে যথার্থ ব্যক্তি মর্যাদা দানে, শান্তি রক্ষার জন্য, সামাজিক জীবনে মঙ্গলসমাচারের নীতিমালা প্রয়োগের জন্য এবং খ্রিস্টিয় দৃষ্টিভঙ্গিতে কলা ও বিজ্ঞানের প্রসার লাভের জন্য আমরা কাজ করে যাই। দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিরক্ষরতা, দরিদ্রতা, গৃহাভাব, অসম সম্পদ বন্টন প্রভৃতি দুর্দশা নিবারণের জন্যও আমরা ভক্তজনগণকে সহায়তা করি। অসহায় দরিদ্রের পক্ষ সমর্থন করি। এরূপ সহযোগিতার ফলে খ্রিস্ট-বিশ্বাসীগণ একে অপরকে আরো ভালভাবে বুঝতে ও মর্যাদা দিতে শিখবেন এবং ঐশবাণী প্রচারের কাজ তখন আরও দ্রুত এগিয়ে যাবে।

(**সহায়ক :** My study at Philippines, ICLA on "Master of Arts in Theology, Major in Missiology"). ❑

পুণ্য শুক্রবার (Good Friday) ও পুনরুত্থান রবিবার (Easter Sunday)
করোনাকালীন আত্ম-জিজ্ঞাসা ও কিছু ভাবনা

ডা: নেভেল ডি'রোজারিও

পুণ্য সপ্তাহ বা Holy Week সারা বিশ্বের খ্রিস্ট মণ্ডলীতে শুরু হয় Easter Sunday ও Good Friday'র আগের রবিবার থেকে, যা পালিত হয় তালপত্র রোববার বা Palm Sunday হিসেবে। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যে আসে Holy Thursday, Good Friday এবং সবশেষে Easter Sunday. পবিত্র সপ্তাহের প্রতিটি ঘটনার বিবরণে পবিত্র বাইবেলে অনেক কুশীলব খুঁজে পাই। গত বছর পূণ্য সপ্তাহের আগেই মরণঘাতি করোনা সংক্রামিত হয়েছিল প্রায় সারা বিশ্ব জুড়ে। বিজ্ঞানীদের কাছে অনেক কিছু না জানা এ ভাইরাসের মরণ ছোবল চিকিৎসা বিজ্ঞানকে কোন প্রকার সুযোগ না দিয়ে কেড়ে নেয় লক্ষ লক্ষ জীবন। বাংলাদেশেও অনেক নামী দামী মানুষও অসহায়ের মত আলিঙ্গণ করলো অপ্রত্যাশিত মৃত্যুকে। আমাদের সম্প্রদায়ের অনেকের সাথে আমরা হারিয়েছি চট্টগ্রামের আর্চবিশপ খ্রীষ্টান ছাত্রকল্যাণ সংঘের '৭৪ এর ক্রীড়া সম্পাদক মাননীয় আর্চবিশপ মজেস কস্তা সিএসসিকে, বন্ধুদ্বয় বিশিষ্ট নজরুল সংগীত শিল্পী যোশেফ কমল রড্রিক্স ও গায়ক-সংগীত পরিচালক নীপু গাঙ্গুলীকে। করোনার এ মৃত্যু উপত্যকায় দাড়িয়ে বিষাক্ত ছোবল থেকে বাঁচার আকুতিতে সবাই দ্বারস্থ হয়েছে পরমেশ্বর সর্বশক্তিমানের। খ্রিস্টের যাতনাভোগ ও মহোপবাসকালের শেষ সপ্তাহান্তে গোটা খ্রিস্টমণ্ডলী Corona তে গৃহবন্দী থাকাকালীন সময়ে কিছুটা মনের প্রশান্তির জন্য যিশুর যাতনাভোগ স্মরণ করেছে ও প্রার্থনা করেছে। আজ করোনা মোকাবিলার দ্বার প্রান্তে এসে আসুন না কল্পনায় আনি সে সব কুশীলবের অবস্থানে আমি থাকলে নিজে কোন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতাম তা নিয়ে কিছুটা ধ্যান করি।।

Palm Sunday বা তালপত্র রবিবারে যিশু খ্রিস্ট সেদিন গাধার পিঠে চড়ে পূণ্য নগরী জেরুজালেম প্রবেশ করেন। জেরুজালেমবাসী সেদিন খ্রিস্টকে তাদের রাজা হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল -- তাদের প্রথাগত পদ্ধতিতে, তালপাতা হাতে রাজকীয় মর্যাদায় হোসান্না হোসান্না রব তুলে -- তাঁর চলার পথে তালপাতা বিছিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছিল। সেই একই জনতা কুচক্রী সমাজপতি এবং উচ্চমার্গের ধর্মীয় নেতাদের (High Priests) প্ররোচনায় মাত্র ৫ দিনের মাথায় কোনো কিছু চিন্তা না করে হাত তুলাইন্যা জনতায় পরিণত হয়ে রোম সম্রাটের প্রতিনিধি পিলাতকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যিশুর ক্রুশে মৃত্যু-দন্ডাদেশ দিতে বাধ্য করেছিল। সে সময় জেরুজালেম প্রদেশটি ছিল রোম সাম্রাজ্যের দখলিকৃত ও অধীনস্ত। রোমক শাসকের জারিকৃত ফরমান অনুযায়ী অধিকৃত এলাকায় রোমের প্রতিনিধি ছাড়া আর কারো মৃত্যু দন্ডাদেশ দেবার ক্ষমতা ছিল না। তাই রাজা হেরোদ জনতার দাবীর প্রেক্ষিতে রোম সম্রাটের নিযুক্ত প্রতিনিধি, অধীনস্ত জেরুজালেম প্রদেশের তখনকার শাসক পিলাতের দরবারে যিশু খ্রিস্টের বিচারের জন্য পাঠান। যিশুর বিরূদ্ধে কোনো কারণ না পেয়ে পিলাত সে দেশের রীতি অনুযায়ী একজন নরহত্যাকারী, কারারুদ্ধ, তস্কর বার্নাবাস ও যিশু খ্রিস্টের মধ্যে একজনকে বেছে নেয়ার সুযোগ দিলেও সেই একই জনতা সমাজপতিদের ষড়যন্ত্র ও প্ররোচনায় এক বাক্যে হাত তুলে যিশু খ্রিস্টের পরিবর্তে বার্ণাবাসের মুক্তি দাবি করে বসে। সেদিনের সে হাত তুলাইন্যা জি-হুজুর মার্কা জনতার সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে, একমত না হলেও জনতাকে শান্ত করতে নির্দোষ যিশু খ্রিস্টকে সে দিন পিলাত ক্রুশকাষ্ঠে মৃত্যু দণ্ডাদেশ দিতে হয়েছিল। তাইতো আদেশ দেবার পরে হাত ধুয়ে পিলাত দরবারেই বলেছিলো এ পাপের জন্য আমি দায়ী নই বরং এ পাপ তোমাদের এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততির উপরেই বর্তাবে। কোনো এক ঐতিহাসিকের মতে একজন নিরপরাধ জেরুজালেমবাসীর অন্যায় বিচারের জন্য সম্রাট পিলাতকে জবাবদিহিতার জন্য রোমে তলব করেছিল। খ্রিস্ট মণ্ডলীর ইতিহাসবিদ Eusebius (Church History 2.7.1) এর চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভের তথ্য অনুযায়ী পিলাতের কাছে জবাবদিহিতার কোনো কিছু না থাকাতে পিলাত রোমে যাবার পথে আত্মহত্যা করেছিল। আবার অনেকের মতে রোম Emperor Caligura'র আদেশে পিলাত নিজে আত্মঘাতী হয়েছিল বা সম্রাটের আদেশে সেনারা পিলাতকে হত্যা করেছিল।

তালপত্র রবিবার আমাদেরকে উপলব্ধি করায় যে ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে, নিজের বিবেকের কাছে কোনো প্রশ্ন না করে, কোনো বাছ-বিচার না করে আমরা কি তথাকথিত নেতাদের মিথ্যা আশ্বাসে বা প্ররোচনায়, না বুঝে হাত তুলে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দিয়ে সমাজের শুভকে পদদলিত করে পরে শুধুই হায়-হুতাশ করবো? হাত তুলাইন্যা বা জি-হুজুর মার্কা জনতা সেকালেও ছিল একালেও কি আমরা এমনই হবো এবং পরে অনুশোচনায় আত্মহননের পথে যাব?

পুণ্য বৃহস্পতিবার যিশু খ্রিস্ট তাঁর শিষ্যদের নিয়ে শেষ ভোজনে বসেন। The Last Supper বা শেষ ভোজনের দিনে যিশু খ্রিস্ট তাঁর এক শিষ্য পিতরকে বলেছিলেন যে. পিতর ভোরে মোরগ ডাকার আগে যিশুকে ৩ বার অস্বীকার করবে। পিতর কিছুতেই তা হবে না বলে প্রভু যিশুকে অনেক বড়াই করে জানালেও সামান্য দাসীর জিজ্ঞাসায় যিশুকে পিতর করেছিল অস্বীকার। প্রভু যিশু বলেছেন আমি সত্য, আমি সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে এসেছি। আজ Good Friday এবং Easter Sunday এর প্রাক্কালে এসে নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে হবে আমরা কি সত্যের পক্ষতে আছি বা থাকবো নাকি পিতরের মত দুর্বল চিত্ত হবো? যিশুর বারো শিষ্যের এক শিষ্য জুদাস মাত্র ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রার প্রলোভনে পড়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে যিশুকে তুলে দিয়েছিলো শাসকদের হাতে। কিন্তু সে জুডাসই যখন

দেখলো তার গুরুকে প্রাণ-দন্ডাদেশ দেয়া হয়েছে, তখন শাসকের দরবারে গিয়ে ত্রিশটি রৌপ্য মুদ্রা ছুঁড়ে ফেলে বলেছিলো ফিরিয়ে নাও তোমার ত্রিশটি মুদ্রা আমার প্রভুকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলোনা। আত্ম-শোচনায় দগ্ধ হয়ে জুদাস আত্মহত্যা করলো। আমরাও তো সামান্য প্রলোভনে পড়ে অশুভ কাজে লিপ্ত হই প্রায়ই। অনুশোচনা করলেও অনেক সময় আমরা তা শোধরাতে পারিনা। তবে কি আমরাও শেষে জুদাসের মত আত্মহননের পথ বেছে নেবো?

Good Friday তে মুক্তিদাতা যিশু আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়েছেন। ক্রুশের উপরে দুহাত বাড়ায়ে যিশু ডাকেন, ফিরে আয় ফিরে আয়... যিশু ডাকেন স্নেহের দুটি হাত বাড়ায়ে বারে বারে। ... আমরা কি ক্রুশবিদ্ধ যিশুর সে ডাকে সাড়া দিতে পেরেছি?

পুণ্য শনিবার বাংলাদেশসহ সারা দুনিয়ায় হয় নিশি জাগরণ। Easter Sunday তে বাংলাদেশে সূর্যোদয়ের প্রথম প্রহরে অনেক বছর ধরে জাতীয় সংসদের উন্মুক্ত প্রান্তরে হয় পুনরুত্থানের স্মরনোৎসব, Sunday Mass. বাংলাদেশে ৮৫% মুসলিম হলেও গত কয়েক দশক ধরে একাধিক TV Channel এ অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করে আসছে। আগে এ অনুষ্ঠান আয়োজিত হতো রমনা পার্কের উন্মুক্ত উদ্যানে। অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি ও ধর্মীয় সহনশীলতার এ এক বিরল উদাহরণ।

মানবের পরিত্রানের জন্য ও আমাদের পাপের মুক্তির জন্যে ঈশ্বরের ইচ্ছায় যিশু Good Friday তে ক্রুশ কাষ্ঠে আত্ম-বলিদান করেছিলেন। Good Friday আমাদেরকে আত্ম-উপলব্দি, আত্ম-শুদ্ধি, আত্ম-জিজ্ঞাসা, আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম-ত্যাগের শিক্ষা দেয়। আসুন আত্ম-শুদ্ধির আজকের এ দিনগুলোতে আমরা সবাই আমাদের তরে ক্রুশে যিশুর আত্ম-বলিদান ধ্যান করি এবং তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে নিজেদেরকে পাপ এবং অশুভ কাজ থেকে বিরত রেখে সত্য ও ন্যায়ের পক্ষের সৈনিক হতে পারি।

ত্রাণকর্তা যিশুকে শুধুমাত্র গীর্জার বেদীতে পাওয়া যায় না। সৃষ্টিকর্তাকে অনেকে সব সময় খুঁজে পায় না আরতির থালায় বা তসবী বা জপমালায়। পরম করুণাময়কে দেখা যায় কারো কারো তৃতীয় নয়নে। পবিত্র বাইবেলে মঙ্গলসমাচারে যিশু বলছেন, "আমি ক্ষুধিত ছিলাম, তোমরা আমায় খেতে দিয়েছিলে। আমি পিপাসিত ছিলাম আর তোমরা আমাকে পান করবার জল দিয়েছিলে। আমি অচেনা আগন্তুক রূপে এসেছিলাম আর তোমরা আমায় আশ্রয় দিয়েছিলে। যখন আমার পরনে কোন কাপড় ছিল না, তখন তোমরা আমায় পোশাক পড়িয়েছিলে। আমি অসুস্থ ছিলাম, তোমরা আমার সেবা করেছিলে। আমি কারাগারে ছিলাম, তোমরা আমায় দেখতে এসেছিলে। তোমাদের সত্যিই বলছি, এই তুচ্ছতম মানুষগুলোর একজনের জন্যেও তোমরা যা কিছুই করেছ, তা আমার জন্যই করেছ। আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, এই তুচ্ছতম একজনের জন্যেও তোমরা যা কিছুই করোনি, তা আমার জন্যই করোনি"। *(মথি ২৫: ৩১-৪৬ পদ)*।

আর্তমানবতার সেবার মূর্ত প্রতীক শান্তিতে নোবেল জয়ী সাধ্বী মাদার তেরেজা 'দরিদ্রদের থেকে দরিদ্রতম' এবং হতদরিদ্রদের জীবন যাপনের যন্ত্রণার মাঝে তিনি তাঁর তৃতীয় নয়নে খুঁজে পেয়েছিলেন যন্ত্রণাক্লিষ্ট ত্রাণকর্তা যিশু-খ্রিস্টকে। সাধ্বী মাদার তেরেজা বিশ্বাস করতেন, সবচেয়ে ঘৃণ্য, দুর্গন্ধযুক্ত ও জঘণ্য কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত রোগীদের যখন তিনি সেবা করেন তখন নি:সন্দেহে যন্ত্রণাক্লিষ্ট যিশুখ্রিস্টেরই সেবা-শুশ্রুষা করেন। মাদার তেরেজার নিকট যিশু একজন ক্ষুধিত, যাঁকে খাওয়াতে হবে। যিশু একজন তৃষিত, যাঁর তৃষ্ণা মেটাতে হবে। যিশু তার কাছে উলঙ্গ, তাঁকে পোষাকে আচ্ছাদিত করতে হবে। একজন গৃহহীন, যাঁকে আশ্রয় দিতে হবে। যিশু একজন অসুস্থ, যাঁকে নিরাময় করে তুলতে হবে। যিশু একাকী, তাঁকে সঙ্গ দিতে হবে-- ভালবাসতে হবে। তিনি একজন কুষ্ঠরোগী, তাঁর ক্ষত ধুয়ে দিতে হবে। যিশু একজন ভিক্ষুক, তাঁকে হাসি মুখে সাহায্য করতে হবে। যিশু অর্থব, তাঁকে নিরাপত্তা দিতে হবে। যিশু ছোট্ট একজন শিশু, তাঁকে কোলে তুলে নিতে হবে--আলিঙ্গণ করতে হবে। যিশু একজন অন্ধ, তাঁকে পথ দেখাতে হবে। যিশু একজন খঞ্জ, তাঁকে সহযাত্রী হতে হবে-- তাঁকে সাহায্য করতে হবে। যিশু একজন কারাবন্দী, তাঁকে দেখতে যেতে হবে। যিশু বৃদ্ধ, তাই তাঁকে সেবা দিতে হবে।

এ করোনাকালে যিশু একজন করোনা রোগী, তাঁকে চিকিৎসা ও সেবা দিতে হবে। করোনা ভাইরাসের ভয়াল থাবায় আক্রান্ত, ক্ষতবিক্ষত, বিপন্ন, অসহায় মানবতাকে স্বস্তির পরশ বিলানোর এবং সহযোগিতার জন্যে খুলে যাক আমাদের তৃতীয় নয়ন। সিডনী প্রবাসী জনমার্টিনের কবিতা ও গানের কথায় তেমনটাই উঠে এসেছে।

"আমি নেই মন্দিরে, মসজিদে-
আমি নেই গির্জায়
আমাকে খোঁজ কোথায়
আমাকে দেখ কোথায়?
যদি পারো দিও তোমার হাত
ফেলে দেয়া ওই শিশুর বুকে,
তোমার মন কেঁদে উঠুক
পড়ে থাকা ওই মানুষের দুঃখে।
আমাকে খুঁজো না
এখানে ওখানে
আমি আছি,
তোমার তৃতীয় নয়নে"।

নিজেদেরকে শুধুমাত্র উপাসনালয় সমূহে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদেরকে খুঁজে বেড়াতে হবে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তাকে এসব যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের মাঝে। সজাগ থাকতে ও লক্ষ্য রাখতে হবে যে, Covid-19 সংক্রমণের রক্ষা কবচ Social distancing যেন কোনক্রমেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়ে সামাজিক বৈষম্যের কারণ হয়ে না দাঁড়ায়। আমরা যেন যার যার সাধ্য অনুযায়ী করোনাতে ক্ষতিগ্রস্ত হতদরিদ্র, নিম্ন-মধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, উচ্চ-মধ্যবিত্তদের সেবায় এগিয়ে আসতে পারি।

মুক্তিদাতা যিশু সমস্ত মানবের পরিত্রাণের জন্যে ও আমাদের পাপের মুক্তির জন্যে ক্রুশ-কাষ্ঠে আত্ম-বলিদান করেছিলেন। তাঁর সে ক্রুশীয় লাল টকটকে রক্ত আমাদের শরীর ও মনে প্রবাহিত হয়ে আমাদেরকে শিখিয়েছে পাপ-পুণ্যের ব্যবধান প্রণিধানে। সাধু পলের মতে আমরা যতবার পাপ করি ততবার প্রভু যিশুকে ক্রুশবিদ্ধ করি। তাই Good Friday প্রতি বছর বারে বারে ফিরে আসে আমাদের পাপ-পুণ্যের যাপিত জীবনে আত্ম-উপলব্ধি, আত্ম-বিশ্লেষণ এবং আত্ম-ত্যাগের নিমিত্তে। আত্ম-শুদ্ধির আজকের এ দিনে আসুন আমরা সবাই পুণ্য কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করি এবং পাপ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখি ও পারিপার্শ্বিক প্রচলিত অন্যায়-অবিচার প্রতিহত করে --- পুণ্য কাজে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে মানুষে মানুষে বৈষম্য দূর করি। গুড ফ্রাইডেতে নিজের আত্ম-উপলব্ধি শেষে একাশিতে 'বাণীদীপ্তি'র রের্কডকৃত পিটার সরকারের গাওয়া ও তাঁরই কথা ও সুরারোপিত গানের কলি থেকে প্রশ্ন রেখে যেতে চাই 'আমরা কি প্রভুর ডাকে যথার্থই সাড়া দিতে পেরেছি আমাদের অভিবাসন জীবনে'?

"যদি এ পথ ধরে যিশু আসে কখনও যদি আমার নাম ধরে প্রভু ডাকে কখনও

তবে কি বলতে পারবো -- প্রভু এসেছি"?

মানবের মুক্তিদাতা যিশুখ্রিস্ট মৃত্যুকে জয় করে তৃতীয় দিন Easter Sunday তে পুনরুত্থান করেছিলেন। পুনরুত্থিত খ্রিস্টের উদ্ভাসিত আলোকচ্ছটায় আলোকিত হোক আগামী একটি বছরে -- আমার, আপনার ও আমাদের সবার মন ও জীবন।

আসুন সব কিছু পেছনে ফেলে যিশুর পুনরুত্থানের মহিমার জন্যে নিজেদেরকে আরো দৃঢ় চেতনায় বলীয়ান করি॥ ❑

যে গান এলো প্রাণে যিশুর পুনরুত্থানে

ড. বার্থলমিয় প্রত্যুষ সাহা

প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের মহোৎসব প্রতি বছরেই আসে নতুন কিছু ভাব চেতনা নিয়ে। গোটা পুণ্যসপ্তাহই তো আমাদের প্রস্তুত করায় এই মহা পর্বটি উপযুক্তভাবে উদ্‌যাপন করতে। তাইতো পুণ্য বৃহস্পতিবারে আমরা স্মরণ করি প্রভু যিশুর "শেষ ভোজ" অনুষ্ঠানটি। কত গুরুত্বপূর্ণ তাঁর দেওয়া সে দিনের আদর্শ, তাঁর বাণী, ভক্তদের প্রতি তাঁর নতুন আজ্ঞা।

পুণ্য সপ্তাহে এর পর আসে পুণ্য শুক্রবার, যে দিনটি উপবাস আর প্রার্থনা ধ্যানের মধ্যদিয়ে আমরা স্মরণ করি যিশুর নিদারুন কষ্ট ভোগ আর ক্রুশে তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুর দুঃখময় মুহূর্তগুলো। তাঁর ওই কষ্ট আর যাতনাভোগের সাথে স্মরণ করি আমাদের জীবনের যত দুর্বলতা, সীমাবদ্ধতা, যত অন্যায় অবিচার, জীবনকে খর্ব করার, অপমানিত করার যত প্রচেষ্টা মানুষকে শোষণ আর বিদ্ধস্ত করার যত জটিল পন্থা।

কিন্তু পুণ্য শনিবার রাতের (Easter vigil) উপাসনায় আমরা নতুন চেতনায় জেগে উঠি মৃত্যুঞ্জয়ী যিশুর উজ্জ্বল আলোর রশ্মিতে! আমাদের মন প্রাণ ভরে ওঠে নতুন জীবনের প্রত্যাশায়। কারন মৃত্যুবরণ করে প্রভু যিশু মৃত্যু নাশ করেছেন, মৃত্যুকে জয় করে তিনি আমাদের দিয়েছেন নবজীবন, খুলে দিয়েছেন অমরত্বের দ্বার।

পুনরুত্থান উপলক্ষে আমার প্রাণে কিছু গান আসে সেই কলেজ জীবনেই। তখন আমি ঢাকার নটরডাম কলেজে স্নাতক শ্রেণীতে পড়ি (১৯৬৬-১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে)। সে সময়ে আমার সৌভাগ্য হয় চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশে দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভায় প্রস্তাবিত উপাসনা নবায়নের (Liturgical Renewal) যে বিপুল পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছিল তার সাথে কিছুটা জড়িত থাকার। এ ব্যাপারে যিনি চট্টগ্রাম বিশপস হাউস থেকে আমাকে নতুন গান লিখতে অনুপ্রেরণা দিতেন, তিনি ফাদার গিমোন্ড সি এস সি (Fr. Guimmond CSC)। তখন ওই আন্দোলনে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে যিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি শ্রদ্ধেয়া মিস রীতা বুসে, যিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে ভারতের এলাহাবাদ (প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি) থেকে 'সঙ্গীত প্রভাকর' (বি মিউস) ডিগ্রি লাভ করে সাগরদি বরিশালে অবস্থিত "Oriental Institute" এর তত্ত্বাবধানে Academy of Oriental Music" নামে শাস্ত্রীয় বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষার কোর্স চালু করেন। সকলের কাছে তিনি রীতা-দি নামেই সুপরিচিত ছিলেন। সে সময়ে গ্রীষ্মের ছুটিতে আয়োজিত এক সঙ্গীত কোর্সে আমিও অংশ নেওয়ার সুযোগ পাই। ওই "Oriental Institute" থেকে তখন উপাসনার নতুন নতুন গান স্বরলিপি সহ ছাপা হতো এবং দেশের সব ধর্মপ্রদেশে (Diocese) পাঠানো হতো গির্জায় গাওয়ার উদ্দেশ্যে।

এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে নতুন গান লেখার সাথে সাথে নটরডাম কলেজ থেকে আমি তা উপাসনা কমিশনের অনুমোদনের জন্য পাঠাতাম ফাদার গিমোন্ডের কাছে আর স্বরলিপিসহ গানটি পাঠাতাম রীতাদির কাছে তার মতামত ও মূল্যায়নের জন্য। চট্টগ্রাম ডায়োসিসে সে সময়ে রীতাদির সাথে বরিশাল থেকে উপাসনা নবায়নের এই আন্দোলনে আরো যিনি নতুন নতুন ধর্মীয় গানে অপূর্ব সুর দিয়েছেন, তিনি শ্রদ্ধেয় সুশীল কুমার বাড়ৈ আমার প্রথম সঙ্গীত শিক্ষক পরে সুযোগ পাই চট্টগামের শ্রদ্ধেয় প্রিয়দা রঞ্জন সেনগুপ্ত ও ঢাকার শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ পিসি গমেজের কাছেও কিছু রাগ-সঙ্গীত শেখার। এঁদের সকলের প্রতি আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।

কলেজ জীবন সমাপ্তিতে, পুনরুত্থান উপলক্ষে আমার আরো কিছু গান আসে। এই সমস্ত গানে প্রভু যিশুর পুনরুত্থানের অর্থ, আনন্দ, চেতনা কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে? পুনরুত্থানের নিগূরতা (Profundity) রহস্যময়তা (Mystery) এবং আধ্যাত্মিকতা (Spirituality) খুঁজতে গিয়ে কোন কোন বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে? কোন পরিস্থিতি বা প্রেক্ষিতেই বা এইসব গান এলো? এমনি কিছু ভাবনা চিন্তা নিয়েই এই লেখার প্রচেষ্টা।

১। আলোর দিন শুরু এ রাতে

প্রভু যিশু খ্রিস্টের পুনরুত্থান উৎসবটি প্রতি বছরেই আমার শুরু হয় পুণ্যশনিবার রাতের উপাসনা অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে। এই রাতটি অনান্য রাতের মত নয়। শান্ত, স্নিগ্ধ এই বিশেষ রাতটি শুরু থেকেই অন্তরে সৃষ্টি করে এক অবনর্ণনীয় প্রার্থনা-ধ্যানের পরিবেশ। অনুষ্ঠানের শুরুতে গির্জাঘরটি থাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন। খ্রিস্টভক্তগণ গির্জার বাইরে একএিত হয় পুরোহিত দ্বারা আগুন আশীর্বাদের অপেক্ষায়। আগুন আশীর্বাদের পর 'পুনরুত্থান প্রদীপ' (বড় এক মোমবাতি) আশীর্বাদ করা হয়। এই পুনরুত্থান প্রদীপ মৃত্যুঞ্জয়ী খ্রিস্টেরই প্রতীক। আশীর্বাদিত আগুন থেকে পুরোহিত পুনরুত্থান প্রদীপটি প্রজ্জলন করেন এবং ধীরে শোভা যাত্রা করে গির্জা ঘরে প্রবেশ করেন। শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারীগণও প্রদীপহাতে গির্জাঘরে প্রবেশ করেন। শোভাযাত্রার সময় পুরোহিত তিনবার একটু থেমে, পুনরুত্থান প্রদীপটি একটু উপরে তুলে ধরে গেয়ে ওঠেন "এই দেখ খ্রিস্টের জ্যোতি" আর তখন উপস্থিত সকলে উচ্চ কণ্ঠে সাড়া দেন "হে প্রভু তোমার মহিমা হোক, অথবা "যুগ যুগ ধরে হে পুণ্যজ্যোতি, জয় হোক, জয় হোক তোমার।"

এই অপরিসীম পুণ্যময় রজনীর আশা ও বিস্ময় ভরা মুহূর্ত গুলোর ছন্দ-শ্রুতি থেকেই মনে করি এলো "আলোর দিন শুরু এ রাতে" গানটির কথা আর সুর। আমাদের সম্মুখে খ্রিস্টের জ্যোতি! সেই আলোর জয়গানে আমরা কৃতজ্ঞ চিত্তে প্রতিজ্ঞা করি তমসা ছেড়ে আলোর পথেই আজীবন চলতে। তাঁরই আলোয় নতুন জীবন পেয়ে আমরা শুরু করি নতুন দিন। তাইতো আমরা গেয়ে উঠি :

"আলোর দিন শুরু এ রাতে
তমসা ছাড়িয়া প্রদীপ জ্বালিয়া
তুলিয়া লও তোমার হতে।
শান্তির দিন শুরু এ রাতে
হিংসা ছাড়িয়া প্রদ্বীপ জ্বালিয়া তুলিয়া লও তোমার হাতে।
স্তবের দিন শুরু এ রাতে
ভক্তি আনিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া
তুলিয়া লও তোমার হাতে।
দিনের প্রথম দিন শুরু এ রাতে
প্রেম ঢালিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া
তুলিয়া লও তোমার হাতে।।"

(গীতাবলী, গীতাঙ্ক ১০০২)

মনে পড়ে, গানটি এসেছিল সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, পাথরঘাটা, চট্টগ্রামে আমাদের ঘরে বসে। গানটির কথা আর সুর একই সাথে আসে। ঘরে ছিল 'যতীন' এর তৈরি একটি হারমনিয়াম। সেই হারমনিয়ামের শ্রুতিমধুর, প্রাণ কেড়ে নেওয়া সুর এখনও যেন স্পষ্ট শুনতে পাই। আমি তখন চট্টগ্রাম ওয়াই এমসিএ তে সাধারন সম্পাদকের দায়িত্বে কাজ করি। এ সময়ে আমার সৌভাগ্য হয় চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রল গির্জায় গানের দলে প্রতি রবিবারের খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানে গান পরিচালনা করার। তখন শ্রদ্ধেয় বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি, চট্টগ্রাম ধর্মপ্রদেশের বিশপ। তিনি আমাকে উপাসনার গান রচনায় অনেক উৎসাহ দিতেন। এই গানটি আমরা প্রথম গাই চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল গির্জায় এক পুণ্যশনিবার রাতের খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানে।

২। জয়ধ্বনি হোক রে আজি জয়ধ্বনি হোক

পুণ্য শনিবার রাতের উপাসনায় ওই "Service of Light" বা "আলোক উৎসব" এর পরেই আসে 'পুনরুত্থান ঘোষণা' (Easter Proclamation)। মৃত্যুকে জয় করে মহান রাজা প্রভু যিশু খ্রিস্ট যে উঠেছেন সেই মহানন্দ ঘোষণা করা হয় একটি অপূর্ব প্রার্থনা-গান দিয়ে যাকে বলা হয় 'নিস্তার বন্দনা' Exultet। এই বন্দনায় সমগ্র সৃষ্টিকে আমন্ত্রণ করা হয় বলিষ্ঠ কণ্ঠে মুক্তির আনন্দকে ঘোষণা করতে। ভয়াবহ, গভীর অন্ধকার দূর হওয়াতে প্রাণে যে আনন্দ ধ্বনি বেজে ওঠে তা সুরে ও তালে বাদ্যযন্ত্রের মাধ্যমে ব্যক্ত করতে। মাতা মণ্ডলীকেও আহ্বান করা হয় মহানন্দে গৌরব কীর্তন করে যেতে কারণ খ্রিস্টপ্রভু আজ মৃত্যুকে জয় করেছেন, কবর থেকে উঠেছেন।

'জয়ধ্বনি হোক রে আজি' গানটি এই Exultet বা নিস্তার বন্দনারই অনুপ্রেরণায় রচিত। এই বন্দনায় আমরা গাই :

"জয়ধ্বনি হোকরে আজি জয়ধ্বনি হোক
মহান রাজার জয়োৎসবে জয়ধ্বনি হোক।
দূতবাহিনী মহোল্লাসে উল্লসিত হোক।
পৃথিবী আজ এই জ্যোতিতে জ্যোর্তিময় হোক।
অন্ধকার আজ ধরা হতে দূরীভূত হোক
পৃথিবী আজ প্রভুর আলোয় আলোকিত হোক।
মন্ডলী আজ এই গরবে গৌরবিত হোক
মন্দিরে আজ ভক্তগনের প্রতিধ্বনি হোক।।"

(গীতাবলী, গীতাঙ্ক ১০০৩)

এই গানটিও সত্তর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, পাথরঘাটা, চট্টগ্রামে আমাদের ঘরে বসে রচনা করেছিলাম। গানটি প্রথমেই যে সুরে ও তালে এসেছিল তা-ই রাখা হয়েছে। উপাসনার গান সহজ রাখার জন্যে সাধারণত তা আমার কাছে কাহারবা অথবা দাদ্‌রা তালেই আসে। কিন্তু এই গানটি আসে তেওড়া তালে, অর্থাৎ সাত মাত্রায়, যেমন ১-২-৩, ৪-৫, ৬-৭, তালে। গানটি বাঁধার পর দেখি ওই তালেই পুনরুত্থানের জয়ধ্বনি গাইতে প্রাণটি যেন আরো উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। তাইতো গানটি তেওড়া তালেই রাখা হল।

মনে পড়ে গানটি শেষ হতেই ঘরে বসে আমার ভাইবোনদের নিয়ে এটি কয়েকবার গাই। পরে গানটি আমাদের চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রল গির্জার গানের দলে তুলে নিয়ে তা পুণ্যশনিবার রাতের উপাসনায় গাই।

৩। কবর তোমাকে বেঁধে রাখতে পারেনি

প্রভুযিশুর পুনরুত্থানের বিষয়টি পবিত্র বাইবেলে সাধু মথি, মার্ক, লুক ও যোহন প্রত্যেকেই অতি নিখুঁতভাবে লিখে গেছেন। তাঁদের বৃত্তান্ত পড়লে যে কোন মানুষই হবে মুগ্ধ -অভিভূত। পুণ্য শুক্রবার প্রভু যিশুকে নির্মমভাবে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়। সেই ক্রুশেই নিদারুণ যন্ত্রণায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। সেদিনই তাঁকে ক্রুশ থেকে নামিয়ে কাছের এক সমাধি গুহায় সমাহিত করা হয়। সাধু মার্কের লেখা সুসমাচারে আমরা জানতে পারি যে রবিবার সকালে ম্যাগদালা মারিয়া, যাকোবের মা মারিয়া আর সালোমে যিশুর সামাধি গুহায় গিয়ে দেখেন সেই গুহাটি শূন্য! শূন্য সেই কবরে বসা সাদা কাপড় পড়া এক দূত তাদের বলেন: "তোমরা ভয় পেয়ো না । তোমরা তো নাজারেথের যিশুকেই খুঁজছো, যাঁকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কিন্তু পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি এখনে নেই। এই দেখ তাঁকে এখানেই রাখা হয়েছিল।..." *(মার্ক১৬ : ৬)*।

তেমনি সাধু মথি তাঁর বৃত্তান্তে লিখেছেন : "তিনি মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন! আর জেনে রাখো: তিনি তোমাদের আগেই গালেলিয়ায় যাচ্ছেন; তোমরা সেখানেই তাঁর দেখা পাবে" *(মথি ২৮ : ৭)*। সাধু লুকের সুসমাচারে এ সম্পর্কে আছে : যিনি জীবিতই আছেন তাঁকে তোমরা মৃতদের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন? তিনি এখানে নেই। তিনি তো পুনরুত্থিত হয়েছেন" *(লুক ২৪ : ৫)*।

সুসমাচারের এই সমস্ত পাঠ থেকেই মনে করি এসেছে "কবর তোমাকে বেঁধে রাখতে পারেনি" গানটির মূলভাব। রচনা কালে যে চিন্তাটি আমার সবচেয়ে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা হল যিশু মৃত্যুকে জয় করে এখন তিনি "জীবিতদের দেশে" (যেমনটি লেখা উপরোক্ত সাধু লুকের সুসমাচারে)। কবর তাঁকে ধরে রাখতে পারলনা, মৃত্যু তাঁকে ধ্বংস করতে পারল না। শুধু তা-ই নয়, এই মৃত্যুঞ্জয়ী যিশু আমাদের আগে আগেই যাচ্ছেন, পথ দেখাচ্ছেন, দিচ্ছেন নতুন জীবনের সন্ধান (যেমনটি আছে উপরোক্ত সাধু মথি লিখিত সুসমাচারে)।

এমনি ভাবনার মাঝে এই গানের প্রথম পংক্তিটি "কবর তোমাকে বেঁধে রাখতে পারেনি" কথাগুলো, আর তার সুর মনের মধ্যে যখন রূপ নিতে থাকল, তখন হারমনিয়ামে তার সুর তুলতেই গানের পরবর্তী সুরগুলো যেন নিজ থেকেই আসতে থাকলো। সে যে কেমন এক অনুভূতি তা বর্ণনা করা কঠিন। সুরই যেন হয়ে উঠলো গানের কথার দিশারী। আর কথাও সুরের রেশ শেষ হতে না হতেই একটি প্রার্থনার মত একের পর এক আসতে থাকল। মনে হচ্ছিল প্রভু যিশুর ওই শূন্য কবর যেন আমাদের বলছে যে এই দুঃখ-কষ্টে জর্জরিত, অন্যায়-অবিচারে ভরা নানান সীমাবদ্ধতায় জড়ানো জীবনে সত্যি আর এক জীবন আছে! পুনরুত্থিত যিশু "জীবিতের দেশে" থেকে আমাদের দিয়ে যাচ্ছেন নতুন প্রাণ, দেখাচ্ছেন নতুন জীবনের সন্ধান। সে নতুন জীবন গড়ার দায়িত্ব আমাদেরই। তাইতো নতুন হৃদয় গড়ার আবেদন আর তাঁর কাছে আকুল প্রার্থনা তিনি যেন আমাদের পুণ্য করেন যেন তাঁর ওই জীবনে আমরাও জীবন রাখতে পারি। গানটির কথা এরূপ :

"কবর তোমাকে বেঁধে রাখতে পারেনি
মৃত্যু তোমাকে ধ্বংস করতে পারেনি।
ওহে খ্রিস্ট প্রভু, জীবন দিয়ে
গেয়ে গেলে তুমি নব জীবনের গান
দিলে আমাদের নব জীবনের সন্ধান
তোমার ওই শূন্য কবর প্রতিদিন বলে দেয়
জীবনে আর এক জীবন আছে
সে তো শুধু ওই জ্বালাময় মৃত্যু নয়।
তোমার এই জাগরণী উৎসবে
আমাদের তুমি পুণ্য করো প্রভু
তোমার জীবনে জীবন রাখতে
হৃদয় গড়ো প্রভু।।"

(গীতাবলী, ১০২৫)

যতদূর মনে পড়ে গানটি ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের রচনা। রচনার পরেই আমি এই গানটি চট্টগ্রামের 'টেইজে' প্রার্থনা দলের এক প্রার্থনা সভায় গাই। পরে গানটি চট্টগ্রাম ক্যাথিড্রাল গির্জার গানের দলে উঠিয়ে তা সকলে মিলে গির্জায় গাই।

৪। উঠেছেন আজি প্রভু যিশু কবর ছেড়ে

প্রভু যিশুর পুনরুত্থানে আমরা যে মুক্তি লাভ করেছি সেই আনন্দ পৃথিবীর সবার কাছে ব্যক্ত করতে প্রাণ আকুল। এ দিক থেকে দেখলে, বলা যায় "উঠেছেন আজি প্রভু যিশু কবর ছেড়ে" গানটি মুক্তির আনন্দের গান। তাইতো এই গানের দ্বিতীয় পঙ্গতি "মুক্ত করেছেন আজি সকল মানবেরে" তিনবার, তিন রকম সুরের তানে ঘোষণা করার চেষ্টা।

খ্রিস্টের পুনরুত্থানে 'মুক্ত' এই নতুন জীবনে আমরা আরো পেয়েছি নতুন আলো। সেই আলোয় স্নাত হয়ে খ্রিস্টে পেয়েছি নতুন সাজ; পেয়োছি নতুন পথের ইশারা। সে জন্যেই তাঁর দেওয়া নতুন আদেশের ভিত্তিতে আমাদের নিতে হবে মন পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত আর নতুন সমাজ গঠনের, অর্থাৎ একটি ন্যায্য সমাজ গড়ার প্রয়োজনীয় কর্মসূচি। তাইতো আমরা গাই : "উঠেছেন আজি প্রভু কবর ছেড়ে
মুক্ত করেছেন আজি সকল মানবেরে। (৩)
পেয়েছি মোরা নতুন পৃথিবী, নতুন জীবন আজ
পেয়েছি মোরা নতুন আলো, নতুন মোদের সাজ
পেয়েছি মোরা নতুন ইশারা, নতুন মোদের কাজ।
হিংসা-দ্বেষ, শোধ-প্রতিশোধ সকল আজি ভুলো
প্রাণে যত আজো মলিন আছে সকল আজি তোলো।।"

(গীতাবলী, ১০০৫)

এই গানটি আমার কলেজ জীবনে রচিত। রচনার পরেই গানটি স্বরলিপি সহ প্রথম প্রকাশিত হয় Oriental Institute সাগরদি, বরিশাল থেকে এবং তারাই গানটি দেশের সব ডায়ওসিসে বিতরণ করেন। ফলে গানটি

তখন থেকেই পুনরুত্থান উৎসবে বিভিন্ন গির্জায় গাওয়া হয়।

৫। সবুজ ধানের শীষের মত প্রাণ যে এলো

প্রভু যিশুর পুনরুত্থনে আমরা শুধু মুক্তিই পাইনি, আরো পেয়েছি নতুন প্রাণ। এই নতুন প্রাণের বিষয় নিয়েই "সবুজ ধানের শীষের মত" গানটি। এই গানের পেছনে রয়েছে আমার অনেক পছন্দের একটি ইংরেজী ধর্মীয় গান (Hymn) । সেই গানটি হল: জে.এম.সি ক্রাম (J.M.C Crum, 1872-1958) রচিত "Love is Come Again"

২০১৩ খ্রিস্টাব্দে আমার সৌভাগ্য হয় ভ্যাঙ্কুভার, কানাডায়, পুণ্য শনিবার রাতের খ্রিস্টযাগ অনুষ্ঠানে গানের দলে এই গানটি গাওয়ার। গানটি যে কত পুরানো তা গানের রচিয়তার জন্ম ও মৃত্যুর বছরগুলো লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। তবু গানটি শোনা মাত্রই আমি এমন মুগ্ধ হই যে ওই গানের অনুপ্রেরণায় তখনই আমার মনে নতুন একটি বাংলা গান রূপ নিতে থাকে। অবশ্য বাংলার প্রেক্ষাপটে, বাংলার সুরে। ইংরেজী ভাষায় গানটির প্রথম কলি এ রকম :

Now the green blade riseth from the buried grain

Wheat that in dark earth many days has lain;

Love lives again, that with the dead has been;

Love is come again, like wheat that springeth green."

(From Catholic Book of Worship 2, Pew Edition

Canadian Conference of Catholic Bishops and

Gordon V, Thomson Ltd, Ottawa, 1980, p.502).

আমার মনে হয় রচিয়তা Crum যে ভাবটি তাঁর ইংরেজী গানে এতো সুন্দরভাবে যিশুর মৃত্যু আর পুনরুত্থানকে প্রকাশ করতে পেরেছেন তা হচ্ছে সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন মাটির নীচে ঢেকে থাকা গমের দানা রূপকটি দিয়ে। অন্ধকারে মাটির নীচে ঢেকে থাকা বীজ থেকে যেমন উঠে এলো একটি প্রানবন্ত সবুজ শিষ, তেমনি প্রাণবন্ত প্রেমময় যিশু কবর থেকে উঠে এলেন আর মানুষকে দিলেন নতুন প্রাণ। বাংলার প্রেক্ষাপটে স্বাভাবিক ভাবেই 'গমের দানা পরিবর্তে আমার মনে এলো 'সবুজ ধানের শিষের' রূপকটি। এভাবেই এলো "সবুজ ধানের শিষের মত" গানটি:

"সবুজ ধানের শীষের মত
প্রাণ যে এলো ফিরে আবার
যে বীজ ছিল মাটির নীচে
অঙ্কুরে তা রূপের বাহার।
তেমনি যিশু এলেন দেখ
মুক্ত করে কবর দুয়ার
মৃত্যুকে জয় করে তিনি
মুক্তিদাতা হলেন সবার।
পুনরুত্থিত প্রভু আসেন
প্রতিদিন মোদের প্রাণে
ক্লান্ত মৃত হৃদয় তিনি
নতুন করেন প্রেম দনে।।"

স্বরলিপি সহ এই গানটি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে "সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পুনরুত্থান সংখ্যায় প্রকাশিত হয় (সংখ্যা ১৩, ১২-১৮ এপ্রিল ২০২০, পৃ: ২৮)।

৬। অমরত্বের প্রবেশদ্বার করেছেন উন্মুক্ত

"পরমেশ্বরের মৃত্যুঞ্জয় অদ্বিতীয় পুত্র
অমত্বের প্রবেশদ্বার করেছেন উন্মুক্ত।"

এমনি দু'টি পংক্তি দিয়ে শুরু হয় আর একটি পুনরুত্থানের গান যা এসেছিল "উঠেছেন আজি প্রভু যিশু" গানের সাথে সাথেই, সেই কলেজ জীবনে।

পরমেশ্বর মানুষকে এতো ভালোবেসেছেন যে তিনি শুধু তাকে মুক্তিই দিলেন না, শুধু নতুন প্রাণেই তাকে আশীর্বাদিত করলেন না, প্রভু যিশুর পুনরুত্থানে তিনি মানুষকে আরো খুলে দিলেন "অমরত্বের প্রবেশদ্বার!"

শাশ্বত জীবনের কথা প্রভু যিশু অনেকবারইতো তাঁর উপদেশে বলেছেন। যেমন যোহন লিখিত সুসমাচারে আছে : "পরমেশ্বর জগৎকে এতই ভালোবেসেছেন যে, তাঁর একমাএ পুএকে তিনি দান করে দিয়েছেন যাতে, যে কেউ তাকে বিশ্বস করে, তার যেন বিনাশ না হয়, বরং সে যেন লাভ করে শাশ্বত জীবন"। *(যোহন ৩:১৬)*

আবার লেখা আছে "হ্যাঁ, আমার পিতার ইচ্ছা হল এই যে, তাঁর পুত্রের দিকে যে কেউ তাকায় ও তার প্রতি বিশ্বাসী হয়ে ওঠে, সে যেন শাশ্বত জীবন পায়। আমি তো নিজেই শেষ দিনে তাকে পুনরুত্থিত করব।" *(যোহন ৬:৪০)*।

সাধু যোহনের প্রথম পত্রেও আমরা পাই : "আর আমাদের কাছে স্বয়ং যিশুর প্রতিশ্রুতিইতো এই : আমরা পাব শাশ্বত জীবন" *(১ যোহন ২:২৫)*।

শাশ্বত জীবনের এই আশ্বাসে আমরা পাই জীবনের সমস্যাবলী মোকাবেলা করার অঢেল শক্তি। নতুন প্রত্যাশায় আমাদের জীবন ভরে ওঠে। আমাদের প্রাণে আসে এক অজানা প্রশান্তি।

মনে পড়ে, হারমনিয়ামে সুর তুলতে তুলতে গানটির প্রথম কলি যখন রূপ নেয় তখন তুমুল এক আনন্দে মনটা ভরে ওঠে। "অমরত্বের প্রবেশদ্বার করেছেন উন্মুক্ত"... এই কথা গুলো শেষ হতে না হতেই সুরে যে "উন্মুক্ত" করার ভাবটি এসেছিল আর তার পর সকল "সুপ্ত প্রাণীকে" জাগিয়ে তোলার যে অদম্য স্পৃহা মনে জাগছিল, তা-ই যেন বারবার আলোকে শুধু গানের স্থায়ীটাকেই ধরে রেখেছিল। শুধু ওইটকুেই বার বার গাইছিলাম। পরে আরো দু'টো ভাব এসে যায় "এই শুভদিন" আর "করুণার বৃষ্টি"... অবিরাম শান্তি ঝরার অনুভূতি। সম্পূর্ণ গানটি তখন এরূপ দাঁড়ায় :

"পরমেশ্বেরের মৃত্যুঞ্জয় অদ্বিতীয় পুত্র
অমরত্বের প্রবেশদ্বার করেছেন উন্মুক্ত
এসো সবে উল্লাসে ভরি ধরনী
জাগিয়ে তুলি সুপ্ত প্রাণী।
এ শুভদিন তিনিই করেছেন সৃষ্টি
তিনিই করেছেন সৃষ্টি।
এই শুভ লগ্নে তিনিই করুনার বৃষ্টি
তিনিই করুনার বৃষ্টি।।"
(গীতাবলী, ১০০১)

এই গানটিও রচনার পরেই স্বরলিপিসহ প্রথম প্রকাশিত হয় "Oriental Institute" সাগরদি, বরিশাল থেকে এবং "উঠেছেন আজি প্রভু যিশু কবর ছেড়ে" গানটির মত, সেই ষাট দশকের মাঝামাঝি সময় থেকেই, দেশের বিভিন্ন ডায়ওসিসের গির্জায় গানটি গাওয়া হয়। ভাবতে অবাক লাগে গান দু'টোর রচনাকাল পঞ্চাশ বছরেরও বেশি হয়ে গেল। এখনও মনে হয় গান দু'টো যেন মাত্র সেদিন প্রাণে এসেছিল।

এখানে উদ্ধৃত পুনরুত্থানের গান যেমন 'আলোর দিন শুরু এ রাতে', 'জয়ধ্বনি হোকরে আজি', 'কবর তোমাকে বেঁধে রাখতে পারেনি' 'উঠেছেন আজি প্রভু যিশু', এবং'পরমেশ্বরের মৃত্যুঞ্জয় অদ্বিতীয় পুত্র' সবই স্বরলিপি সহ ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে, চট্টগ্রাম থেকে "তোমাকেই ডাকি" গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

উপসংহারে বলতে চাই, সব মানুষইতো খোঁজে একটি সুন্দর পৃথিবী আর একটি আনন্দময়, পূর্ণ জীবন। কিন্তু চলার পথে মানুষ অনুভব করে জীবনের নানান সমস্যা আর জটিলতা বিশেষ করে এখন, এই করোনাভাইরাসের কারণে মানুষ যে কত দুর্বল আর অসহায় হয়ে পড়েছে। প্রত্যেকের জীবনে এসেছে কত রকমের কঠিন সমস্যা, অনিশ্চয়তা, ভয়-ভীতি, হতাশা আর নিরাশা। এই মহামারী আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল আমরা একে অন্যের প্রতি কতই না দায়িত্ব প্রদত্ত। মহামারী ভীষণ আকারে দেখিয়েদিল যে একটি ন্যায্য সমাজের লক্ষ্যে সমাজ পরিবর্তনের কত যে প্রয়োজন!

তাইতো প্রার্থনা করি এই পুনরুত্থান উৎসবে আমরা সকলে যেন নতুন প্রাণ পেয়ে, নতুন হৃদয় গড়ি। সকলের জীবনে আসুক পুনরুত্থানের নবজীবন॥ ❑

একটি শূন্যতা এনে দিল অজস্র পূর্ণতা

ফাদার লেনার্ড আন্তনী রোজারিও

শূন্যতায় পূর্ণতা - শূন্যতাই পূর্ণতার অন্য নাম। কবর শূন্য হয়েছে বলেই মানুষ পরিপূর্ণ মুক্তি লাভ করেছে বা মানুষের জীবনে পূর্ণতা এসেছে। খ্রিস্ট বিনম্র হয়েছেন বলেই তিনি গৌরবান্বিত হয়েছেন। তীরকে যেমন সামনের দিকে ছুটে যেতে শেষ প্রান্ত সীমা পর্যন্ত পেছনে টেনে নিতে হয়, তেমনি আমাদেরও বিজয়ী হতে বিজিত হতে হয়, নম্র হতে হয়। শূন্যতায় পরিপূর্ণ ঈশ্বর উপলব্ধি। পূর্ণ হওয়ার আশায় শূন্য হতে হয়, ত্যাগী হয়ে সবকিছু ত্যাগ করতে হয়। পূর্ণ হওয়ার আশায় সর্বপ্রথম মাগদালার মারীয়া ও অন্য মারীয়া সমাধি গুহার মুখ থেকে সরানো পাথর, শূন্য কবর, ক্ষোম্য কাপড়ের ফালিগুলো, প্রিয় শিষ্য যোহনের অন্তরে জাগ্রত বিশ্বাস- সবাই সাক্ষ্য দিচ্ছে খ্রিস্ট পুনরুত্থান করেছেন। আর এর মধ্য দিয়ে আমাদের জীবনে পূর্ণতা এসেছে।

শূন্য: আদিতে কোন কিছু ছিল না; ছিলেন শুধু ঈশ্বর। "আদিতে যখন পরমেশ্বর আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকাজ শুরু করলেন, যখন পৃথিবী নিরাকার ও শূন্যময় ছিল" *(আদিপুস্তক ১:২)*। ঈশ্বর শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন সবকিছু। আপাতদৃষ্টিতে সবকিছু শূন্য থেকে সৃষ্ট বলে মনে হলেও বলা যেতে পারে যে সব কিছু মূলত ঈশ্বরে পূর্ণ ছিল। শূন্য শুধু একটি অঙ্ক নয় শূন্য একটি পূর্ণতা। গণনাশাস্ত্রে ১ থেকে ৯ পর্যন্ত ৯টি অঙ্ক রয়েছে যাদের মান নির্দিষ্ট; এর বাইরে শূন্য হল একটি অঙ্ক যার মান অসীম। নির্দিষ্ট অঙ্ককে শূন্য দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হবে অসীম আবার নির্দিষ্ট অঙ্ককে শূন্য দিয়ে গুণ করলে ফল হবে শূন্য প্রকারন্তরে অসীম। শূন্য মূলত একটি বৃত্তসম এবং বৃত্তের যেমন কোন শুরু বা শেষ নেই তেমনী শূন্যেরও শুরু বা শেষ নেই; এ যেন একভাবে ঈশ্বর ধারণাই প্রকাশ করে। শূন্যের ব্যাসের পরিধি হল ৩৬০ ডিগ্রি কোন বস্তু বা বিষয়ের ব্যাসের পরিধি কোনভাবেই এর বেশি হতে পারে না। শূন্য হল ভারতীয় আবিষ্কার। এ শূন্য দিয়ে ভারতীয় দর্শন ও আধ্যাত্মিকতা প্রকাশ পায়। শূন্যকে বলা হয় ভারতীয় দর্শনের কেন্দ্র। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতায় শূন্য হল একমাত্র সত্য এবং তা থেকেই উৎপত্তি ও বিনাশ। শূন্য কবর হল ঈশ্বরের মহিমায় পূর্ণ।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান: খ্রিস্টের পুনরুত্থান জগতের একটি একটি অনন্য ঘটনা। অনন্য এ জন্য যে এ যাবতকালে খ্রিস্ট ছাড়া আর কেউ-ই পুনরুত্থান করেনি। এ সত্য ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। খ্রিস্টের পুনরুত্থান একটি সত্য যা প্রোথিত হয়েছে বিশ্বাসীদের অন্তর গহীনে। আর এ বিশ্বাস আলো হয়ে জগতকে পথ দেখায়, লবণ হয়ে জীবনকে স্বাদযুক্ত করে, রক্ষা করে, জল হয়ে জীবন তৃষ্ণা মেটায়, খাদ্য হয়ে পরিতুষ্টি ও জীবন রক্ষা করে। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আদমের মৃত্যুকে চিরতরে ধ্বংস ক'রে, জগতের অন্ধকারকে জয় করেছে। সৃষ্টির শুরুতে জগত ছিল অন্ধকারময় ঈশ্বর আলো সৃষ্টি করে জগতকে আলোকিত করেছিলেন কিন্তু আদমের পাপে জগত আবারও অন্ধকারে ছেয়ে গিয়েছিল এ অন্ধকার ঠিক যেন কবরেরই অন্ধকার। তাই তো নতুন আদম খ্রিস্ট কবরের অন্ধকারকে নতুন প্রভাতের আলো দেখিয়েছেন। কবর মুখে রাখা জগদ্দল পাথররূপ মৃত্যুকে চিরতরে নাশ করে চির মুক্তির আলোতে জগৎ ও জীবনকে উদ্ভাসিত করেছেন। "আমিই জগতে আলো" *(যোহন ৮:১২)*। যিশুই হলেন সেই শাশ্বত পথিক যিনি তীর্থযাত্রী বিশ্ববাসীর আলোহীন লক্ষ্যহীন জীবনকে অর্থ দিয়েছেন। পাপের কারণে কবরসম অন্ধকারে মানুষ আলোর সন্ধান পেয়েছে। যিশুই হলেন সেই আলো; যিশুর সেই আলোকিত রূপ দিব্যরূপান্তরের সময় তিনজন শিষ্য মাত্র অভিজ্ঞতা করেছে। সাধু পল সেই একই আলোর ঝলকানিতে ঘোড়ার উপর থেকে প'ড়ে গিয়ে যিশুকে চিনতে পেরেছিল সেই আলোর ঝলকানি শৌলকে পল হিসাবে পরিচিত করে, সে ছিল ঘোর খ্রিস্ট বিরুধি সেই হয়ে উঠল একনিষ্ঠ খ্রিস্ট সৈনিক, বিশ্বস্ত ও সর্বকালের সফল খ্রিস্ট প্রচারক। যিশুর পুনরুত্থান নতুন প্রভাত এনেছে, নতুন জীবন এনেছে। পুনরুত্থিত যিশু বার বার শিষ্যদের দেখা দিয়েছেন, ৪০ দিন তিনি এই পৃথিবীতে ছিলেন। খ্রিস্টান হিসাবে প্রতিজন বিশ্বাসী খ্রিস্টের পুনরুত্থানে এক হয়ে যিশুর এই ৪০ দিনের জীবনের অংশী হয়; এই পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে এবং তার পরে স্বর্গে অনন্তকালীন জীবনেরই অংশী হয়। যিশুর শেষ ৪০ দিনের জীবন যেমন গৌরবের ছিল, খ্রিস্ট বিশ্বাসীদের জীবনও তেমনি গৌরবে উদ্ভাসিত, জীবন যেখানে জাগতিক কোন বাধা তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। মৃত্যু যাকে বেঁধে রাখতে পারেনি জগতের আর কোন বাঁধনে তিনি ধরা পড়বেন? খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের পুনরুত্থানের পূর্বধারণা দেয়। যিশু ছিলেন পরিপূর্ণ মানুষ ও পরিপূর্ণ ঈশ্বর। যিশুর পুনরুত্থানকে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলে বেথানিয়ার লাজারের নব জীবন লাভ। মৃত্যুর চার দিন পর যিশু তাকে কবর থেকে ডেকে বের করেছিলেন, জীবন দিয়েছিলেন। যিশুর ডাকে যদি চার দিনের মৃত মানুষ সাড়া দিতে পারে সেই যিশু যে পুনরুত্থান করেছেন তা কতই না নিশ্চিত!

ইতিহাসে যিশুর পুনরুত্থান: যিশু যদি পুনরুত্থান না করতেন তবে যিশুও জাগতিক অর্থে আর সকল মহান মানুষের মত সময়ের ধুলায় চাপা পড়ে একদিন হারিয়ে যেতেন। পুরাতত্ত্ববিদগণ সদয় হলে হয়তো তাঁকে কোন যুগের কাছে মামুলী আবিষ্কার হিসাবে তুলে ধরতেন বা ক্লাসের পড়া কিংবা পরীক্ষার বিষয় হতে পারতো। কিন্তু খ্রিস্টের পুনরুত্থান সত্য বলেই তা কাল প্রবাহে হারিয়ে যায়নি এবং দিনে দিনে প্রচারিত ও প্রসারিত হয়েছে। যিশুর পুনরুত্থান তদ্‌কালে এতই সাড়া জাগিয়েছিল যে, রোমান সাম্রাজ্যের ভিত কেঁপে উঠেছিল আর তাই তো রোমীয় প্রশাসন খ্রিস্টানদের নির্যাতন করত, ধ্বংস করতে চাইত; আসলে তারা খ্রিস্টানদের নয়, কিন্তু খ্রিস্টকেই ধ্বংস করতে চেয়েছিল; এখানে আমরা স্মরণ করতে পারি রাজা হেরোদ কিভাবে পণ্ডিতদের মুখে খবর পেয়ে শিশু যিশুকে হত্যা করতে চেয়েছিল আর তা করতে না পেরে শেষে রাগে ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে নিষ্পাপ শিশুদের হত্য করতে দ্বিধাবোধ করেনি। ক্ষমতাশালীগণ যখন নিজ স্বার্থ হাসিল করতে যিশুকে সরিয়ে দিয়েছিল তারা ভেবেছিল যিশুকে হটিয়ে তারা যে শূণ্যতা সৃষ্টি করেছে তা আর কখনোই পূর্ণ হবে না; কিন্তু খ্রিস্টের পুনরুত্থান মৃত্যুর শূণ্যতাকে অনন্তকালের জন্য পূর্ণতা দিয়েছে। যিশুকে ইতিহাসের পাতা থেকে চিরতরে মুছে ফেলতেই তাকে মিথ্যা সাক্ষ্যের জালে জড়িয়ে দোষী সাব্যস্ত করে চোরের মাঝে তাকে ঘৃণ্য অপরাধীর মত মেরে ফেলা হয়েছিল; কিন্তু বাস্তবতার একি পরিহাস! যিশুই কিনা হয়ে উঠলেন ইতিহাসের নায়ক, মহা নায়ক হয়ে তিনি আজ চিরঞ্জীবী। যিশুর জন্মের সময় রাতের আকাশের তারা ক্ষণকালের জন্য আলোকবর্তিকা হয়ে তিন পণ্ডিতকে পথ দেখিয়েছিল; কিন্তু যিশুর পুনরুত্থান অনন্তকালের তারকারাজি হয়ে সর্ব মানবে পথ দেখাচ্ছেন, তাদের সাথে পথ চলছেন (এম্মাউস)। যিশুকে বাঁচতে দিলে ক্ষমতাশালীদের ক্ষণকালীন শৌর্য-বীর্যের হানি হত; কিন্তু যিশুর মৃত্যু বিশেষভাবে

তাঁর পুনরুত্থান তাকে মহাকালের মহানায়ক করে দিয়েছে। যিশুর পুনরুত্থান ধূলার ধরার মানুষকে দিয়েছে স্বর্গের অধিকার। যিশু আজ ইতিহাসের কেন্দ্র; ধরণীতে যা কিছু ঘটে তার হিসেব আমরা রাখি খ্রিস্টের জন্মকালকে ভিত্তি মেনে। খ্রিস্ট মৃত্যুর শূন্যতা ইতিহাসকে পূর্ণতা দিয়েছে।

শূন্য কবর এবং পূর্ণ বিজয়: যিশুর কবর শূন্য দেখে মারীয়া ভয় পেয়েছিল, হায় হায় একি হল! কিন্তু এ ভয় তাদের আনন্দে পরিণত হল কারণ প্রভু পুনরুত্থান করেছেন। আরিমাথিয়ার কেনা কবর যদি সেদিন শূন্য না হত তবে যিশু চিরতরে কালগর্ভে বিলিন হয়ে যেতেন। তার বন্ধু স্বজনেরা কিছু দিন বিলাপ করে একদিন ভুলে যেত; তাদের জীবন ও জীবিকা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। শূন্য কবর প্রকাশ করে 'যিশু মৃত্যু থেকে বেঁচে উঠেছেন', শূন্য কবরে দূত মহানন্দে সেই সত্যই ঘোষণা করে "তোমরা মৃত্যদের মধ্যে জীবিতকে কেন খুঁজছ" *(লূক ২৪:৫)*। সেদিনের শূন্য কবর প্রকৃত পক্ষে এক মহানন্দ সংবাদ বহন করেছিল তাই তো স্বর্গদূত বলেছিলেন "ভয় পেও না" কারণ ভয়ের কারণ মৃত্যু পরাজিত হয়েছেন, যিশু মৃত্যুকে জয় করেছেন, জীবন কবরে বন্দি ছিল এখন মুক্ত হয়েছে। 'আমিই জীবন' *(যোহন ১৪:৬)*। সেদিনের সেই শূন্য কবর যিশুকে আজও মানবমনে বাঁচিয়ে রেখেছে, ইতিহাসে করেছে অমর। এই শূন্য কবর আমাদের পরিপূর্ণ মুক্তি দান করে। আমরা যখন শূন্য কবরের আধ্যাত্মিকতায় প্রবেশ করি এবং জীবন যাপন করি আমরা হয়ে উঠি অপর খ্রিস্ট। ঈশ্বরের সাথে রচিত হয় এক অবিচ্ছেদ্দ চিরস্থায়ী বন্ধন। যিশু তার জীবন কালে অনেক মানুষকে জীবন দিয়েছেন সুস্থ করেছেন তার সঠিক হিসাব কোন বই-এ রাখা হয়নি। কিন্তু সত্য হল তারা পুনরায় মারা গেছেন কিংবা হয়তো তাদের জীবন কালে পুনরায় অসুস্থও হয়েছেন কিন্তু শূন্য কবর যে বিজয় এনে দিয়েছে তা কোনদিন ম্লান হবে না। জাগতিক মৃত্যুকে খ্রীষ্টের পুনরুত্থানে যে জয় করেছে তার কোন দিন মৃত্যু হবে না।

জীবন ও মৃত্যু: প্রশ্ন আসে জীবন কি? উত্তর হতে পারে জীবন হল একটি অবস্থা, জন্ম ও মৃত্যুর মাঝামাঝি একটি সময়। আবার প্রশ্ন আসে মৃত্যু কি? উত্তর হতে পারে জীবনের পরিসমাপ্তি। জীবন ও মৃত্যু মানুষের জীবন একটি চরম বাস্তবতা, লক্ষ্য করার মত বিষয় হল জীবন ও মৃত্যু একসাথে থাকতে পারে না। কেউ যদি জীবনে প্রবেশ করে তবে সে মৃত্যুর স্বাদ পাবে না। মৃত্যুও কোনদিন জীবনের স্বাদ পাবে না। তবে মানুষ কি জীবিত না মৃত? যিশু বলেন, 'আমি এসেছি মানুষ যেন জীবন পায় এবং পুরোপুরি ভাবেই তা পায়' (যোহন ১০:১০)। তাই যারা যিশুতে বিশ্বাস করে তারা যিশুর সাথে পুনরুত্থিত হয়ে জীবনে প্রবেশ করেছে তাদের কোন মৃত্যু নেই। জাগতিক অর্থে মৃত্যু হল দেহত্যাগ মাত্র; কিন্তু আত্মায় প্রতিজন চিরজীবি। ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করেছে এবং যিশুর সাথে যুক্ত হয়ে মানুষ আবার ঈশ্বরের স্বরূপ ফিরে পায়। তাই সাধু আথানাসিয়ুস বলেন, 'ঈশ্বর মানুষ হয়েছেন যেন মানুষ ঈশ্বর হতে পারে'। এই ঈশ্বর হতে হলে প্রয়োজন যিশুতে পুনরুত্থান এবং পুনরুত্থিত জীবন-যাপন করা। যে এই জীবনে প্রবেশ করে তার কোন মৃত্যু নেই, কিন্তু যে মৃত্যুতে স্থীত সে খ্রিস্ট বিশ্বাসের জীবনে প্রবেশ করতে পারে। কারণ খ্রীষ্ট বিশ্বাসে আমরা প্রত্যেকে খ্রীষ্টের সাথে যুক্ত হই এবং খ্রীষ্টের সাথে পুনরুত্থিত হই।

মৃত্যুর শূন্যতা জীবনের পূর্ণতা: মৃত্যু এক মহাশূন্যতারই নাম। মৃত্যুর পর জীবনের পরিণতি এক মহা রহস্য। মৃত্যু থেকে কেউ কখনো ফিরে আসে নি, মৃত্যু ছিল এক অজানা অধ্যায়; কিন্তু মৃত্যুকে জয় করে যিশু প্রমাণ করেছেন মৃত্যু জীবনের শেষ নয়, একটি পর্যায় মাত্র। এই মৃত্যু হল ভালবাসার পরাজয়, ঈশ্বরের ভালবাসায় অসম্মতি, অসহযোগিতা। যিশুর মৃত্যু মানবের জীবনে নিয়ে এসেছে অনন্ত এক জীবন। মানব জীবন মহাকালের এক নগণ্য মুহূর্ত মাত্র। কিন্তু যিশুর পুনরুত্থানের পর মানব জীবন নব জীবনের ব্যাপ্তিহীন এক জীবনের আস্বাদ পেয়েছে। যিশুর পুনরুত্থানের পূর্বে জীবন মৃত্যুর বাঁধনে বাঁধা ছিল। যিশুর পুনরুত্থানে এসেছে জীবনের পূর্ণতা।

খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের আশা: সাধু পলের কথামত খ্রিস্টের পুনরুত্থান বিনা আমাদের বিশ্বাস মৃত। 'খ্রিস্ট যদি পুনরুত্থিত না হয়ে থাকেন, তাহলে আমাদের প্রচারও বৃথা তোমাদের বিশ্বাসও বৃথা' *(১ম করি. ১৫:১৪)*। খ্রিস্টের পুনরুত্থান আমাদের জীবনে আশার সঞ্চার করেছে। জীবনে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখিয়েছে। জীবন মৃত্যুতে শেষ নয়; যিশুর পুনরুত্থানের পূর্বে এটি ছিল একটি অলীক কল্পতুল্য বিষয়; কারণ কেউ মৃত্যু থেকে ফিরে আসেনি। যেহেতু, কেউ মৃত্যু থেকে ফিরে আসেনি তাই যিশুর পুনরুত্থান পূর্ব সকল প্রতিশ্রুতি ছিল অন্তসার শূন্য, ফাঁপা বিষয়। যিশুর পুনরুত্থান ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিক্রম একটি বিষয় আর তাই তো সাধারণ মানুষ এমনকি যিশুর শিষ্যগণও যিশুর পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতে চায়নি। 'তাঁর দু'টো হাতে যদি পেরেকের দাগ না দেখি ও পেরেকের স্থানে যদি আমার আঙুল না রাখি, আর তাঁর বুকের পাশটিতে যদি আমার হাত দিতে না পারি, তবে আমি বিশ্বাস করব না' *(যোহন ২০:২৫)*। এখনো অন্য জাতির মানুষ খ্রিস্টের পুনরুত্থানে বিশ্বাস করতে পারে না। কিন্তু খ্রিস্টের পুনরুত্থান বিশ্বাসীদের জীবনে আশা দেখায়- একদিন সবাই পুনরুত্থিত হবে পুনরুত্থিত হওয়াই হল রূপান্তরিত হওয়া। ঈশ্বরের সাথে একান্ত হওয়া।

পুনরুত্থান একটি বাস্তবতা: পুনরুত্থান মানুষের জীবনে একবার মাত্র প্রয়োজন। যে একবার পুনরুত্থান করেছে তার তো আর মৃত্যু নেই; কারণ মৃত্যু চিরতরে অবলুপ্ত হয়েছে খ্রিস্টের যাতনা, ক্রুশ-মৃত্যু ও পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে। আমাদের জীবনে প্রতি বছর আমরা পুনরুত্থান পর্ব পালন করি। পর্ব আসে পর্ব যায়; কিন্তু তার কোন ফল আমাদের জীবনে আসে না। তাইতো বার বার আমরা পুনরুত্থান পর্ব পালন করি বা করতে হয়। পুনরুত্থান পালন করার বিষয় নয়; কিন্তু পুনরুত্থান হল করার বিষয়– পুনরুত্থানে জীবন যাপন করা হল আসল বিষয়; যখন আমরা পুনরুত্থানের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারি। পুনরুত্থান মৃত্যুর পরবর্তী বিষয় নয়, পুনরুত্থান একটি বাস্তবতা; কেন না আদমের সঙ্গে যুক্ততা যেমন আমাদের মৃত্যুর মধ্যে ফেলে রেখেছিল তেমনি যিশুর পুনরুত্থান আমাদের জীবনে উন্নয়ন করেছে। খ্রিস্ট আমাদের সকলের জন্য একবারই মরেছেন। আমরা যখন দীক্ষা গ্রহণ করি বা দৃঢ়তায় বিশ্বাস স্বীকার করি, তখন আমরা খ্রীষ্টেতে পুনরুত্থিত হই। পুনরুত্থিত জীবন হল আলোকিত জীবন। তোমরা হলে জগতের আলোস্বরূপ *(মথি ৫:১৪)*; লবণস্বরূপ *(মথি ৫:১৩)*। এই আলোকিত জীবন ধরে রাখাই হল আমাদের চ্যালেঞ্জ।

শেষ কথা: যিশু ধনী যুবককে বলেছিলেন, 'আপনার যা কিছু আছে তা সবই বিক্রি করে গরীবদের দিন ... তারপর আসুন আমার অনুসরণ করুন' *(লূক ১৮:২২)*। যার অর্থ হচ্ছে সব কিছু ত্যাগ করে নিঃস্ব হয়ে যিশুকে অনুসরণ করতে হবে। গ্রহণের পাত্র যদি শূন্য না থাকে তবে কোন কিছু গ্রহণ করা সম্ভব নয়; কারণ এতে নতুন কোন কিছু প্রবেশ করে না। তাই সাধু পলের মত বলতে হয়, আমাদের নতুন আমিকে পরিধান ক'রে যিশুতে জীবন যাপন করতে হয়। আমাদের জীবনে একবার মাত্র পুনরুত্থান প্রয়োজন; কিন্তু তা যদি না এসে থাকে তবে যিশুর আহ্বান 'এসো দেখে যাও' তো আমাদেরই জন্য। এসো বিনা মুল্যে দুধ আর মধু খাও তোমরা *(ইসা ৫৫:১)*। তবে তার জন্য প্রয়োজন নিজেকে শূন্য করা পাপ থেকে মুক্ত হওয়া তবেই পুনরুত্থান আমাদের জীবনে ধরা দেবে। আলো ও অন্ধকার যেমন একসাথে থাকতে পারে না তেমনি পাপপূর্ণতায় পুনরুত্থান অসম্ভব। পুনরুত্থানে উদ্ভাসিত হোক সবার জীবন॥ ❑

একবিংশ শতাব্দীতে যিশুর পুনরুত্থান

বৃষ্টি ইম্মানুয়েল রোজারিও

ঈশ্বর অতি যত্ন ও ভালোবাসা দিয়ে এ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন নিজ প্রতিমূর্তিতে। মানুষ পাপে পতিত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হলো। এ পৃথিবীতে বাস করতে গিয়েও মানুষ পাপ করে পৃথিবীকে পাপময় করে তুলল। মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা অসীম তাই তিনি মানুষকে পাপ থেকে রক্ষা করতে বিশেষ ব্যক্তিদের এ পৃথিবীতে প্রেরণ করলেন। কিন্তু মানুষের পরিবর্তন হলো না। ঈশ্বর মানুষকে এতটাই ভালোবাসলেন যে তিনি নিজে এ পৃথিবীতে এসেছেন- পুত্র হয়ে। ঈশ্বর ঈশ্বরত্বে গণ্ডিবদ্ধ হয়ে থাকেন নি, মানুষ হয়ে মানুষের ঘরে জন্ম নিলেন, বাস করলেন মানষেরই সাথে। মানবীয় জীবনের সমস্ত কিছু তিনি উপলব্ধি করেছেন এবং যাপন করেছেন ৩৩ বছরের এক দীর্ঘ জীবন যেখানে সমসাময়িকতা ছিল অবিচ্ছেদ্য। এরপর বিনা অপরাধে বিনা বাক্যব্যয়ে তৎকালীন ঘৃণ্য মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিজের কাঁধে তুলে নিলেন এবং তিনি ক্রুশ মৃত্যুবরণ করেছিলেন শুধু মানুষকে ভালোবেসে, মানুষেরই জন্য, যেমনটি প্রবক্তা ইসাইয়া তাঁর গ্রন্থে বলেছিলেন, "অথচ তিনি আমাদেরই যন্ত্রণা তুলে বহন করেছেন; বরণ করে নিয়েছেন আমাদের যত কষ্ট" *(ইসাইয়া ৫৩: ৪)*। জগতের সব মানুষের কষ্ট বহনের মধ্যদিয়ে তিনি ঈশ্বরত্বের প্রকাশ ঘটালেন। ক্রুশ তাঁর মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করতে পারেনি বরং তিনি ক্রুশকে মহিয়ান করেছেন। মৃত্যু যিশুকে স্পর্শ করতে পেরেছিল কিন্তু তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। ক্রুশমৃত্যুর তিন দিন পর তিনি তাঁর সমাধিস্থানটিকে শূন্যতায় পর্যবসিত করে পুনরুত্থান করলেন। সেদিন শুভ্র পোশাক পরা যুবকটি সেই নারীদের খবর দিয়েছিল, "তোমরা ভয় পেয়ো না। তোমরা তো নাজারেথের যিশুকেই খুঁজছো যাকে ক্রুশে দেয়া হয়েছিল! তিনি কিন্তু পুনরুত্থিত হয়েছেন, তিনি এখানে নেই। এই দেখ এইখানেই তাঁকে রাখা হয়েছিল" *(মার্ক ১৬: ৬)*। এইভাবে যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থানের সুসমাচার চারদিকে ব্যাপৃত হয়েছিল।

একবিংশ শতাব্দীতে যিশুর পুনরুত্থান কি আবেদন রাখে? যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান একটি সুসমাচার, এই সুসমাচার প্রচারের আহ্বান জানিয়েছিলেন যিশু। বর্তমান শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে এ পৃথিবীর চিত্র সবার কাছেই স্পষ্ট। পৃথিবী আজ নেতিবাচকতায় ভরপুর, সব স্থানই সমস্যা জর্জরিত এবং করোনা দ্বারা নির্বাসিত। মানুষে মানুষে ক্ষমতার লড়াই, পরিবারে অশান্তি, সমাজে বিশৃঙ্খলা এবং রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে যুদ্ধ বিগ্রহ সবমিলিয়ে এ যেন এক নতুন স্বাভাবিকতা। খবরের কাগজ, টেলিভিশন এবং সামাজিক যোগাযোগের সব মাধ্যমগুলো নতুন স্বাভাবিকতার পক্ষে কঠিন, জোরালো ও বাস্তব প্রমাণ দিচ্ছে প্রতিদিন। যিশুর সময়ে জেরুসালেম মন্দিরে যেমন বাজার বসেছিল তেমনি বর্তমান জগতটাও নেতিবাচকতার এক বিরাট হাট। সেদিন যিশু এক কঠিন মূর্তি ধারণ করেছিলেন, প্রকাশিত হয়েছিলেন এক রূঢ় চেহারায়। আজকেও তিনি নতুন ভাবে সামনে উপস্থিত, আজ যিশুখ্রিস্ট পুনরুত্থিত, এক উজ্জ্বল আলো। তিনি আজ প্রত্যাশা করছেন ইতিবাচকতার উন্মেষ, তিনি চান ভালোবাসাহীনতার মধ্যে এক অসীম ভালোবাসা, তিনি আশা করেন অশান্ত এ পৃথিবীতে নিবিড় শান্তি – এসবই পুনরুত্থিত যিশুর আবেদন। যিশুর আবেদন পূরণ হবে মানুষেরই মধ্য দিয়ে, যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থানই মানুষকে প্রেরণা দিবে ও পথ দেখাবে এবং মানুষই পরিবর্তনের সূচনা করবে। শত নেতিবাচকতার মধ্যে ও যিশুখ্রিস্টের পুনরুত্থান প্রত্যেকজন মানুষের জন্য সত্য, এ সত্যকে নিজ অন্তরে উপলব্ধি করে নিজে পুনরুত্থিত হওয়া এবং অন্যকেও পুনরুত্থিত হতে সাহায্য করাই তো পুনরুত্থিত যিশুর আবেদন॥ ❑

পুনর্জন্মের বার্তা

পদ্মা সরদার

জন্ম তাহার দুহাজার একুশ
বছর আগের কথা
তিনি মোদের পাপের পরিত্রাতা
বয়ে এনে ছিলেন যিশু মুক্তি বারতা।

আমাদের পাপ কাঁধে নিয়ে
ক্রুশে দিলেন প্রাণ
তিন দিন পরে যিশুর
হলো পুনরুত্থান।

ধন্য সেই রাজা যিনি
আসবেন প্রভুর নামে
গাধার পিঠে চড়ে তিনি
যাবেন জেরুজালেমে।

শত-শত মানুষ বিছায় পথে
গায়ের বস্ত্র খুলে
এর থেকে সম্মানের আর
কি থাকতে পারে!

কতো মানুষের ভালবাসা মোরা
করি এদিনে স্মরণ
মুছবে না পবিত্র জন্ম প্রভুর
মুছবে না তার মরণ।

পুনরুত্থানের আগের রবিবার
করি বিজয় যাত্রা
এই যাত্রা ঘোষণা করে
পুনজন্মের বার্তা।

দলে-দলে চলো সবাই মিলে
খ্রিস্ট ভক্তগণ
প্রভুর আগমন করি স্মরণ
লুটায় মন ও প্রানা॥